বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

আবুল বারকাত
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, info@hdrc-bd.com)

লোকবক্তৃতা ২০১৪

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অডিটোরিয়াম
ঢাকা: ২২ মার্চ ২০১৪/৮ চৈত্র ১৪২০

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

আবুল বারকাত
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, info@hdrc-bd.com)

লোকবক্তৃতা ২০১৪

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অডিটোরিয়াম
ঢাকা: ২২ মার্চ ২০১৪/৮ চৈত্র ১৪২০

© আবুল বারকাত

প্রথম প্রকাশ: ২২ মার্চ ২০১৪/৮ চৈত্র ১৪২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১৩ মে ২০১৪/৩০ বৈশাখ ১৪২১

প্রকাশক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-০২-৯৩৪৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bdeconassoc.org

মূল্য: ৫০.০০ টাকা, ইউএস ৫.০০ ডলার
(বিক্রয়লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ ব্যয় হবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কর্মকাণ্ডে)

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৯৭১ ১১৮২৪৩
ইমেইল: agami.printers@gmail.com

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
"বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা:
একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে"

Prof. Dr. Abul Barkat
"Poverty-Disparity-Inequality in Bangladesh:
In Search of a Unified Political Economic Theory"

Published by
Bangladesh Economic Association
4/C Eskaton Garden Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone & Fax: 880-02-9345996
E-mail: bea.dhaka@gmail.com
Web: www.bdeconassoc.org

ISBN 978-984-33-6646-3

Price: Tk 50.00 (Bangladesh), US$ 5.00 (outside Bangladesh)
(All sales proceed from this publication will be used solely for the purpose of activities of the Bangladesh Economic Association)

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

আবুল বারকাত

সারকথা: *বাংলাদেশে গত চারদশকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা যথেষ্ট মাত্রায় সাক্ষ্য দেয় যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামোর বিকাশ প্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে অথবা ঐ চেতনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়াই হয়নি। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে আর পাশাপাশি অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সুযোগে গুটি কয়েক সম-স্বার্থ গোষ্ঠীর 'rent seeker'-রা অঢেল বিত্ত-সম্পদের মালিক হয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছে বাজার, সরকার ও রাষ্ট্র। বলা চলে 'rent seeker' দুর্বৃত্তদের এ এক যৌথ উদ্যোগের ফল। দুর্বৃত্ত এ rent seeker-রা বিত্ত সৃষ্টি করেন না, তারা বিত্তশালী হন অন্যের বিত্ত গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে; এবং আসলে তারা সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ শুধু হ্রাসই করেন না ধ্বংস করেন– এরা দেশের জনগোষ্ঠীর উপরতলার ১ শতাংশ মানুষ। এই ১ শতাংশ rent seeker দুর্বৃত্তদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থের আঁতাতই এ দেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার প্রধান কারণ; আর সরকার ও রাজনীতি এ rent seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা মাত্র। এটাই দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত (unified) রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের মর্মবস্তু। প্রক্রিয়াটি চলমান। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুক্তবাজার দর্শনের আওতায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে উত্তরণ সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন প্রচলিত উন্নয়ন দর্শনটিই উল্টে ফেলা। যে দর্শনটি হবে এ দেশের মাটি উত্থিত-স্বদেশজাত (home grown development philosophy) মানবকল্যাণকামী যেখানে উন্নয়নের মানবিকীকরণ হবে মূল কথা। যে দর্শনের প্রথম নীতি (principle) হবে rent seeker-গোষ্ঠীকে রাজনীতি ও সরকার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা; দ্বিতীয় নীতি হবে সংবিধানের মূল চেতনা "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক"-সহ সমসুযোগের অধিকার– শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য মুক্তির অধিকার নিশ্চিত করা। যে দর্শন অনুযায়ী এমন কোন অর্থনৈতিক নীতি প্রণীত হবে না যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত হবে বিরূপ, ঋণাত্মক। হবে উল্টো। বিষয়টি রাজনৈতিক। প্রয়োজন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহমর্মী ও আস্থাশীল সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানসমৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং এ প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।*

প্রাক্‌কথন

রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy) নতুন কোনো বিষয় নয়। ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্র রাজনৈতিক অর্থনীতি হিসেবেই অভিহিত হতো। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের এক পর্যায়ে বিশেষত গত শতকের ৩০-এর দশকের শুরুর দিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার (Great Depression, ১৯২৯-১৯৩৩) সমসাময়িককাল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের নামকরণ থেকে রাজনীতি শব্দটি বাদ দেয়া হয়। আবার সময় কালটা ছিলো বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের শুরুর কাল। অর্থাৎ অর্থনীতি শাস্ত্রের নামকরণ পরিবর্তনের পিছনেও রাজনীতি কাজ করেছে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি চিরায়ত অর্থে উৎপাদন সম্পর্কের (production relation) সাথে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়কারী শাস্ত্র।[১] যেখানে মূল কথা হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ধারণ করবে তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বাধার কারণ হলে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পাল্টে যাবে। এ অর্থে মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোন অনড় (static অর্থে) বিষয় নয় তা পরিবর্তনশীল (dynamic অর্থে)।

আমরা সাধারণভাবে সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সরকার, রাষ্ট্র সব নিয়েই কথা বলি। এসবের অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, আছে রাজনৈতিক সারবত্তা। আর সে কারণেই আমার মতে এমন কোনো বিষয়ই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যার

---

[১] সভ্যতার ইতিহাসে আমরা এ পর্যন্ত ৫-ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা (socio-economic formation) দেখেছি: (১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, (৩) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (৪) পুঁজিবাদি উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং (৫) সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা (যার প্রথম স্তরকে বলা হয় সমাজতন্ত্র)। প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার নিজস্ব-স্ববৈশিষ্ট্যের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) আছে। আর প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) ও উৎপাদিকা শক্তি (productive force) এর দ্বান্দ্বিক সমাহার। যেখানে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক হলো উৎপাদনের উপায়ের (means of production; যেমন জমি, জলা, যন্ত্রপাতি-কলকারখানা ইত্যাদি) উপর মালিকানার ধরন (হতে পারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত, সার্বজনীন ইত্যাদি), আর উৎপাদনের উপায়-এর মূল উপাদান হলো শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার। আর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান তিনটি মৌল উপাদান হলো (১) উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাসহ শ্রমশক্তি– মানুষ, (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (৩) উৎপাদনের উপায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিরন্তর। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন যখন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ১৯৮৫. বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য, পৃ. পনেরো-একুশ)

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মবস্তু নেই– কারণ-পরিণাম যেদিক দিয়েই দেখি না কেন। এসব বিবেচনা থেকেই আজকের লোকবক্তৃতায় আমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির: কাঠামোগত বিষয়াদির হাজারো বিষয় থেকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় আন্তঃসম্পর্কিত শুধু সে বিষয়গুলিই বেছে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি যার সংশ্লেষণের ফলে যেনো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি সমগ্রক (holistic) চিত্র বের করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত তত্ত্ব (unified theory) বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়। এ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে আমার বেছে নেয়া বিষয়গুলি নিম্নরূপ: দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা, দুর্বৃত্তায়ন, একচেটিয়া বাজার, বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সিন্ডিকেট, দুর্নীতি, মৌলবাদের অর্থনীতি, সুশাসন, আর বিশ্বায়ন-এর পাশাপাশি ধনী দেশের অর্থনীতি ও সমাজে অসাম্য-বৈষম্য সৃষ্টির কারণ-পরিণাম। ধনী দেশের (এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) বিষয়টি যুক্ত করেছি দু'টি কারণে: প্রথমত: প্রায়শই মনে করা হয় যে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-অপশাসন– এসব শুধু আমাদের মত *উন্নয়নশীল-অনুন্নত-স্বল্পোন্নত-দরিদ্র* দেশেই ঘটে থাকে। দ্বিতীয়ত: অসাম্য-বৈষম্য বিষয়ে উন্নত দেশের উদাহরণ টেনেছি উপরোল্লিখিত প্রথম ধারণার অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি প্রমাণ করার লক্ষ্যে; বলার চেষ্টা করেছি যে ব্যাপক প্রচলিত এসব ধারণা আসলে অলীক বা কল্পকথা মাত্র (myth অর্থে)।

"দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"-র শেকড়ে Rent Seeking: বিষয়টি আসলে কি?

যেহেতু দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– এসব সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির শেকড়ে আছে rent seeking সেহেতু আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই rent seeking প্রত্যয় বা প্রপঞ্চটির (category অর্থে) মমার্থ স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলে রাখি এ প্রবন্ধে 'rent seeking' এবং 'rent seeker'-এর বাংলা অনুবাদ করা হয়নি এবং তা সচেতনভাবেই। 'Rent seeking' এর মর্মানুবাদ হতে পারে দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি ইত্যাদি।

Rent seeking বিষয়টির ব্যাখ্যাটি এরকম। বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (creation) মাধ্যমে; এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking

সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নীচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এরকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নীচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নীচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কিভাবে কি হয়ে গেলো! আর rent seeker-এর এই প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভূজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে (দেখুন ছক ১)।

ছক ১: Rent seekers, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থের ত্রিভুজ: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস

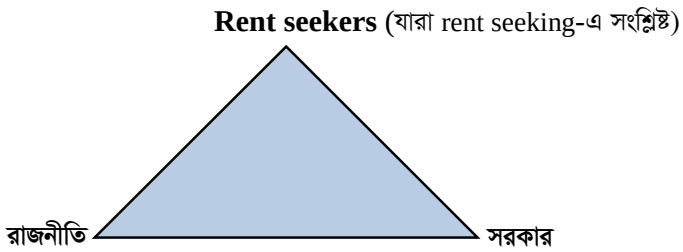

Rent seeking এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় 'zero sum game'ও নয়– এটা প্রকৃত অর্থে 'negative sum game'। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক 'অদৃশ্য হাত' (যাকে অর্থনীতিবিদেরা বলেন invisible hand of market) অন্য সকলের জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর বিশ্বমহামন্দা আর ২০০৭-০৮ এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাততত্ত্ব' আর কেউ বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ– 'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য।[২] আগেই বলেছি rent seeking বিষয়টি এমনকি 'zero sum game'ও নয় যখন একজন ব্যক্তির লাভ বা প্রাপ্তি (gain) অন্য আর এক জনের ক্ষতির (loss) সমান হয়। আসলে rent seeking হলো negative

[২] বিষয়টি বুঝাতে জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের জীবনসমৃদ্ধি ঘটেছে অন্য সবার ক্ষতির বিনিময়ে" (দেখুন: নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, p. 41। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী কালে অন্যান্য অনুচ্ছেদসহ *মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়* অনুচ্ছেদে।

sum game যেখানে বিজয়ীর লাভ বা প্রাপ্তি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির চেয়ে কম। আর এ প্রক্রিয়ায় সমাজের ক্ষতির হিসেব কষলে– ব্যাপারটি আরো বেশি সত্য। সেইসাথে এটা 'negative sum game' এজন্যও যে গরীবদের কাছ থেকে ধনীদের কাছে অর্থ-বিত্ত-সম্পদ পৌঁছে দেবার এ প্রক্রিয়ায় সরকার ও রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট সম্পদ ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ অর্থনীতির rent seeking আসলে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিত্ত-সম্পদ নীচতলার অন্য সবার কাছ থেকে উঁচুতলার ধনীদের কাছে পৌঁছে যায়।

Rent seeking এর রূপ হতে পারে অনেক ধরনের। যেমন, অদৃশ্য হস্তান্তর (hidden transfer), দৃশ্যমান হস্তান্তর (open transfer), সরকারি ভর্তুকি, নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান যা বাজারের প্রতিযোগিতাসক্ষমতা হ্রাস করে অথবা বাজারকে প্রতিযোগিতাহীন করে, বাজার-প্রতিযোগিতার বিদ্যমান আইন-কানুন-বিধি-বিধান কার্যকর হতে না দিয়ে বা প্রয়োগে বাধা দিয়ে (non enforcement), বিধি-বিধান-স্টাটিউট যা ব্যবসা-বাণিজ্য-কর্পোরেশনসমূহকে অন্যের জন্য প্রদেয় সুবিধে হস্তগত করতে সহায়তা করে অথবা অনেক কিছুর ব্যয়ভারের দায়ভার সমাজের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। আর এ প্রক্রিয়ায় rent seeker দের সহায়তা করে সরকার ও রাজনীতি। যেসব ক্ষেত্রে বিত্তবান অথবা সম্পদশালী হবার প্রক্রিয়ায় সম্পদ সৃষ্টির চেয়ে rent seeking পদ্ধতি জোর তালে চলে সেক্ষেত্রে সরকার ও রাজনীতি rent seeker-দের অধিনস্থ অথবা বলা যায় rent seeker গোষ্ঠীর কথায় ওঠাবসা করে সরকার ও রাজনীতি (ছক ১ দেখুন)। এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সমাজের নীচুতলার মানুষের সম্পদসহ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজের উঁচুতলার গুটিকয়েক মানুষের হাতে তুলে দিয়ে সমাজে বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়, তেমনি ঐ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা অর্থনীতি ও সমাজে অস্থিতিশীলতা বাড়ায়, আর বর্ধমান এ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়ায়। Rent seeking প্রক্রিয়া উদ্ভূত এ এক দুষ্টচক্র (vicious cycle)।

যেহেতু দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম rent seeking সেহেতু rent seeking-এর ইতিবৃত্ত নিয়ে আরো একটু বলা দরকার। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রে rent seeking বলতে ভূমি খাজনা (agricultural/land rent) বা ভূমি থেকে প্রাপ্তি (returns to land) বুঝানো হতো। অর্থাৎ জমির মালিক ভূ-স্বামী (যেমন ব্রিটেনে Lord, Barron, Knight ইত্যাদি) জমিতে নিজে কোন শ্রম না দিয়েই শুধুমাত্র জমির মালিক হবার কারণেই অন্যের শ্রমে (কৃষকের) সৃষ্ট উৎপাদনের ভাগ পেতেন– এটাই ভূমি খাজনা। পরবর্তী কালে অর্থশাস্ত্রে যে একচেটিয়া মুনাফা (monopoly profit)-র প্রত্যয়টি (terminology অর্থে) দেখি তা আসলে ঐ ভূমি খাজনা বা rent-এরই সম্প্রসারিত রূপ, যাকে বলা হয় একচেটিয়া খাজনা বা monopoly rent, যার সারার্থ হলো ঐ আয় যা একজন

একচেটিয়াভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের (control অর্থে) ফলে পেয়ে থাকেন। আরো পরে rent প্রত্যয়টি সম্প্রসারিত হলো মালিকানা দাবির অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যেমন সরকার যদি কোন কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণের কোন পণ্য আমদানির একচ্ছত্র অনুমতি বা অধিকার দেয় (যাকে বলে 'কোটা') যেমন চিনি, ভোজ্য তেল, চাল, ডাল, পেট্রোল, ডিজেল, কয়লা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঐ অনুমতি বা অধিকারউদ্ভূত মালিকানা থেকে অতিরিক্ত প্রাপ্তি (extra return)-টিই হলো 'কোটা খাজনা' (quota-rent)। উল্লেখ্য, প্রায়শই দেখা যায় যে যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যতবেশি সেসব দেশে rent seeking কর্মকাণ্ড ততবেশি প্রকট।

অনেকেই মনে করেন একটি দেশে সম্পদ বিশেষত: প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি থাকবে ততবেশি দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের উপকার হবে, ততবেশি দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সরকারের ব্যয় করার সক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত সত্যটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

এ কথা সত্য যে মানুষের শ্রম ও সঞ্চয়ের উপর বেশি কর বসালে কর্ম প্রণোদনা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু বিপরীতে একথা ধ্রুব সত্য যে ভূমি, জ্বালানি তেল (পেট্রোল, গ্যাস, ডিজেল ইত্যাদি), খনিজ দ্রব্য (যেমন কয়লা) অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট rent এর উপর কর বসালে এসব সম্পদ অদৃশ্য (disappear) হয়ে যাবে না। উল্টো ঐসব সম্পদ থেকেই যাবে এবং আজ না হোক পরে– ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করা যাবে। এবং এক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রণোদনা প্রভাব (adverse incentive effects)-এর প্রশ্ন অবান্তর। অর্থাৎ, এসব কারণে নীতিগতভাবেই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মানব উন্নয়ন খাতে অর্থায়নের জন্য সরকারের রাজস্ব আয়ের কমতি হবার যুক্তিগত কারণ নেই। তারপরেও আমরা দেখছি সেসব দেশেই বৈষম্য-অসমতা বেশি যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি। তবে এসব দেশের মধ্যে তাদের অবস্থা বেশি খারাপ যেখানে rent seeker-রা রাজনীতি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাসঙ্গিক বিধায় উল্লেখ্য যে ল্যাতিন আমেরিকার সবচে' বেশি তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ ভেনিজুয়েলায় হুগো শ্যাভেজ ক্ষমতায় আসার আগে দেশের অর্ধেক মানুষই ছিলেন দরিদ্র– এবং এটা ধনবান দেশে সেই প্রকৃতির দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যেখানে হুগো শ্যাভেজের মত জনকল্যাণকামী নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে।

Rent seeking-এর আরো কয়েকটি রূপের কথা বলা প্রয়োজন। যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদ (তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ) যখন ন্যায্য-বাজার মূল্যের (fair price) চেয়ে কমদামে কারো হাতে চলে যায়। আরো একটা রূপ হলো যখন ওরাই অথবা অন্য কেউ বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে তা সরকারের কাছে বিক্রি করে (যাকে বলে non competitive procurement)। ওষুধ কোম্পানি ও মিলিটারি কন্ট্রাকটররা এসবে যথেষ্ট পটু। এসবের পাশাপাশি rent seeking-এর অন্যান্য ক্ষেত্রের

অন্যতম হলো বিভিন্ন ধরনের সরকারি ভর্তুকি (দৃশ্যমান ও অদৃশ্য) যখন এর বড় অংশ হাতড়ে নেয় rent seeker-রা। Rent seeker-রা যে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে সবসময় সরকারকেই ব্যবহার করে তাও নয়। যেমন ব্যক্তিমালকানাধীন প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পদ হাতিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা এবং পুর্ণাঙ্গ সত্য তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে তাদের শোষণ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাবক হিসেবে সরকারের ভূমিকা থাকে– সরকারের যা করার কথা তা না করে, অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রশ্রয় দিয়ে অথবা তা বন্ধ না করে, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নসহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে।

ইদানীং rent seeker এর অবাধ চারণ ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রি (বিশ্বের সবচে ধনীদের মধ্যে মেকিক্সোর কার্লোস স্লিম থেকে শুরু করে বাংলাদেশে ভিওআইপি ব্যবসা), খনিজ সম্পদ (ইদানীং রাশিয়ার খনিজ সম্পদ কব্জাকারী অলিগার্খি), আর্থিক প্রতিষ্ঠান (corporate CEOs), স্বাস্থ্যসেবা খাত, তথ্য-প্রযুক্তি খাত (মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে অনেকেই), উচ্চ পর্যায়ের আইনজীবী যারা জটিল ও অস্বচ্ছ derivative[৩] market ডিজাইনে সহায়তা করেন এবং যারা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়েই মনোপলি ক্ষমতা ব্যবহারের চুক্তিপত্র তৈরি করে দেন– আর এসব করে তারা কিন্তু কখনও জেল-হাজতে যান না।

Rent seeking-এর সাথে রাজনীতির সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ। নিয়ম মেনে খেলা অর্থাৎ 'Fair game' এ জেতা এক কথা আর ঐ খেলার নিয়ম-কানুন এমনভাবে বানানো যার ফলে সুনির্দিষ্ট কোন পক্ষের জেতার সম্ভাবনা বাড়ে সেটা আরেক কথা। আরো মারাত্মক হলো সে অবস্থা যখন আপনি খেলছেন আবার আপনিই খেলার রেফারি নিয়োগ দিচ্ছেন। বিষয়টি এরকম যে প্রায়শ দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রেগুলেটরি এজেন্সিতে প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন তারাই যারা নিজেরাই rent seeker অথবা তাদের চাকরি করেন আবার এজেন্সির কাজ শেষে আবারও rent seeker গোষ্ঠীতে ফিরে যান।[৪] এটা হল "regulatory capture" (নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দখল)। আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দখল

---

[৩] Derivates সম্পর্কে বিলিয়নিয়ার ওয়ারেন বাফেট বলেছেন "Financial weapons of mass destruction" (উদ্ধৃত হয়েছে Stiglitz Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, pp. 97, 424). সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: (নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Paul Krugman, 2013. End This Depression Now, pp. 75-82. Chang Ha- Joon & Ilene Grabel, 2005. Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual, pp. 33-36.

[৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: Paul Krugman, 2013. End This Depression Now, pp. 85-90.

অর্থের শক্তিতে নয় মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণেও ঘটে, যাকে বলে "cognitive capture" (অভিজ্ঞানগত দখল)। এসব ক্ষেত্রে rent seeker-দের লবিষ্টদের ভূমিকা খুবই শক্তিশালী এবং রাজনীতিবিদদের সাথে দুর্ভেদ্য ঐক্যভিত্তিক।

Rent seeker-দের সাথে সরকারের সম্পর্কটিও প্রত্যক্ষ। আগেই বলেছি সরকারি 'granted' হোক আর সরকারি 'sanctioned' হোক বাজার প্রতিযোগিতার আইন-কানুন কার্যকরভাবে প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন (inadequate enforcement) না হবার কারণে দুনিয়াজুড়ে বিত্তভাগ্য খুলেছে অনেকেরই। যারা প্রায় সবাই rent seeker। কিন্ত rent seeking পদ্ধতিতে ধনী হবার আরো সহজ কিছু পথ-পদ্ধতি আছে। যেমন ধরুন আইনের এমন কিছু পরিবর্তন যা সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু ফাঁক দিয়ে রাতারাতি ধনী হওয়া যায়। এদেশে এসব প্রায়শই ঘটে (যেমন, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শুল্কহার নির্ধারণ থেকে শুরু করে রাজস্ব আয়ের অনেক ক্ষেত্রে)। আরো কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া যেতে পারে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেয়ার ড্রাগ বেনিফিট ২০০৩ আইনে একটি ধারা সংযোজিত হল যেখানে বলা হলো "সরকার ঔষধের মূল্য নিয়ে দরকষাকষি করতে পারবে না"। এর ফলে ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিরা এমনি এমনিই বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি উপহার (gift) পেয়ে গেলো[৫]। ঠিক একই ধরনের উপহার পেলো আর্থিক derivative market এর কোম্পানি AIG ২০০৮-০৯ সালে, তবে অর্থের পরিমাণ ১৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার একই সময়ে মন্দা কাটিয়ে উঠতে সরকার শূন্য সুদ হারে কোটি কোটি ডলার দিলো ব্যাংকগুলোকে যে ব্যাংকগুলো আবার উচ্চসুদে ঐ ডলারই ধার দিলো সরকারকে (এ হলো কোটি কোটি ডলারের অদৃশ্য উপহার)[৬]। একইভাবে rent seeker দের জন্য সরকারের প্রভাবকের ভূমিকা স্পষ্ট যখন দেখি 'ethanol subsidy' দেয়া হলো, আর ২০০৮ এর recession এর পর যখন বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমে গেল তখন subsidy দেবার পরে ethanol তৈরির কারখানাগুলো দেওলিয়া হয়ে গেলো। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিতে ভর্তুকির ক্ষেত্রেও দেখা যায় কৃষি ভর্তুকির ডিজাইনটাই এমন যে অর্থের পুনর্বণ্টন এমনভাবে হবে যে দরিদ্র কৃষক এবং পরিবারভিত্তিক কৃষি ফার্ম তেমন কিছুই পাবেন না, কৃষি ভর্তুকির প্রায় পুরোটাই পাবেন ধনী এবং কর্পোরেট কৃষি ফার্ম। এসবই rent seeking যা নীচুতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ উঁচুতলায় পৌঁছে দেয়। Rent seeking-এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা কিছু বললাম সবগুলোই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য তবে পার্থক্যটা হতে পারে মাত্রা, গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ধরনের ক্ষেত্রে।

---

[৫] বিস্তারিত দেখুন: Stiglitz Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, p. 61.

[৬] বিস্তারিত দেখুন: Stiglitz Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, pp. 61-62.

তাহলে যা দাঁড়ালো তা হলো বাজার ব্যবস্থাটাই এমন যা rent seeker সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking অর্থনীতির instability (অস্থিতিশীলতা) বাড়াবে আর ঐ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; rent seeking উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; আর পুরো এ প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে।

দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা: প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট

পনেরো কোটি[৭] মানুষের এদেশে "দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা"[৮] যে অতি রূঢ় বাস্তবতা এবং উদ্বেগের বিষয়, তাতে কেউই সম্ভবত দ্বিমত পোষণ করবেন না। অতীতেও এ নিয়ে দ্বিমত ছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অদূর ভবিষ্যতেও এ উদ্বেগের নিরসন হবে না। তবে উত্তরণ জরুরি। কারণ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যহীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। কিন্তু তা অর্জিত হয়নি। আর অর্জিত হয়নি দেখেই আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমরা অনেক স্বপ্ন-কল্পের কথা বলছি। এ স্বপ্নের প্রকাশ হিসেবেই "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়ন এখন জন-আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে যার মর্মবস্তু মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি নাগাদ ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার-গণতান্ত্রিক, কল্যাণ রাষ্ট্র"; ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের একটি দেশ; ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক একটি দেশ। ২০২১-এ আমরা থেমে নেই এখন ২০৪১ সালের বাংলাদেশ কেমন চাই– এ নিয়েও ভাবছি। এসব কারণেই আমি এ প্রবন্ধে একদিকে যেমন মানব-কল্যাণমুখী

---

[৭] এ দেশের জনসংখ্যা এখন ১৫ কোটির বেশি হতে পারে। হিসেবের সুবিধার্থে ১৫ কোটি বলছি, অন্য কোনো কারণে নয়। মোট জনস্যখ্যা ১৫ কোটির বেশি হলে সে অনুযায়ী অন্যান্য হিসেবপত্তর পরিবর্তিত হবে। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ যেহেতু প্রধানত গুণগত বিষয় সেহেতু সাধারণ সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের একটু-আধটু পরিবর্তনের ফল মূল বক্তব্যকে অপরিবর্তিত রাখবে।

[৮] Poverty-Distress-Deprivation-Disparity-Inequality অর্থে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ বক্তৃতায় আমি এসব কিছু বুঝাতে 'দারিদ্র্য' প্রত্যয় বা প্রপঞ্চটি (category) মোটামুটি অন্য চারটি প্রপঞ্চের সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছি যদিও প্রত্যয়/প্রপঞ্চসমূহ আন্তসম্পর্কিত এবং হুবহু সমার্থক নয়। অবশ্য প্রযোজ্য অনেক ক্ষেত্রেই ধারণার বিভ্রান্তি নিরসনে বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা (অসাম্য) প্রপঞ্চসমূহ ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি গঠনপ্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট গূঢ় অর্থ উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি আর অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক-অর্থনীতির একীভূত তত্ত্ব (unified theory) বিনির্মাণের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস নিয়েছি।

অর্থনীতি শাস্ত্রের মানুষ হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন– উভয় কারণেই দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিষয়াদির পুনর্মূল্যায়ন জরুরি বলে মনে করি। আমি মনে করি দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা, বিমোচনের শ্লথ গতি, দারিদ্র্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের কার্যকারণ, এবং সেই সাথে আমাদের দারিদ্র্য বিষয়ে অন্যদের (অতি)-আগ্রহ ইত্যাদি কারণে বিষয়টির খোলামেলা, যুক্তিনির্ভর, জ্ঞানসমৃদ্ধ মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়ন এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। 'দারিদ্র্য' ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পুনঃউত্থাপন করতে চাই এজন্যও যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে "ভাবনার দারিদ্র্য" প্রকট; মূল ধারার গবেষকদের দারিদ্র্য চিন্তায়– চিন্তার দারিদ্র্য প্রকট। দারিদ্র্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তার দারিদ্র্য প্রতিফলিত হয় একদিকে যেমন বহুমুখী দারিদ্র্য চিহ্নিত করাসহ বহুমুখী দারিদ্র্যের কারণ উদঘাটনের ক্ষেত্রে আর অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর পথ-পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও। দারিদ্র্য ভাবনায় কখনও বলা হয় না যে দারিদ্র্য– মনুষ্য সৃষ্ট যেখানে rent seeking-এর উপস্থিতি ও বাড়-বাড়ন্ত দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– এসব নিয়ে এ দেশের মানুষের মনে প্রশ্নের শেষ নেই; প্রশ্ন শেষ হবার কোনও শর্তও সৃষ্টি হয়নি। এসব নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। চাই কিছু উদ্বেগ তুলে ধরতে। হতে পারে উদ্বেগ উদ্বেগই থেকে যাবে। সম্ভবত অনেক প্রশ্নের উত্তর এ মুহূর্তে আমরা পাবো না। কিছু প্রশ্নে মতানৈক্য থাকবে, সেটাও স্বাভাবিক। নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, তা আশার কথা। এসব বিবেচনা থেকে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় উত্থাপন জরুরি বলে মনে করি। আর সেই সাথে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ ও হ্রাসের লক্ষে কিছু সমাধান-ভাবনাও উপস্থাপন জরুরি বোধ করি।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়নে আমরা ব্যর্থ হয়েছি– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ নিয়ে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছি। আমরা দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য দেখি না। এমনকি আমাদের মতো অদরিদ্রদের দারিদ্র্য পরিমাপের প্রয়াসও দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়, মাথাপিছু ২,১২২ কিলোক্যালরির নীচে খাদ্য ভোগ (পুষ্টিমান যাই হোক না কেনো), তথাকথিত সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত নিরক্ষরতা হ্রাস না পাওয়া (আর শিক্ষার মান যাইই হোক না কেনো), প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা (দরিদ্ররা সে সুযোগ গ্রহণ করুক বা না করুক)– দারিদ্র্য সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপনে এসব স্থূলতা অতিক্রমে

আমরা অক্ষম হয়েছি। আর এসব কারণেই 'দরিদ্র জন্মসূত্রেই দরিদ্র হতে বাধ্য'— এ ধারণা আমাদের গবেষকদের বোধের দারিদ্র্যই নির্দেশ করে। সে কারণেই দারিদ্র্য দূরীকরণ বা হ্রাসের প্রেসকিপশনগুলোও অনুরূপ স্থূল। বিষয়টি শুধু আমাদের মত 'দরিদ্র' দেশের জন্যই প্রযোজ্য নয় তা অতি উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও প্রযোজ্য (বিষয়টি গুরুত্বের কারণে পরে *মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়* শিরোনামে একটি ভিন্ন অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)।

"দারিদ্র্য" আমার মতে নেহায়েত এক অর্থনৈতিক প্রত্যয় বা প্রপঞ্চ (category) নয় যা 'আয়' এবং/অথবা 'খাদ্য পরিভোগ' দিয়ে মাপা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– যদি কেউ দৈনিক ৬৭ টাকার কম আয় অথবা ২,১২২ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য ভোগ করেন তিনিই দরিদ্র, আর তার অবস্থাটা 'দারিদ্র্য'। দারিদ্র্য পরিমাপের এ পদ্ধতি এক অতি স্থূলতা। এ স্থূলতার বিপরীতে আমি মনে করি যা কিছু মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে সে সবই দারিদ্র্যের মানদণ্ড। দারিদ্র্য হলো rent seeking-এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে কিছু মানুষের অঢেল বিত্তশালী হওয়া আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমসুযোগের অভাব উদ্ভূত বিত্তহীন হবার এক প্রক্রিয়া। আর বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা থেকেই এর উৎপত্তি। এ বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়। এখানে প্রভাবকের ভূমিকায় আছে রাজনীতি ও সরকার (বিষয়টি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আর পরে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেয়া হয়েছে)।

দারিদ্র্য বহুমুখী; বহুরূপ তার। দারিদ্র্য হতে পারে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশু দারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারী-প্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানস-কাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য ইত্যাদি। আর এসবের সাথে আছে বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– যা অনেকাংশেই বংশপরম্পরা এবং প্রধানত কাঠামোগত। উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দারিদ্র্যের একাধিক রূপ একই সাথে প্রযোজ্য হতে পারে। আমি মনে করি দারিদ্র্যকে দেখতে হবে সব ধরনের দারিদ্র্যের (বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ) পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ রূপ হিসেবে যেখানে প্রতিটি

রূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে দারিদ্র্যের নির্দিষ্ট অংশকে প্রতিফলিত করে মাত্র। তবে এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দারিদ্র্যের কোনো এক বা একাধিক রূপ অন্যসব রূপের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করে। সেই সাথে এ কথাটি স্পষ্ট হতে হবে যে দারিদ্র্য হ'তে পারে তুলনামূলক (relative) এবং নিরঙ্কুশ (absolute)। সুতরাং আমার বিশ্বাস 'দারিদ্র্য বিমোচন' বললে আমরা বুঝবো দারিদ্র্যের কোনো কোনো রূপের তুলনামূলক হ্রাস (poverty reduction) আবার কোন কোনটির নির্মূল বা উচ্ছেদ (poverty eradication)। বলে রাখা জরুরি যে এক্ষেত্রে "অসমতার" বিষয়টি সম্ভবত আরো বেশি গুরুত্ববহ।

আমার সার বক্তব্য এক বাক্যেও শেষ করা যেতে পারে। আর তা হলো: যেহেতু দারিদ্র্য বিষয়টি– বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ– শেষ পর্যন্ত শোষণ সৃষ্টিকারী কাঠামো উদ্ভূত (structural) সেহেতু স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে বর্তমান কাঠামোটি ভেঙ্গে তার জায়গায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় এমন একটি নূতন কাঠামো বসাতে হবে; আর যুক্তিগতভাবেই এ কাজটি হবে দরিদ্র-শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ। এ বক্তব্যে সাম্যবাদী মতাদর্শের গন্ধ আছে বিধায় অনেকেই বাতিলযোগ্য বিবেচনা করলেও যুক্তি হিসেবে আমার বক্তব্যে ভুল নেই। ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা আছে সময়ের নিরিখে, সম্ভাব্যতা বিচারে। সে কারণেই বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাচ্ছে না। বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাবে না এ জন্যেও যে আমরা সবাই মিলে আপাতত ধরেই নিয়েছি যে সম্ভবত পুঁজিবাদী কাঠামোতেই আমাদের চলতে হবে; ধরেই নিয়েছি যে মাত্রা যাই হোক না কেন মুক্ত বাজার অর্থনীতির আবরণের মধ্যেই দারিদ্র্য হ্রাস/উচ্ছেদ(?)/বিমোচন হতে পারে; ধরেই নিয়েছি যে বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন জিইয়ে রেখেই 'চুইয়ে পড়া' (trickle down) উপাদান দিয়েই দারিদ্র্য প্রশমিত হবে; ধরেই নিয়েছি যে আমাদের দেশে বাণিজ্যপুঁজি ও ব্যাপক-বিস্তৃত (বিকাশমান) কালো টাকার নিকৃষ্ট পুঁজিকে (গত প্রায় ৪০ বছরে যার পুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে আনুমানিক ৮ লক্ষ কোটি টাকা) যে কোনভাবে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর করলেই দারিদ্র্যের অনেক রূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হাল্কা হয়ে আসবে আর সেই সাথে হ্রাস পাবে বৈষম্য-অসমতা; ধরেই নিয়েছি যে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বায়ন-এর সুযোগ(!) গ্রহণ করতে পারলেই দারিদ্র্যাবস্থার ব্যাপক উপশম হবে ইত্যাদি। এসব ধরে নেয়ার পিছনের যুক্তি একেবারেই ঠুনকো; বলা যায় কুটযুক্তি বা অলীক, কল্পকথা (myth অর্থে)। তবে এসব ধরে নেয়ার পিছনের যুক্তি কতটা যুক্তিসিদ্ধ ও বাস্তবসম্মত এ নিয়ে আমি পুর্ণমাত্রায় সন্দিহান। আর সে কারণেই যেখানেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ঐতিহাসিক বিচারে যুক্তির পিছনে বিজ্ঞান নেই সেখানেই আমার ভিন্নধর্মী বক্তব্য-বিশ্লেষণ থাকবে– পরিসর ক্ষুদ্র হলেও।

প্রথমেই আসা যাক দারিদ্র্য বিষয়ে সরকারি ভাষ্যের বিচারে। সরকারি ও দাতাগোষ্ঠীর দারিদ্র্য সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রায়ই সরলীকৃত দারিদ্র্যের আপাতন (incidence of poverty)-কে সবচে' বেশি গুরুত্ব দেয়। এই ভিত্তিতেই বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে: ১৯৮৫/৮৬ সালের ৫৫.৭ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালে ৪০.৪ শতাংশে আর ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ (head count ratio based, প্রধানত খাদ্য ভোগ বা প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ এর হিসেবে মাথা-গণনা পদ্ধতিতে)। অর্থাৎ সরকারি হিসেবে গত ২৫ বছরে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। অথচ একই সরকারি দলিল বলছে দরিদ্র মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ এমনকি সরকারি স্থূল হিসেবকে আমলে নিয়েও স্পষ্ট বলা যায় যে, তুলনামূলক দারিদ্র্য (শতাংশ হিসেবে) হ্রাস পেলেও মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পেতে থাকবে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতো। তখন দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটি। আর এখন (২০১০ সালে) সরকারি হিসেবে প্রায় ৩২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। সুতরাং দারিদ্র্যের আপাতন-ভিত্তিক স্থূল হিসেবপত্তরও নির্দেশ করে যে, দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পায় নি। এ কথা আরো সত্য হবে যদি দারিদ্র্য পরিমাপে ইতোপূর্বে উল্লিখিত দারিদ্র্যের বিভিন্ন রূপ আমলে নেয়া হয়। এ কথা আরো সত্য হবে যদি বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিশ্লেষণ করে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। আর তাইই যদি করা হয় তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণ অথবা হ্রাসের প্রচলিত কোনো প্রেসক্রিপশনই যুক্তিতে টিকবে না।

এখন সঙ্গত প্রশ্ন– দরিদ্র কে?[৯] বাংলাদেশে আসলেই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কত? আমার ধারণা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" ও "মৌলিক অধিকার" সংক্রান্ত ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র, সম সুযোগের অভাব বঞ্চিতরা দরিদ্র, বৈষম্যের শিকার যারা তারাই দরিদ্র, অসমতার শিকার যারা তারাই দরিদ্র, শোষিত মানুষ মাত্রেই দরিদ্র, আইনের দৃষ্টিতে যিনি অসমান তিনিই দরিদ্র। এসব বিবেচনায় আমার হিসেবে বাংলাদেশের শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষই দরিদ্র– এ সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে। সাংবিধানিক বিধান ও বিধৃত অধিকার (১৯৭২) থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র। শুধু সাংবিধান বিধানই নয় ন্যায় অধিকার (justiciable rights) থেকে বঞ্চিতরাও দরিদ্র। বহুমাত্রিক মানব বঞ্চনা দূরীকরণে

---

[৯] এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অতীতে অনেক লিখেছি ও বলেছি। যে সবের মধ্যে আছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিভিন্ন আয়োজন (২০০১-২০১৩), এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালা-২০১১, শাহএএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, শহীদ ড. শামসুজ্জোহা স্মারক বক্তৃতা-২০১৪।

আমাদের সংবিধান যে সব অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয় তা হলো ন্যূনতম নিম্নরূপ:

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ (*সংবিধান ,অনুচ্ছেদ ৭.১*)

২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (*অনুচ্ছেদ ১৫.ক*)

৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)

৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)

৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (*অনুচ্ছেদ ১৯/১,২*)

৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (*অনুচ্ছেদ ১৭ ক,খ*)

৭. মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি (*অনুচ্ছেদ ১৪*)

৮. জীবনমানের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লব (*অনুচ্ছেদ ১৬*)

৯. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (*অনুচ্ছেদ ১০*)

১০. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (*অনুচ্ছেদ ১১*)

১১. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (*অনুচ্ছেদ ৩২*)

১২. ... কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৮.১*)

১৩. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (*অনুচ্ছেদ ২৭*) ।

আমি মনে করি দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত– বহুমাত্রিকভাবেই বঞ্চিত। আমি মনে করি বঞ্চিতরাই দরিদ্র – এ বঞ্চনা হতে পারে সাংবিধানিক এবং ন্যায়-অধিকার কেন্দ্রিক। এসব মানুষ শুধু বঞ্চিতই নয়– নিরন্তর অসমতার শিকার, এবং কাঠামোগত কারণেই। আগেই বলেছি খাদ্য-পরিভোগকেন্দ্রিক দারিদ্র্য পরিমাপ খুবই স্থুল। শারীরিকভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য পরিভোগ– দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে এক ধরনের "গরু-ছাগল" পদ্ধতি। বিপরীতে আমি মনে করি দরিদ্র মানুষ মাত্রেই বঞ্চিত এবং বৈষম্য ও অসমতার শিকার; দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ বস্তুগত– আত্মিক– আবেগী সম্পদ থেকে বঞ্চিত; যে বঞ্চনা তাদের বেঁচে থাকা–বিকাশ-সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে; যে বঞ্চনা তাদেরকে করে অধিকারহীন। এবং এসব বঞ্চনা-অসমতা তাদের অন্তর্নিহিত

অসীম শক্তি ও ক্ষমতাকে বিকশিত হতে দেয় না– ফলে তারা সমাজের "সম-সদস্য" হতে পারেন না এবং তারা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন না। আর বস্তুগত, আত্মিক ও আবেগী সম্পদ বলতে আমি যা বুঝি তার পরিমাপসমূহ হলো নিম্নরূপ (এ সবের পরিমাপ যতই জটিল অথবা দুরুহ হোক না কেনো):

বস্তুগত (material) সম্পদ = আয়, খাদ্য (সুষম-পুষ্টিসমৃদ্ধ), কর্মসংস্থান (ন্যায্য মজুরি-বেতনসহ), শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা (গুণগত মানসম্পন্ন), খাস জমি-জলা-বনভূমিতে অধিকার, রাষ্ট্রীয় সম্পদে অধিকার;

আত্মিক (spiritual) সম্পদ = উদ্যোগ, জীবনবোধের পরিপূর্ণতা, আকাঙ্ক্ষা, পারস্পরিক সম্পর্ক-সৌহার্দ-সংহতি, আদর্শ মানুষের মডেল;

আবেগী (emotional) সম্পদ= ভালোবাসা-সহমর্মিতা, আস্থা-বিশ্বাস, মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতাবোধ, অন্তর্ভুক্তি, ছিটকে না পড়ার বোধ, বিচ্ছিন্ন না হবার বোধ।

আমার এ বক্তব্যের পাশাপাশি উল্লেখ জরুরি যে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিভাজন সংক্রান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক তেমন কোনো গবেষণা হয়নি অথবা এখনো অন্তত আমার চোখে পড়েনি। অর্থাৎ আমরা জানি না আমাদের দেশে ধনী মানুষের সংখ্যা কত, গরিব কত, মধ্যবিত্ত কত এবং সময়ের নিরিখে তাদের হ্রাস-বৃদ্ধির কি অবস্থা। এ বিবেচনা থেকে এ দেশের মানুষের প্রকৃত আয়, ভূমি মালিকানা এবং কালো-টাকার মালিকানা একীভূত করে জনসংখ্যার শ্রেণি বিভাজনসহ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা হিসেবের একটা চেষ্টা করেছি। আমার হিসেবে ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষই (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ) গরীব মানুষ (দেখুন: সারণি ১ এবং ২০১০ সনের জন্য ধনী-দরিদ্র শ্রেণী পিরামিড-ছক ২)। প্রকৃত অর্থে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে আরো বেশি। কারণ বাজার অর্থনীতিতে যখন দ্রব্যমূল্যসহ জীবন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না এবং প্রকৃত আয় হ্রাস পায় তখন নিম্ন-মধ্যবিত্তদেরকেও আসলে দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হিসেবে গণ্য করা উচিত। এ বিবেচনায় আমার হিসেবে বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ মানুষ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ)-ই দরিদ্র। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যাটি সরকারি হিসেবের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২ শতাংশ নয়– হবে ৮৩ শতাংশ। এই ৮৩ শতাংশ মানুষই নিরন্তর বঞ্চিত, বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার এবং অসমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর ক্রমবর্ধমান অসমতার হিসেব কষলে চিত্রটি হবে আরো ভয়াবহ। কারণ সেক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত চিত্র হবে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের ভাষায় 'Of the

1%, for the 1%, by the 1%' [১০]। বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা হিসেবে দারিদ্র্য এক চক্রাকারে বিবর্তিত হচ্ছে– যে চক্র চূর্ণ করা কঠিন, যে চক্র কাঠামোগত (ছক ৩)। আর সেই সাথে সময়ের নিরিখে আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা এক ধরনের পাইপ যে পাইপে দরিদ্র হিসেবে ঢুকবার পথ বেশি আর বেরুনোর পথ কম (দেখুন ছক ৪)। দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্যের পাইপটি এমন যে একবার ঢুকলে বেরুনো কঠিন; আবার একবার বেরুলে বাইরে থাকাটাও কঠিন (অর্থাৎ আবার ঢুকার সম্ভাবনা অনেক)।

সারণি ১: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিকাশের গতি-প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১০

গ্রাম/শহর	দরিদ্র		মধ্যবিত্ত								ধনী		সর্বমোট	
			নিম্ন		মধ্য		উচ্চ		মোট					
	১৯৮৪	২০১০	১৯৮৪	২০১০	১৯৮৪	২০১০	১৯৮৪	২০১০	১৯৮৪	২০১০	১৯৮৪	২০১০	১৯৮৪	২০১০
গ্রাম (ভূমি মালিকানা ভিত্তিক)														
% গ্রামীণ জনসংখ্যা	৬৩	৭১	১৬.৯	১৬	১১.৬	৮	৪.৭	৩	৩৩.২	২৭	৩.৮	২.০	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫৩	৮০.৯	১৪	১৮.২	১০	৯.২	৪	৩.৪	২.৮	৩০.৮	৩	২.৩৬	৮৪	১১৪
শহর (সম্পদ মূল্যভিত্তিক)														
% শহরের জনসংখ্যা	৪৫	৫০	৩০	২০	২০	১৫	৩	১০	৫৩	৪৫	২	৫	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭	১৮.০	৫	৭.২	৩	৫.৪	০.৫	৩.৬	৮.৫	১৬.২	০.৩	১.৮	১৬	৩৬
মোট (গ্রাম+শহর)														
% মোট জনসংখ্যা	৬০	৬৬	১৯	১৬.৯	১৩	৯.৭	৪.৫	৪.৭	৩৬.৫	৩১.৩	৩.৩	২.৭	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬০	৯৮.৯	১৯	২৫.৪	১৩	১৪.৬	৪.৫	৭.০	৩৬.৫	৪৭.০	৩.৩	৪.১	১০০	১৫০

হিসেবের পদ্ধতিগত বিষয়াদি: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোকে চিহ্নিত করার জন্য সরকারিভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। এক্ষেত্রে দেশের সমাজ কাঠামোর গতি পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির জনসংখ্যা পরিমাণ নির্ধারণে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মানদণ্ড হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বসত ভিটার মালিকানা ও শহরের মানুষের সম্পদের মূল্যমানকে ধরা হয়েছে। শ্রেণিকরণের এই পদ্ধতি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে: গ্রামীণ এলাকায় বিত্তহীন অথবা কম সম্পদশালী শ্রেণি– যাদের জমির পরিমাণ ১০০ শতক পর্যন্ত এবং শহরের যেসব মানুষের মোট সম্পদের দাম ৫ লক্ষ টাকার কম, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে তাদের ধরা হয়েছে; গ্রামের মধ্য-মধ্যবিত্ত বিবেচিত হয়েছে ২৫০-৪৯৯ শতক জমির মালিকরা এবং শহরে ধরা হয়েছে যাদের সম্পদের মূল্য ১০ থেকে ২৯ লক্ষ টাকা; যেসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জমির মালিকানা ১০১ থেকে ২৪৯ শতক এবং শহরের মানুষের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের দাম ৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; গ্রামের যেসব জনগোষ্ঠীর সম্পদের পরিমাণ জমির মালিকানা ৫০০ থেকে ৭৪৯ শতক তারা উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং শহরের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের মূল্য ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ধনী (উচ্চবিত্ত) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৫০ শতক বা তার বেশি জমির মালিকরা এবং শহরের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব সম্পদশালীদের।

[১০] বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে পরবর্তী *মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়* অনুচ্ছেদে।

ছক ২: বাংলাদেশে 'ধনী-দরিদ্র' শ্রেণি পিরামিড, ২০১০
(মোট জনসংখ্যা = ১৫ কোটি)

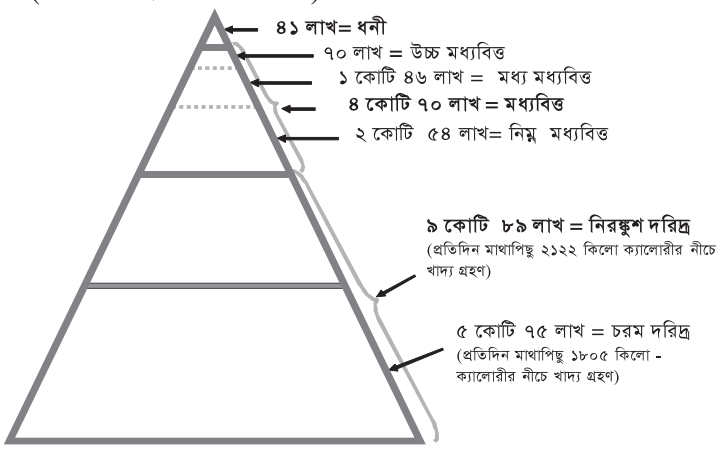

ছক ৩: বঞ্চনা-বৈষম্যের চক্র হিসেবে দারিদ্র্য

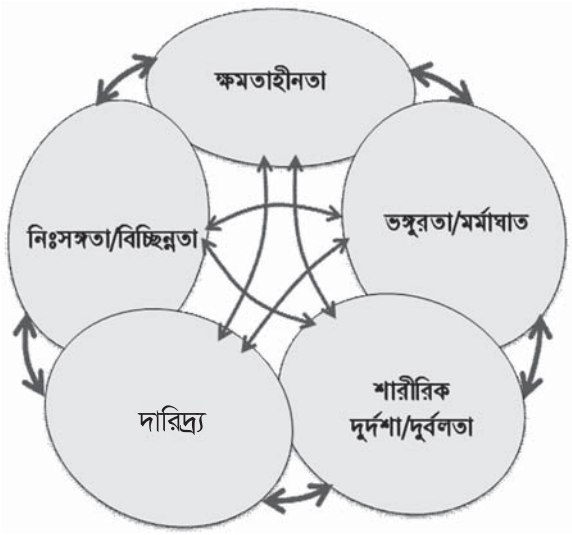

ছক ৪: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা পাইপ: সময়ভিত্তিক ঢুকা-বেরোনো

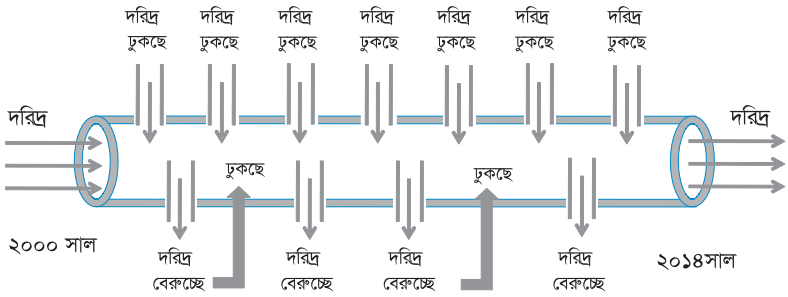

যদি দরিদ্র ঢুকা > দরিদ্র বেরুনো হয়!

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণির পরিবর্তনের গতি-প্রবণতা প্রমাণ করে যে গত ২৫ বছরে (১৯৮৪-২০১০) প্রধানত rent seeking উদ্ভূত অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন[১১] এবং গরীব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারা বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শ্রেণি কাঠামো বদলে দিয়েছে (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের এ ধারাটি গুটি কয়েক ধনীক শ্রেণির হাতে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নয় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের (অর্থাৎ rent seeking)-এর মাধ্যমে বিত্ত, সম্পদ ও ক্ষমতা (wealth, asset and power) পুঞ্জিভূত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টতর করে। যে বিষয়ে অনুরূপ চিত্র পাওয়া যাবে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণে যা পরে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো পরিবর্তন প্রবণতার বৈশিষ্ট্যসূচক চিত্রটিই এমন যা দিয়ে একদিকে প্রমাণ হয় যে প্রধানত 'rent seeking' প্রক্রিয়া নির্ধারক হবার কারণে বৈষম্য-অসমতা হ্রাস পায়নি– বেড়েছে; আর অন্যদিকে এ কাঠামো দিয়ে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক উগ্রতাসহ মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির

[১১] অথবা ইতোমধ্যে যে প্রক্রিয়াকে rent seeking-এর আওতায় বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন পরজীবী শ্রেণি, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, লুটেরা, অনুপার্জিত আয়কারী, দখল-জবরদখলকারী, আত্মসাৎকারী ইত্যাদি।

বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও সম্ভব[১২]। আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি সেগুলি নিম্নরূপ:

১. আমার হিসেবে বাংলাদেশে এখন ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ দরিদ্র (৬৬%), ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির (৩১.৩%) এবং অবশিষ্ট ৪১ লক্ষ মানুষ (২.৭%) ধনী। গত পঁচিশ বছরে (১৯৮৪-২০১০) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি তথাকথিত উন্নয়ন ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। যা অন্যান্য অনেক বিরূপ অভিঘাতসহ এ দেশে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা উৎসাহিত করার ভিত্তি সৃষ্টি ও তা মজবুত করেছে।

২. শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৮ শতাংশ শহরে বাস করেন। গ্রামে বসবাসকারী ৬০ শতাংশ খানা কার্যত ভূমিহীন। ৭০ ভাগ খানাতে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। শতকরা ৬৫ জন মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে কার্যত বঞ্চিত। বাংলাদেশে নগরায়ন মুলত বস্তিয়ায়ন (not urbanization but slumization) অথবা শহুরে জীবনের গ্রামায়ন। এ নগরায়ন আসলে গ্রামের ভূমিহীন-দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষকে গ্রাম থেকে এক ধরনের 'গলাধাক্কা অভিবাসন'-এর পরিণাম মাত্র। এ নগরায়নের পাশাপাশি শিল্পায়ন হয়নি বললেই চলে; যা হয়েছে তা হলো অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দুর্দশা-বঞ্চনা। গ্রাম ও শহরের এই প্রকৃতির দারিদ্র্য ধর্মীয় উগ্রতাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড উৎপত্তির জন্য সহায়ক শক্তভিত্তি।

৩. বিগত ২৫ বছরে (১৯৮৪-২০১০) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ শতাংশ। অথচ বিত্তহীন জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ ৬৫ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা-সাম্প্রদায়িকতাসহ দারিদ্র্য-তাড়িত বিষয়াদির উদ্ভব ও বৃদ্ধির পরিমাণও গত পঁচিশ বছরে আনুপাতিকহারে বেড়েছে। আর এসব সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম 'rent seeking'।

৪. মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারক বর্তমানে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত, ১ কোটি ৪৬ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং অবশিষ্ট ৪৭ লক্ষ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশেষত অস্থির-অস্থিতিশীল নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে সব ধরনের

---

[১২] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, পৃ. ১৩-১৬।

অস্থিতিশীলতাসহ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের মেধাশক্তি গঠিত হয়। এখানেও ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে rent seeking-এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলন।

Rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ স্বার্থ সম্মিলনের ফলে এদেশে শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রেণি কাঠামোর এ পরিবর্তন স্পষ্টভাবেই দেখায় যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান। যা সমাজ কাঠামোতে অনেক ক্ষত সৃষ্টি করেছে এবং একই সাথে তা সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন অস্থিরতাসহ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। উপরের বিশ্লেষণ আরো একটু বিস্তৃত করে যা বলা সম্ভব তা হলো নিম্নরূপঃ

ক. বিগত ২৫ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশই দরিদ্র আর ১৭ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত।

খ. গ্রামের তুলনায় শহরে মধ্যবিত্তের কেন্দ্রীভবন বেশি। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসেবে দেশের মোট মধ্যবিত্তের প্রায় ৬৬ শতাংশের আবাস এখনও গ্রামে (যাদের ৫৯% নিম্নমধ্যবিত্ত)।

গ. বিগত ২৫ বছরে মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৫ লক্ষ (১৯৮৪ সালে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ২০১০ সালে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ)। মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬১ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে। অসমতা সৃষ্টির মাধ্যমে নীচতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ উপর তলায় প্রবাহিত হবার এ এক লক্ষণ মাত্র।

ঘ. বিগত ২৫ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ২৯ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্নবিত্তের বৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশ আর অতীতের নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে অদৃষ্টবাদী।

ঙ. ২০১০ সালে ধনী (উচ্চ শ্রেণি) জনসংখ্যা ৪১ লক্ষ। বিগত ২৫ বছরে নবসংযোজিত ধনীর সংখ্যা ৮ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৮৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ধনিক শ্রেণির বৃদ্ধি হয়েছে ২৪ শতাংশ। বিত্ত-সম্পদ যে পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য-অসমতা বেড়েছে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মোট জনসংখ্যায় আনুপাতিক ধনীর সংখ্যা হ্রাস: ১৯৮৪ সালে ৩.৩ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ২.৭ শতাংশে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায়

> এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্যা-স্বল্পদল সৃষ্টি হয়েছে যারা "সুপার ধনী' (super rich; আর পল ক্রুগম্যানের ভাষায় super-duper-elite)[১৩] অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এদের মধ্যে ১০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনিক শ্রেণির বিত্ত-সম্পদের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এরাই হচ্ছে অর্থনীতির প্রধান 'rent seeker' যাদের সাথে সমস্বার্থ সম্মিলন আছে সরকার ও রাজনীতির (ক্ষমতাসীন রাজনীতির)। আমার মতে এখানেই সেই শেকড় যেখান থেকে সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি হচ্ছে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে (যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আবার যাদের ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার উপরতলার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%'[১৪]। পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্বোচ্চ ধনীদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও (পরে বিশ্লেষিত হয়েছে)। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ– এসবই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অস্থিরতাসহ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাউদ্ভূত উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শক্তিশালী অনুকূল পরিসর সৃষ্টি করেছে।

এখন প্রশ্ন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিয়ে যা বললাম তার ভিত্তিতে আমরা দারিদ্র্য হ্রাস নিয়ে ভাববো, না'কি দারিদ্র্য উচ্ছেদ নিয়ে ভাববো, না'কি দারিদ্র্য হ্রাস ও উচ্ছেদ উভয় নিয়েই ভাববো? এ দেশে এখনও পর্যন্ত কেউই দারিদ্র্য উচ্ছেদের কথা তেমন বলেননি, প্রায় সবাই বলেছেন দারিদ্র্য হ্রাসের কথা।

আগেই বলেছি সংবিধানকে দরিদ্র পরিমাপনের ভিত্তি হিসেবে ধরলে আমাদের "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ" (*অনুচ্ছেদ ৭.১*), তাদের কমপক্ষে

---

[১৩] এসব super-duper-elite-দের বিত্ত-সম্পদের উৎস, প্রবৃদ্ধির হার এবং সংশ্লিষ্ট বৈষম্য-অসমতা নিয়ে পল ক্রুগম্যানের বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত দেখুন: Paul Krugman, 2013. End This Depression Now, pp. 71-90, 109-129.

[১৪] Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, p. xlvi.

৮৩ ভাগ দরিদ্র (বঞ্চিত-বৈষম্য- অসমতাসহ)। কারণ ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে (২০১০ সালের হিসেবে; ছক ৫ দ্রষ্টব্য):

- খাদ্য গ্রহণের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি (*যা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী*)।
- প্রায় ৯ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত (*যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী*)।
- প্রায় ১০ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ বঞ্চিত। আর ৭.৫ কোটি মানুষ সুপেয় পানির অভাবে মরণব্যাধি আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে আছেন (*যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)*
- প্রতিবছর যে ৯ লক্ষ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করেন তার অর্ধেকই পাঁচ বা আরও কম বয়সের শিশু। আরও লজ্জাজনক কথা, ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র্য-উদ্ভূত। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা, ডায়ারিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। উল্লেখ্য, যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে (*সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়*)।
- সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় ৩ কোটি মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার (*সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে*)।
- প্রায় ১০ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত (*অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে*)।
- সীমিত আয়ের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্দশা ক্রমবর্ধমান। এর অন্যতম কারণ দ্রব্যমূল্যের (খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভুত) ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে কিন্তু দরিদ্র মানুষের খাদ্য-পরিভোগ তেমন বৃদ্ধি পায়নি– পুষ্টির কথা বাদই দিলাম। অন্যদিকে বণ্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে (*এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে সাযুজ্যহীন*)।
- দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত (*যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী*)।

- বিরাট এক জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন (যা সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারার পরিপন্থী)।

- ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লক্ষ মানুষের ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করা হয়েছে। এই জবরদখলকারী 'rent seeker'-রা আমাদের জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাধর গোষ্ঠীভুক্ত)। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য – সব দিক থেকেই প্রান্তস্থ[১৫] (*এসব কিছুই সংবিধানের ২৭, ২৮, ও ৪১ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী*)।

ছক ৫: বাংলাদেশে সাংবিধানিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা, ২০১০
(২০১০-এর মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে)

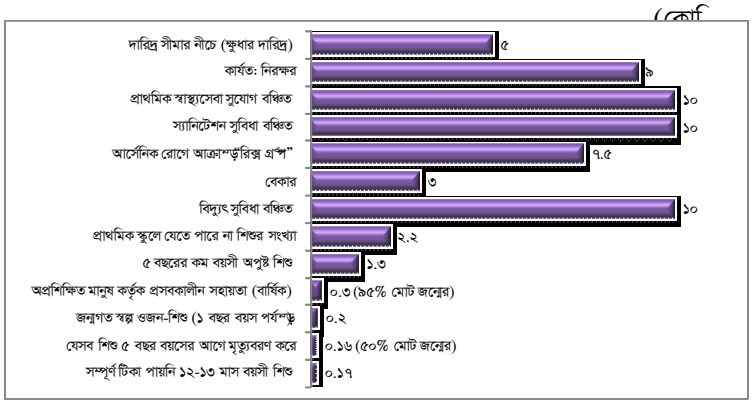

সংবিধান দারিদ্র্যদূরীকরণে (বৈষম্য-অসমতা দূর করাসহ) যা নিশ্চিত করার কথা বলছে আর বাস্তবে 'rent seeker'-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের স্বার্থ সম্মিলনের যে চরিত্র-কাঠামো দেখছি তা চলতে থাকলে এদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-

[১৫] বিস্তরিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৪. বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি।

অসমতা কখনও দূর হবে না।[১৬] বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ডে হয় মৌলিক পরিবর্তন নয়তো সংবিধানের ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদের আমূল সংশোধন জরুরি (সে ক্ষেত্রে সংবিধানের অন্যান্য ১০৬-টি অনুচ্ছেদেও বিভিন্ন মাত্রায় সংশোধন করতে হবে)। আমার মতে এক্ষেত্রে মধ্যপথের অবকাশ নেই (যদিও আমরা অনেকেই ঝামেলা মুক্ত হতে মধ্যপথকে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করি)। তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি, তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলবো কি'না যে, এ বিষয়ে সংবিধান কার্যকরী নয়? বিষয়টি ভাবনার– গভীর ভাবনার!

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. নিকোলাস স্টার্ন কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমার টেবিলে দারিদ্র্য উচ্ছেদ (alleviation অর্থে) শিরোনামে কোনও কিছু এলে আমি সেটা waste paper basket-এ ছুড়ে ফেলে দিই"। অর্থাৎ তার মতে দারিদ্র্য উচ্ছেদ সম্ভব নয়। বক্তব্যটি আমার কাছে অর্থনীতিবিদদের দারিদ্র্য বিষয়ক দর্শনচিন্তারই দারিদ্র্য বলে মনে হয়। আমার মতে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও দারিদ্র্য হ্রাস– ধারণাগত দিক থেকে উভয়ই সঠিক। আসলে দারিদ্র্যের মাত্রা দু'টো– নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য (absolute poverty) আর আপেক্ষিক বা তুলনামূলক দারিদ্র্য (relative poverty)। আমি মনে করি, মাথাপিছু দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরির নীচে খাদ্য ভোগ যদি নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের একটা মাপিকাঠি হয়েই থাকে, সেক্ষেত্রে এ মুহূর্তেই বাংলাদেশ থেকে নিরঙ্কুশ দারিদ্র– হ্রাস নয় উচ্ছেদই সম্ভব। কারণ আমরা এখন যে পরিমাণ খাদ্য শস্য (ধান, গম, ডাল, ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদি) উৎপাদন করি সেটাকে মোট কিলোক্যালরিতে রূপান্তর করে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে মাথাপিছু দৈনিক কমপক্ষে তিন হাজার কিলোক্যালরি অথচ নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে প্রয়োজন মাথাপিছু দৈনিক ২,১২৩ কিলোক্যালরি। সহজ এই পাটিগণিত বাস্তবে কাজ না করার প্রধান কারণ হল বণ্টন-বৈষম্য[১৭] আর

---

[১৬] তবে এখন থেকে দু'বছর আগেও আমিই বলেছিলাম সবকিছু যেভাবে চলছে তাতে মৌলিক চাহিদা পদ্ধতিতে জাতীয় ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনে সময় লাগবে ২০০-৩০০ বছর। বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, "বাংলাদেশে দারিদ্র চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট", শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা ২০১২, পৃ. ১১; আবুল বারকাত, ২০০৬, "একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি", পৃ. ৬, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী, ১৫ জুলাই ২০০৬।

[১৭] এ বণ্টন বৈষম্যটি এমনই যে যে যতবেশি পরিশ্রম করবেন তিনি তত দরিদ্র হবেন, আর বিপরীতে সম্পদ সৃষ্টিতে কোনরকম ভূমিকা না রেখেই কেউ কেউ বিত্তবান-সম্পদশালী হয়ে যাবেন (অর্থাৎ rent seeker); এ বৈষম্যটি এমনই যা সবার জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির বিপরীতে কাজ করে যা বৈষম্য আরো বাড়ায়; এ বণ্টন বৈষম্যটি এমনই যে কৃষক আলু উৎপাদন করবেন এবং তা রাস্তায় ফেলে দেবেন; গৃহস্থ দুধেল গাই পুষবেন আর দুধ পানিতে অথবা রাস্তায় ঢেলে ফেলবেন; বিশ্ববাজারে ভোজ্য তেলের মূল্য কমবে কিন্তু আমাদের এখানে দাম বাড়বে ইত্যাদি। বিষয়টি পরে '*মূল্য সিন্ডিকেট ও বাজার সন্ত্রাস*' অনুচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট অসমতা যার মূলে আছে rent seeker-দের সাথে তাদেরই অধীনস্থ রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলন। আর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ বৈষম্য রাষ্ট্রের মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ, বলা হচ্ছে "*বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ*"। আসলে মূলনীতি শীর্ষক সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত *অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা*, ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত *মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের বিধানসহ কৃষি সংস্কার* (agrarian reform) ও *অন্যান্য জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড* (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি) ছাড়া বণ্টন বৈষম্য রোধের প্রকৃত কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে বাজার অর্থনীতির কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট তত্ত্বগত প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইতোমধ্যে *শেকড়ে rent seeking* অনুচ্ছেদে এবং পরবর্তী "*মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়*" শিরোনাম অনুচ্ছেদে।

আসা যাক আপেক্ষিক দারিদ্র্যের বিষয়ে। নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের বিপরীতে আপেক্ষিক দারিদ্র্য উচ্ছেদ বা নির্মূল সম্ভব নয়, হ্রাস সম্ভব। কারণ বিষয়টি তুলনামূলক। এক শ্রেণিতে পাঠরত দু'জনের পরীক্ষার ফল (অথবা অভিজ্ঞান-মাত্রা) ভিন্ন হয় বিভিন্ন কারণে। আবার দু'জনের ফল ভিন্ন হতে বাধ্য– এ কথাও অসত্য হতে পারে। দু'জনের প্রথমজন যদি জন্মসূত্রে স্বল্প ওজনের (low birth weight) এবং সেই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টিবাহিত হয় (গবেষকেরা বলেন জন্ম প্রক্রিয়ার দু'বছরের মধ্যে মস্তিষ্ক কোষের মূল বিকাশ ঘটে থাকে) আর দ্বিতীয়জন যদি ঠিক উল্টো বৈশিষ্ট্যের হয়, তাহলে দু'জনের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হবে। আর দু'জনেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হলে অর্থাৎ প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করলে তুলনামূলক ফল কি ভিন্ন হবে? আমাদের দারিদ্র্য গবেষকেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান বলে আমার জানা নেই। তবে আমার বিশ্বাস, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরীক্ষার ফল (অথবা অভিজ্ঞান-মাত্রা) বিষয়ক দারিদ্র্য হ্রাস নয়, উচ্ছেদই সম্ভব। সুতরাং, সামাজিক বৈষম্য-অবৈষম্যের বিচারে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য আপেক্ষিক আর আপেক্ষিক (বা তুলনামূলক) দারিদ্র্য নিরঙ্কুশ। নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক দারিদ্র্যের মর্মার্থ অনুধাবনে বিষয়টি আমাদের দারিদ্র্যাবস্থা বিশ্লেষণ ও দারিদ্র্য উচ্ছেদ (নির্মূল) এবং/অথবা দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা জরুরি।

একদিকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা আর অন্যদিকে মানব (মানবিক) উন্নয়ন সম্ভাবনার গতি বৃদ্ধি– এ দু'টো যে পরস্পর সম্পর্কিত এ বিষয়েও আমাদের চিন্তা কাঠামোতে যথেষ্ট ভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়। সরকার ও দাতাগোষ্ঠী প্রায়শই আমাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, উন্নয়ন হলে দারিদ্র্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কমে যাবে। বিষয়টি উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধির চুইয়ে পড়া তত্ত্ব (trickle down theory) হিসেবে পরিচিত। এ বিষয়ে আমি আদৌ একমত নই; এ তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমি মনে করি উল্টো– দারিদ্র্য উচ্ছেদ হলে উন্নয়ন হবে অথবা দারিদ্র্য উচ্ছেদ টেকসই উন্নয়নের প্রধান পূর্ব

শর্ত। আসলে উন্নয়ন বলতে সরকার ও দাতাগোষ্ঠী যা বুঝিয়ে থাকেন সে অর্থে তা হবে না। তারা উন্নয়ন বলতে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বুঝিয়ে থাকেন দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেনো। এসব প্রবৃদ্ধির উৎস যাই হোক না কেন এবং প্রবৃদ্ধির ফল যেখানেই যাক না কেন– তাতে ওদের মাথাব্যথা নেই। অথচ আমি অন্তত ১০০টি দেশের নাম উল্লেখ করতে পারি যে সব দেশে এসব মাপকাঠিতে উন্নয়ন হলেও সেই সঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাস পায়নি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে খুব জোর দিয়েই বলতে চাই যে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পরিমাপক নয়। (বিষয়টি আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি পরবর্তী '*মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়*' অনুচ্ছেদে)।

সুতরাং সব কিছু বিশ্লেষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস *দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট 'উন্নয়ন'*-এর নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন। যে সংজ্ঞা *বৈষম্য-হ্রাসকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার* কথা বলবে। যেখানে উন্নয়ন হবে এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice) নিশ্চিত করবে, সম্প্রসারিত করবে, বিস্তৃত করবে। এ অর্থে উন্নয়ন হতে হবে স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়া (freedom-mediated process) যেখানে অধিকার হিসেবে জনগণের জন্য পাঁচ ধরনের চয়ন-স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে: অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunity), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা (guarantee of transparency), ও সুরক্ষার বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (protective security)।[১৮] উন্নয়ন দর্শন কৌশল যদি এসব স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র তখনই উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচিত হবে অথবা দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে কাজ করবে। মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনটি হতে হবে *দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন দর্শন* (home grown development philosophy) যে দর্শনের মূল ভিত্তি-বিষয়সমূহ হবে–পূর্ণাঙ্গ জীবন বিনির্মাণে সবার সম-সুযোগের নিশ্চয়তা; বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ (বঞ্চিত, নিঃস্ব, দুস্থ, দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃখী মানুষ); মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগের নিশ্চয়তা; মানুষ নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করেন সে লক্ষ্যে সুযোগের সম্প্রসারণ; অ-স্বাধীনতার সব উৎসমুখ বন্ধ করা; সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন; মানুষের অসীম সক্ষমতা বৃদ্ধির সব পথ সম্প্রসারণ; বঞ্চনার-চক্র ভেঙ্গে ফেলা; বৈষম্য-অসমতা নিরসন এবং মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা। এসবের সাথে প্রস্তাবিত দেশের মাটি-উত্থিত স্বদেশি উন্নয়ন দর্শনে rent seeker-দের রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং rent seeking প্রক্রিয়াকে চিরতরে নির্মূল করার ব্যবস্থা করতে হবে।

---

[১৮] বিস্তারিত দেখুন: Amartya Sen, 1999. Development As Freedom, pp. 10, 38-40.

মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বৈষম্য-অসমতা নিরসন হবে উন্নয়নের লক্ষ্য, উপলক্ষ নয় (যেটা প্রচলিত চিন্তায় ঠিক উল্টো)।

কেন যেন আমাদের মত *উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, দরিদ্র* দেশ নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ(?) মাত্রাতিরিক্ত ভাবেন(!)। এদের মধ্যে যারা খুব বেশি ভাবেন তারা প্রায় সবাই ধনীদেশের নেতা অথবা তাদেরই প্রতিনিধি। তারা কিন্তু তাদের দেশের rent seeker-দের সম্পর্কে তেমন টু শব্দটি করেন না; নিজ দেশের বৈষম্য-অসমতা নিয়ে কার্যকর ভাবনা নেই তাদের। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ(?) ২০১৫ সাল নাগাদ কি হবে এ নিয়ে '*সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য*' (Millennium Development Goals, MDG) শিরোনামে ১৯৯৯ সালে ভাবনা শুরু করেছেন; আর ২০১৫ সাল যতই কাছে আসছে ততই নতুন ভাবনা শুরু করেছেন যার শিরোনাম দিয়েছেন '*টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য*' (Sustainable Development Goals, SDG)। MDG-র প্রথম লক্ষ্য হল "চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা" (২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা)। জাতিসংঘের MDG-তে যেহেতু রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষর করেছি সেহেতু আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে শুরু করে দেশের সংশ্লিষ্ট যে কোনো ফোরামে আমরা দারিদ্র্য-ক্ষুধা "নির্মূল বা উচ্ছেদের" কথা জোরেশোরেই বলতে পারি। সেই সাথে অবশ্যই আমাদের বলতে হবে যে জাতিসংঘে যখন আমরা "দারিদ্র্য নির্মূল"-এ স্বাক্ষর করলাম তখন দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্রে (PRSP) অথবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে কেন "দারিদ্র্য হ্রাসের" কথা বলছি। 'নির্মূল' ও 'হ্রাস' তো এক কথা নয়। এ দ্বৈততা কেন? একি নেহায়েত দ্বৈততা না'কি কমিটমেন্ট-এর অভাব; প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার অভাব? এ বিষয়ে জোরে কথা বলে কী হবে তা জানি না, তবে যুক্তি থাকলে উচ্চকণ্ঠ হতে অসুবিধা কোথায়? বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক।

সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র অথবা পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে আমরা দু'ভাবে ভাবতে পারি: প্রথমত: এ দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যা কিছু দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজন ছিল অথচ "উন্নয়ন নীতি-কৌশল দলিলে" স্থান করে নিতে পারেনি তা চিহ্নিত করা এবং উচ্চস্বরে বলা। যেমন দেশে ২ কোটি বিঘার বেশি যে খাস জমি ও জলা আছে তা কিভাবে দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যাতে রূপান্তরিত হবে (?); অথবা দরিদ্র বেকারদের (প্রধানত যুব দারিদ্র্য) কি হবে (?); অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কল-কারখানা খোলা নিয়ে ভাবনাটা কি(?); অথবা গত ৩৫ বছরে বিদেশি ঋণ-অনুদানের প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার লুটপাট, আর প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকার কি হবে(?); উন্নয়ন বিরোধী সব ধরনের-সব রূপের 'rent seeker'-দের নিরস্ত্র করা যাবে কিভাবে(?) ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র অথবা পাঁচসালা পরিকল্পনায় এমন কি আছে যা দিয়ে দরিদ্র মানুষ বুঝবে যে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে (?); বাস্তবায়ন কৌশলগুলো কী এবং তাতে দরিদ্র

মানুষ কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন? এক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখী অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'নিজস্ব-দেশজ (home grown)' বিস্তারিত দারিদ্র্য-বৈষম্যহ্রাসমুখী উন্নয়ন দর্শন ও নীতি-কৌশল প্রণয়ন করে সেটা প্রচার করা এবং যুক্তি থাকলে তা গ্রহণে নাগরিক সমাজ ও সরকারকে পরামর্শ দেয়া; প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করা এবং তা অব্যাহত রাখা। আমাদের 'নিজস্ব-দেশজ দারিদ্র্য নির্মূল/বিমোচন কৌশল দলিল' প্রণয়ন এ জন্যও দরকার যে সরকারের তথাকথিত 'দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র' রচিত হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ[১৯]-এর কনসেশনাল ঋণ পাবার পূর্ব শর্ত হিসেবে যা এ দেশের 'মাটি থেকে উত্থিত' (home grown) উন্নয়ন নীতি-কৌশলের রূপরেখা নয়। এদেশের দরিদ্র মানুষের নিজস্ব 'দারিদ্র্য বিমোচন নীতি-কৌশল দলিল' প্রণয়ন কোন জোর জবরদস্তির বিষয় নয়– এটা দেশের মানুষের সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করার নীতি-কৌশল হিসেবেই ভাবতে হবে। ভাবনা যদি তাইই হয় তাহলে নিজস্ব অর্থে পদ্মাসেতু বিনির্মাণে বাধা কোথায়[২০]; বাধা কোথায় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে; বাধা কোথায় সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনঃগঠনে-পুনঃচালুকরণে; বাধা কোথায় সবার জন্য সরকারিভাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চমানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ অন্তত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে? আমার ধারণায় এসবে মূল বাধা হলো আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক rent seeker গোষ্ঠীর সম-স্বার্থ; আমাদের পরনির্ভরশীলতা ঐ গোষ্ঠীর অস্তিত্বের শক্তি বৃদ্ধি করে, আর উল্টোটা তাদের অস্তিত্বের উপর হুমকি যে কারণেই তারা প্রায়শই একটি কৌশল অবলম্বন করেন যার নাম FUD (fear বা ভীতি; uncertainty বা অনিশ্চয়তা; doubt বা সন্দেহ)।

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন লক্ষ্যে 'উন্নয়ন'-এর রূপরেখা ও কৌশলাদি কেমন হবে বিষয়টি সত্যিকার অর্থে এখনও পর্যন্ত আমাদের বেশ অজানা। শুধু দারিদ্র্যের মর্মবস্তুর নিরিখেই নয়, দারিদ্র্য-বিমোচন লক্ষ্যের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কেমন হতে পারে, এ বিষয়েও আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বল বলে আমি মনে করি। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিষয়ক কোন জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) অস্তিত্ব এ দেশে আছে কি'না, সে বিষয়েও আমি সন্দিহান। তবে নিরাশ নই আশাবাদী, কারণ এসব নিয়ে চিন্তা-পুনঃচিন্তার পরিবেশটা অন্তত সৃষ্টি হয়েছে।

---

[১৯] আন্তর্জাতি মুদ্রা তহবিল বা IMF-কে আমরা সবাই অর্থনৈতিক সংস্থা হিসেবেই জানি। কিন্তু IMF নিয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ-এর একটি ছোট্ট বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন 'The IMF is a political institution' (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: Stiglitz, Joseph. E, 2002. Globalization and Its Discontents, pp. 166-179)।

[২০] বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই, ২০১২।

বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন-উদ্দিষ্ট rent seeking-সহ দুর্বৃত্তায়নই দারিদ্র্যের উৎস

আমার দৃঢ় বিশ্বাস– এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের যুক্তিসংগত তেমন কোনো কারণ নেই যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তৃতি, মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা এখন যা এবং যে দিকে এগুচ্ছে, প্রবণতার চাকাটি তার উল্টো দিকে আনতে হবে। আর সেটাই হবে আমাদের সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশক। স্বাধীনতার পরে বিশেষত: ১৯৭৫ পরবর্তী বিগত প্রায় চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে উত্তরোত্তর অধিক হারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন (production and reproduction of poverty-disparity-inequality) হয়েছে। দারিদ্র্যের উৎস– বৈষম্য ও অসমতার বিকাশ হয়েছে অবারিত। বৈষম্য সৃষ্টির উৎসসমূহে কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা-সংস্কৃতি– সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এ লুণ্ঠনকারীরাই হলেন rent seekers। যারা আসলে সম্পদ সৃষ্টি করেন না; তারা সরকার ও ক্ষমতার রাজনীতি ব্যবহার করে অন্যের সম্পদ হরণ করেন (ইতোমধ্যে বিষয়টি *শেকড়ে rent seeking* অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। এ লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, জবর দখল (ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু), সন্ত্রাস, পেশি-শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি অনিয়ম, অযৌক্তিক পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন কোটা, উপহার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তির অপব্যবহার, একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি, কু-আইন, সু-আইন বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি। পুঁজিবাদ বিকাশে *লুণ্ঠন* নিয়ামক ভূমিকা পালন করে কিন্তু এদেশে উল্লেখিত আত্মঘাতি লুণ্ঠন প্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে– তা না হ'লে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ হবে কেন? কেন বন্ধ হয়েছে মৌলিক ভারী শিল্প? কেন রাষ্ট্রীয় উৎপাদনি প্রতিষ্ঠান পানির দরে বিক্রি হয়ে যায়? কেন বিরাষ্ট্রিয়করণকে সর্বরোগের নিরাময় বলা হয়? কারা এসব প্রেসক্রিপশন দেন? কেনই বা নির্বিচার তাদের কথা শুনতে আমরা বাধ্য হই?

স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৫ পরবর্তী অর্থনীতির হরিলুট (অর্থাৎ rent seeking)– বৈষম্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে এবং তা অব্যহত আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে "দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে" (criminalization trap) পড়েছে এবং তা থেকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদিত হচ্ছে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচিত হবে না। কারণ বাস্তব অবস্থাটা আসলে বাজার-রাজনীতি-সরকারের সাথে দুর্বৃত্ত– rent seekers-দের এক অশুভ স্বার্থ-সম্মিলনের প্রতিফল মাত্র। দুর্বৃত্তায়নের দৃশ্যমান বিষয়টি নিম্নরূপ:

- গত চল্লিশ বছরে সরকারিভাবে যে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে, তার ৭৫ ভাগ লুণ্ঠন করেছে অর্থনীতি–রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীন দরিদ্র্যের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বৃত্ত-লুটেরাদের সাথে বাজার-অর্থনীতি-রাজনীতি-সরকার-এর সমস্বার্থের সম্মিলনই এ অবস্থার স্রষ্টা। এ সমীকরণের বাইরের অন্যান্য অনেক উপাদানই বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবক হতে পারে তবে নিয়ামক নয়।

- অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করছে। দুর্বৃত্তায়নের এ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে এখন নবসংযোজন হয়েছে গণমাধ্যম দখল।

- ক্ষমতাবানেরা এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন। এ বিত্তের প্রধান উৎস rent seeking (যা আগে ও পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। এ পুঁজি শুধু অনুৎপাদনশীলই নয়, তা 'সৃষ্ট'ও নয় (not created)- এ বিত্ত হরণকৃত। উৎপাদনশীল বিনিয়োগে এর তেমন আগ্রহ নেই। আর যদি থেকেও থাকে তাহলে শুধু সেক্ষেত্রে যেখানে আরো বেশি rent seeking হতে পারে অথবা rent seeking সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য বিপত্তি এড়ানো যায়।

- ক্ষমতাবানেরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুষ্টচক্রে বছরে এখন ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয়, আর অর্থমন্ত্রণালয়ের হিসেবে জিডিপির ৪০-৮৫ শতাংশের সমপরিমাণ হবে কালো টাকার পরিমাণ (অর্থাৎ মোট ৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত)। এ বলয়ে যাদের অবস্থান, তারাই আবার ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুণ্ঠন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়িত। এরাই বছরে কমপক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার (money laundering) করছেন; এরাই অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এক ধরনের স্থবিরতা সৃষ্টি করেছেন যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন অসম্ভব। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড দুরূহ করছেন। এরাই সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টি করছেন ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও অসমতা।

- দেখা গেছে দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যত না মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে লুণ্ঠনের খাতকে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব, তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে অপ্রয়োজনীয় অনেক খাতে। বাজেট ঘাটতি হবে অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আর যাই হোক দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট নয়। এখানেও ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির রাজনৈতিক অর্থনীতি দৃশ্যমান।

- ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে যা উত্তরোত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য-বৈষম্য বৃদ্ধি করছে (যার সবগুলি *সংবিধানের* ১১, ২৬-২৯, ৩১-৩২, *৩৫-৪১, ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদসমূহের পরিপন্থী*)। এসবই ঘটছে rent seeker-দের সাথে ক্ষমতার রাজনীতি ও সরকারের অশুভ স্বার্থ সম্মিলনের কারণে। এসবের পুঞ্জীভূত রূপটি এমন–

> যেখানে নির্বাচন মানেই বড় মাপের আর্থিক বিনিয়োগ এবং কালোটাকার প্রতিযোগিতা; যেখানে সন্ত্রাস-সহিংসতা অনিবার্য ও নৈমিত্তিক বিষয়; যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমাননা সাধারণ নিয়ম; যেখানে সরকারি গণমাধ্যম মানেই স্তুতি প্রচারের যন্ত্র; যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি নেহায়েতই টোকেনইজম (স্লোগান); যেখানে সুশাসন বিষয়টি অতিমাত্রায় উচ্চারিত কিন্তু প্রকৃতই মূল্যহীন; যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেহায়েতই কাগুজে; যেখানে মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনাকেন্দ্রিক ব্যবসা সবচে' লাভজনক; যেখানে গরীব-নিম্নবিত্ত মানুষ অন্যায় দেখলেও একধরণের 'নীরবে সহ্য করার সংস্কৃতিতে' (culture of silence) অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ (কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন) অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হিস্যা উত্তরোত্তর কমেছে, আর ধনীদের বেড়েছে– ধনী-দরিদ্র ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের একথা সরকারিভাবেই স্বীকৃত। আমার হিসেবে গত ৪০ বছরে এ দেশে বিভিন্ন মানদণ্ডে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে বেড়ে এখন ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। আগেই বলেছি বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় নিকট অতীতের দরিদ্ররা দরিদ্রই

থাকছেন, আর নিম্নবিত্ত হচ্ছেন দরিদ্র, সেই সাথে মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন।

গত চার দশকে এ দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামোতে আর্থ-সামাজিক বিকাশের মূল প্রবণতা হ'ল: ২০ লক্ষ[২১] দুর্বৃত্ত (প্রধানত rent seekers) ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোর মধ্যে জিম্মি করে রেখেছে। ক্ষমতাধর সংখ্যাস্বল্প দুর্বৃত্ত ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার ক্ষমতাহীন সংখ্যাগুরু এ দু'টি ধারা স্পষ্টতই বিরাজ করছে। Rent seeker-দের নিয়ামক ভূমিকার পরিণাম হিসেবে গত চার দশকের আর্থ-সামাজিক 'উন্নয়নের' খেরোখাতা (balance sheet) (সারণি ২ দ্রষ্টব্য) যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও মানব উন্নয়ন বিরোধী সেগুলো উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; বাজার অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দর্শন ও প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। 'উন্নয়নের' খেরোখাতা দেখাচ্ছে যে, যা বৃদ্ধি পেলে সকলের জন্যই মঙ্গল হতো, তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে, আর যা হ্রাস পেলে ভাল হত, তা দ্রুতহারে বেড়েছে।

গত চার দশকে কিছু মানুষ সম্পদ সৃষ্টি না করেই অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়েছেন (আর নিঃস্ব মানুষ আশ্রয় খোঁজেন); সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় (rent seeking) অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা-বৈষম্য-অসমতা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি, কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। সেই সাথে বেড়েছে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; বেড়েছে

---

[২১] উল্লেখ্য যে সারণি ১-এ ২০১০ সালের হিসেবে দেখানো হয়েছে এ দেশে ধনীদের (উচ্চ শ্রেণির) সংখ্যা ৪১ লক্ষ। আর এখানে বলছি ২০ লক্ষ। দু'টোই ঠিক। কারণ সব ধনীই দুর্বৃত্ত নন তবে সব দুর্বৃত্তই ধনী। আবার বিশ্লেষণে একথাও বলেছি যে ধনিক শ্রেণির ১০ শতাংশ (২০ শতাংশও হতে পারে) 'সুপার ধনী' যারা সবাই rent seeker এবং রাজনীতি ও সরকার তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন; এ এক অশুভ সমস্বার্থ গোষ্ঠী। অর্থাৎ ১৫ কোটি মানুষের দেশে সুপার ধনীর সংখ্যা হতে পারে ৪ থেকে ৮ লক্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ পরিবার (খানা) (যেখানে বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটির কিছু বেশি)।

দারিদ্র্য-উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভূত নিঃস্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা; বেড়েছে ধর্ম-ব্যবসা, পীর-ফকিরের সংখ্যা, জ্যোতিষির সংখ্যা, ভাগ্যবিশ্বাস, ধর্মের নামে সহিংসতা, আর কমেছে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিজ্ঞান চর্চা, ধর্ম নিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রাদায়িক মানস কাঠামো– এক কথায় সুপ্রশস্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভিত্তি।

অর্থাৎ rent seeker-দের সাথে তাদের অধীনস্থ রাজনীতি ও সরকার শুধুমাত্র সমাজে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাই বৃদ্ধি করেনি সেইসাথে জ্ঞানজগৎসহ সাংস্কৃতিক জগতের সাম্প্রদায়িকীকরণে অন্যতম প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। এতক্ষণ যা বললাম সেসবের পাশাপাশি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ মৌলবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে: গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীর মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩,০০০ টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫,০০০ টাকা। মনে রাখা খুবই জরুরি যে, বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র (যার মোট সংখ্যা হবে ৮০ লক্ষ); দেশে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা হবে ৫৫,০০০-এর বেশি, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশ কওমি মাদ্রাসা; এসব মাদ্রাসা পরিচালনে বছরে ব্যয় হয় আনুমানিক ১,৪০০ কোটি টাকা, আর মাদ্রাসা পাশদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭৫ শতাংশ।[২২] শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। আর rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পন্থা-পদ্ধতিকে নিয়ামক ভূমিকায় রেখে ঐ প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মকাণ্ডটিও সম্ভব নয় কারণ ওদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলনটি দুর্ভেদ্য এবং শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ rent seeker-দের উদ্দেশ্য সফল করার মাধ্যম হিসেবেই কাজ করে।

---

[২২] বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat et al., 2011. Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact, pp. 257-268.

সারণি ২: বাংলাদেশে rent seeking সৃষ্ট বৈষম্য-অসমতার গতি-প্রবণতার গত চার দশকের খেরোখাতা

বৃদ্ধির প্রবণতা	হ্রাসের প্রবণতা
কালো অর্থনীতি/কালো টাকা, লুণ্ঠন, আত্মসাৎ, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, হুণ্ডি, দখল-জবরদখল, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন, খুন, জখম, রাহাজানি	শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত; জাতীয় পুঁজির বিকাশ; শিল্পায়ন; সাধারণ মানুষের মানবিক জীবন পরিচালন-সক্ষমতা; কর্মসংস্থান; কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা
কোটিপতি ও ভিক্ষুক/নিঃস্বায়িত মানুষ; জোরপূর্বক ভূমি-জলাশয়-বন দখল; নতুন গাড়ি-ফ্ল্যাট ও ভিক্ষাবৃত্তির নবতর কৌশল; যাকাতের কাপড় সংগ্রহে মৃতের সংখ্যা; শৈত্যপ্রবাহ ও গ্রীষ্মদাহে অসুস্থ ও মৃতের সংখ্যা	অর্থনৈতিক সুযোগ; কর্মসংস্থানের সুযোগ (মানব উন্নয়নের অন্যতম শর্ত); রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা/ মালিকানা
গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ; বস্তিবাসীর সংখ্যা; ইনফর্মাল সেক্টর; নিউক্লিয়ার পরিবার; শিশু-মহিলা, যুবক ও প্রবীণদের দুর্দশা-বঞ্চনা	ভূমিহীনতা ও গ্রামে কর্মসংস্থান; প্রকৃত আয়/মজুরি; সম্প্রসারিত (বর্ধিত) একান্নবর্তি পরিবার
বৈধ-অবৈধ আমদানি ও রপ্তানি; অনুপার্জিত আয়; ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন	মানবশক্তি ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; জাতীয় পুঁজির শিল্পখাতে বিকাশ; অণু, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ
বৈদেশিক ঋণ-অনুদান প্রকল্প; এনজিও কার্যক্রম	দেশজ ও স্থানীয় উদ্যোগ; স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রণোদনা ও আগ্রহ; সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ
তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও যোগাযোগ; কম্পিউটার ও ব্যবসা শাস্ত্রের ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ বিজ্ঞান চর্চা; প্রযুক্তিগত ভিত্তি ; বিজ্ঞান ও দর্শনের ছাত্র সংখ্যা
ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা (ইংরেজি মিডিয়ামসহ); শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার গুণগতমান; শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রদতা; মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
ধর্ম ব্যবসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পীর-ফকিরের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মের নামে সহিংসতা, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রকাশ ; ভাগ্য বিশ্বাস; জ্যোতিষির সংখ্যা	ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সম-শ্রদ্ধাবোধ; বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান; বিজ্ঞান মনস্কতা; বিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধারণ তর্ক-বিতর্ক-আলোচনাসভা; সুস্থ জীবনবোধ; ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো
ব্যয়বহুল বেসরকারি ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার; দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র্য উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ; চিকিৎসা ব্যয়; চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভূত নিঃস্বায়ন	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো; সরকারি স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসার মান; স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়; সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা
অপসংস্কৃতি চর্চা; অপ-সংস্কৃতি শ্রবণ-দর্শনে সময়ের অপচয়; মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস-অনাস্থা	দেশজ সংস্কৃতির চর্চা; সংহতি বোধ; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; মানবিক মূল্যবোধ
রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; রাজনীতিবিদদের দালালি; রাজনীতিকে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা; স্বৈরশাসন; জনকল্যাণকামী ধারার রাজনৈতিক চেতনার চাহিদা	জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ; জ্ঞান ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি; রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

Rent seeking সৃষ্ট আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও বৈষম্য-অসমতার গতি-প্রবণতা প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ উপসংহারে উপনীত হবার আগে বলা প্রয়োজন যে দারিদ্র্যের কয়েকটি নতুন মাত্রা সম্পর্কে এদেশে খুব কমই ভাবা হয়। এসব নতুন রূপের মধ্যে অন্যতম শিশু-দারিদ্র্য, যুব-দারিদ্র্য, প্রবীণ-দারিদ্র্য। এসব নিয়ে এদেশে এখনও পর্যন্ত তেমন কার্যকর কোনো ভাবনা-চিন্তা করা হয়নি বললেই চলে। বাংলাদেশে শিশু দারিদ্র্যের মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা সামগ্রিক দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি[২৩]। যুবকদের বিশাল অংশ– স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে– বেকার। আর যুব-বেকারত্ব সৃষ্টি করছে বিশাল এক বাহিনী যা ব্যবহার করছেন সব ধরনের rent seeker-রা, কালোটাকার মালিক, রাজনীতিবিদ, সরকার এবং ধর্ম-ভিত্তিক জঙ্গীরা[২৪]। যুবদারিদ্র্য উদ্ভূত নিরাশা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ধরনের নবতর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অস্থিরতা। যুবদারিদ্র্য নিয়ে বাণিজ্য এখন অনেকের জন্য বেশ লাভজনক। গণজাগরণ মঞ্চের ঐতিহাসিক যুব জাগরণের পরেও কি যুবদারিদ্র্য বিষয়ে আমরা নিশ্চুপ থাকবো? বিষয়টি নিয়ে স্ব-স্বার্থেই rent seeker-দের ভাবতে হবে। দারিদ্র্যের নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও (যাদের বয়স ৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশি)। একদিকে গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া (অধিকহারে একক পরিবার সৃষ্টি) আর অন্যদিকে প্রবীণদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অনিশ্চয়তার ফলে ক্রমবর্ধমান হারে সৃষ্টি হচ্ছে বয়স্ক-দারিদ্র্য[২৫]। মনে রাখা জরুরি যে আজকের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রবীণেরা ২০ বছর পরে জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশে উন্নিত হবেন। কে ভাবছে তাদের কথা? আমাদের দারিদ্র্যাবস্থা নিরূপণে দারিদ্র্যের এ তিনটি নতুন রূপ– শিশু দারিদ্র্য, যুবদারিদ্র্য ও বয়স্ক দারিদ্র্য– নিশ্চিতভাবেই উপেক্ষিত। এসব নিয়ে হয়তো বা দু'একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো বা আরও প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। হয়তো বা আরো এগিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি অথবা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় জীবনচক্র সহায়তা তত্ত্ব বাস্তবায়নের প্রয়াস নেয়া হবে। কিন্তু শিশু, যুব ও বয়স্ক-দারিদ্র্য সৃষ্টির উৎসে হাত দেয়া হবে না। কারণ উৎসে হাত দিতে হলে শেষ

---

[২৩] বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat, 2009. Global Study on Child Poverty and Disparities: National Report Bangladesh, pp. 5-18. এই গবেষণায় শিশু দারিদ্র্য পরিমাপে ব্যবহার করা হয়েছে খাদ্য ভোগ, মৌলিক চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখা। আর শিশু বঞ্চনা পরিমাপে মোট ৭টি নির্দেশক ব্যবহার হয়েছে: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, তথ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, এবং আবাসন।

[২৪] যুব দারিদ্র্য ও যুব বেকারত্ব-এর কারণ-পরিণাম সম্পর্কসহ সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৪, 'বাংলাদেশে যুব দারিদ্র্য: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', পৃ. ২০-২৫।

[২৫] বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat et al., 2013. Impact of Social and Income Security for Older People at Household Level, pp. I-VI, 1-16,

পর্যন্ত rent seeker গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

সুতরাং এতক্ষণের বিশ্লেষণ থেকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়া (rent seeker-দের কাজই এটা) অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে সকল ধরনের বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিতে পালন করছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। কাঠামোগত এসব জিইয়ে রেখে দারিদ্র্য হ্রাস (উচ্ছেদের কথা আপাতত ভুললেও চলবে) আদৌ সম্ভব কি?

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে শক্তিশালী মাধ্যম: Rent seeker-দের সংগঠিত মূল্য ও বাজার সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট

এদেশে সরকার পরিতোষিত একচেটিয়া বাজার সুবিধা ও সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে অনেক বছর ধরেই জোর ভূমিকা রাখছে। Rent seeker-রাই এ সিন্ডিকেটের স্রষ্টা। Rent seeker-দের স্বার্থে একচেটিয়া বাজার ও মূল্য সন্ত্রাস অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে। এসব পন্থা-পদ্ধতির অন্যতম হলো:

> রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তি কারো কাছে (rent seeker-দের কাছে) কমদামে বিক্রি করে তাদেরই উৎপাদিত পণ্য বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেনা (privatization, divest and government procurement); সরকারি ক্রয় নীতির আইন-কানুন এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে rent seeker-রা উপরি সুবিধা পেতে পারে; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদ (জ্বালানি-গ্যাস-কয়লা ইত্যাদি)-এ একচেটিয়া ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান; লুণ্ঠনমূলক মূল্য নির্ধারণে (predatory pricing) সহায়তা করা যেখানে কোনো ফার্ম তার প্রতিযোগীদের বাজার থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রথমে পণ্যের মূল্য কম রাখে আর প্রতিযোগীরা উচ্ছেদ হয়ে যাবার পরে সুযোগ বুঝে পণ্য-মূল্য বাড়িয়ে বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে– বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তাদেরকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরনের কোটা প্রদান; কর-শুল্কসহ বাজারের বিভিন্ন আইন-কানুন-বিধি-বিধান এমনভাবে সাজানো ও প্রয়োগ করা যাতে rent seeker-রা উপরি পেতে পারেন (regulatory capture); ব্যাংকিং খাতে প্রকল্প ঋণ থেকে শুরু করে এলটিআর (লোন এগেইনস্ট ট্রাস্ট রিসিট বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমদানি অর্থায়ন), ক্যাশ ক্রেডিট, পিএডি সুবিধা, পুনঃতফসিলীকরণ, ঋণের অবলোপনসহ খেলাপি ঋণসমূহে বিভিন্ন ধরনের

অনিয়মের মাধ্যমে rent seeking উদ্বুদ্ধ করা যেখানে ব্যবস্থাপকসহ শক্তিধর বোর্ড সদস্যরাও সুবিধা পেয়ে থাকেন; আমদানি বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিং আর রপ্তানি বাণিজ্যে আন্ডার ইনভয়েসিং সুবিধা প্রদান; বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করে rent seeker-দের আরো সম্পদশালী হবার সুযোগ প্রদান; কাজ পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে উচ্চ অঙ্কের কমিশন প্রদান (ঘুষ-দুর্নীতির রূপ); ধনী-বান্ধব সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা– কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ প্রায় সবক্ষেত্রেই; বাজেটে ধনী-বান্ধব কর-শুল্কহার নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী পর্যায়ে এসআরও জারি করে rent seeker-দের পক্ষে আরো বেশি সুবিধা প্রদান; বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণে অযথা মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান; পণ্যের বেআইনি মজুদ; পুঁজি বাজারে অস্বচ্ছ খেলা; সমরাস্ত্র ক্রয়ে অস্বচ্ছতা; বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় সংশ্লিষ্ট rent seeking গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী ব্যক্তিদের নিয়োগ; গণমাধ্যম ও টেলিকম সংস্থাসমূহকে এমনভাবে সাজানো যা rent seeker-দের স্বার্থানুকুল হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজার ও দৃশ্যমান বাজার ব্যবস্থাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে মূল্য সন্ত্রাস নিয়মে রূপান্তরিত হয় এবং rent seeker-রাই এ কাজটি করে অথবা তাদের স্বার্থেই করা হয় যেখানে সরকার ও রাজনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।[২৬] এসবই হলো উঁচুতলার কয়েকজনের কাছে নীচুতলার মানুষের সম্পদ-সম্পত্তি নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেয়ার পথ-পদ্ধতি (অন্যান্য অনেক পদ্ধতির কথা ইতোমধ্যেই বলেছি– পরেও বলবো)।

প্রকৃত বাজারের তথ্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ যে দামে মানুষ দ্রব্য/পণ্য কিনেন– খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উভয়ই) 'সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট' যে পরিমাণ অর্থ লুট করেছে তা সম্পর্কে আমার হিসেবটি নিম্নরূপ: 'সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট'– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন পন্থায় কৃত্রিমভাবে (artificially, এসব পথ-পদ্ধতি উপরে উল্লেখ করেছি) বাড়িয়ে গত ৭ বছর আগের সরকারের প্রায় ৫ বছরে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে মোট ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে (উল্লেখ্য আমার এ হিসেবের মধ্যে অনেক খাত-ক্ষেত্র বাদ আছে)। এ সিন্ডিকেট এখনও

[২৬] Rent seeker-দের বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাস প্রক্রিয়ায় শুধু যে সরকার ও রাজনীতিই সহায়তা করে তাইই নয়– এসবে অর্থনীতিবিদদেরও ভূমিকা কম নয়। বিষয়টি নোয়াম চমস্কি এভাবে উত্থাপন করেছেন: অর্থনীতিবিদেরা ফলপ্রদতা (efficiency) ও উৎপাদনশীলতা (productivity)-র বিভিন্ন পরিমাপ করেন। কিন্তু যে ব্যয় জোর করে ভোক্তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয় সেটাও তো প্রকৃত ব্যয়েরই অংশ। অর্থনীতিবিদেরা কিন্তু তা পরিমাপ করেন না। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিবিদদের মতাদর্শিক নীতিটাই এমন যে হিসেব-পত্তর হবে শুধুমাত্র সেসব ব্যয় যেগুলো ধনী ও কর্পোরেশনের স্বার্থে পরিমাপ করা দরকার (দেখুন: Noam Chomsky, 2005. Imperial Ambitions, p. 194).

পুর্ণমাত্রায় বহাল আছে কারণ rent seeking বহাল আছে। উল্লিখিত মোট লুটের মধ্যে ১৯৩,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-খাতে আর বাদ বাকি ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে। মোট লুটের ৭২ ভাগ হয়েছে গ্রামে আর ২৮ ভাগ হয়েছে শহরে। এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লক্ষ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ), ৪৮ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ), আর ৩০ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ)। একচেটিয়া ব্যবসা ও মূল্য সন্ত্রাসের এ প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এজেন্ট হচ্ছে– মুক্তবাজার, সরকার ও রাজনীতি।

বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট-এর প্রত্যক্ষ শিকার ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৪ কোটি মানুষ– যারা দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত। 'বাজার ও মূল্য সন্ত্রাসের' কারণে দরিদ্র মানুষকে পরিবার চালাতে গিয়ে হয় খাদ্যভোগ কমাতে হয়, অথবা পুষ্টিহীন হতে হয়, অথবা খাদ্য-বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষায়) ব্যয় কমাতে হয়, অথবা অতীতের সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়, অথবা দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ (যাই ছিল) বেচতে হয় (distress sale)– অর্থাৎ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবন উপকরণের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হন। অনেকটাই অনুরূপ অবস্থা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। আর মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার– যাদের অনেকেই শিক্ষিত কিন্তু বেকার-এর অবস্থা দ্রুত অধোগতির দিকে নেমে যায়। অতএব, 'বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাসের' এ প্রক্রিয়ায় ১৪ কোটি মানুষের (দেশের ৯৩% মানুষ) দারিদ্র্য-দুর্দশা-অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পায়: দরিদ্র হয় দরিদ্রতর; নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র মানুষের দলে যোগ দিতে বাধ্য হন; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ অবশ্যই নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যেতে বাধ্য হন (সারণি ১ ও সারণি ২-এর বিশ্লেষণ তাইই বলে)। এ অবস্থায় তথাকথিত "ম্যাক্রো ইকনমিক স্ট্যাবিলিটি" স্রেফ বুদ্ধিবৃত্তিক মার-প্যাচ মাত্র। যেখানে ম্যাক্রো-মাইক্রো অমিল-বেমিল (mismatch) বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আসলে বিদ্যমান কাঠামোতে যেখানে rent seeking নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ সেখানে স্ট্যাবিলিটি বাড়ে উঁচুতলায় আর স্ট্যাবিলিটি কমে নীচতলায়। অথবা বলা চলে সমাজের নীচতলার স্ট্যাবিলিটি কমিয়ে উঁচুতলায় স্ট্যাবিলিটি বাড়ানো হয়। এখানে জলের উপর থেকে নীচে প্রবাহিত হবার ঠিক উল্টো বিধি কাজ করে– সম্পদ নীচুতলা থেকে উঁচুতলায় প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়।

তথ্য ভিত্তিক আমার হিসেব এ দেশে দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-সন্ত্রাসতত্বকে আরো শক্তিশালী করে–এ বিষয়ে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়। আর অন্যদিকে লুটের এসব হিসেবপত্তর এও নির্দেশ করে যে rent seeker-রা প্রচুর কালোটাকার মালিক হয়েছে

যার একাংশ তারা লুটপাট তন্ত্র জিইয়ে রাখতে ব্যয় করবে। আবার এ কথাও সত্য যে এত লুট যারা করলো– মানুষের ন্যায়-অধিকার বাস্তবায়িত হবার প্রক্রিয়া শুরু হলে তারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? একটা সম্ভাব্য উত্তর– না তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না; আর একটা সম্ভাব্য উত্তর– এ ধরনের অবস্থা থেকেই কিন্তু হুগো শ্যাভেজের মত নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এক পর্যায়ে রাজনৈতিক-সামাজিক সংঘর্ষ অনিবার্য হতেই পারে।

একচেটিয়া বাজার আর সংগঠিত সিন্ডিকেটের এসব মূল্য-সন্ত্রাসীরা বৃহৎ পর্দার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ঘনিষ্ঠ সহচর মাত্র। সংগঠিত সিন্ডিকেটভিত্তিক এসব মূল্য সন্ত্রাসীরা শুধু চালের মূল্য নিয়েই সন্ত্রাস করে না, এ সন্ত্রাস পিয়াজ-রসুন-আলু-ডাল-তেল-গুড়োদুধ-বাস ভাড়া-গ্যাস-পানি-বিদ্যুত-বীজ হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত, যার প্রধান শিকার নিঃসন্দেহে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ। এ প্রক্রিয়ায় rent seeking উদ্ভূত বাজার ও মূল্য সন্ত্রাস আসলে অর্থনীতিতে নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না বিপরীতে সম্পদ ক্ষয় ও বিনষ্ট করে।

বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাস নিয়ে যা বললাম তার পাশাপাশি ভুললে চলবে না যে দেশে ইতোমধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতির এক শক্ত ভীত সৃষ্টি হয়েছে এবং সেইসাথে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব যে 'আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতি' চালু করেছে তা জীবনের নিরাপত্তা হ্রাসসহ মজুতদারি-কালোবাজারি বৃদ্ধির মাধ্যমে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ করছে। নতুন এ অবস্থাটা বাজার ও মূল্য সন্ত্রাস বৃদ্ধির সহায়ক যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়। সুতরাং বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি যতদিন থাকবে ততোদিন জীবন ধারণ উপকরণের মূল্য বাড়বে এবং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়বে– এ বিষয়ে সন্দেহের যৌক্তিক কোন কারণ নেই। একদিকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-সৃষ্ট বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাস আর অন্যদিকে মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাস বৃদ্ধি– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনের এসব সমীকরণ গভীর ভাবনার বিষয়।

"দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায়" কিন্তু দুর্নীতি হয় কেনো? rent seeking-ই দুর্নীতির প্রধান উৎস

দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো গভীর ভাবনা নেই বললেই চলে। দুর্নীতি কি; দুর্নীতির সংজ্ঞাটা দিচ্ছে কে; কারা কেনো দুর্নীতি করেন; পেটি দুর্নীতি আর মহাদুর্নীতি এক কি'না; সমাজ-অর্থনীতিতে এসবের অভিঘাত ও ক্ষতিমাত্রা এক কি'না; দুর্নীতির সাথে পরজীবী-বিত্তশালী শ্রেণির (অর্থাৎ rent seeker) সম্পর্ক কি– এসব চিন্তায় দৈন্য আছে। তবে সহজ যুক্তির

কথা হলো– যদি বিত্ত 'সৃষ্টি' না করে বিত্তবান হওয়া যায় তাহলে সে পথ নয় কেনো? এটাই দুর্নীতি, এটাই rent seeking-এর অন্যতম রূপ।

আমরা এখন শুনতে এবং বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায় এবং বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। কিন্তু এসব বলে দারিদ্র্যের মূল কারণে না গিয়ে দুর্নীতিকে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার (অপ) প্রয়াস আছে। আমি মনে করি এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন জরুরি– তা হলো দুর্নীতি কে বা কারা করেন, কোন গোষ্ঠী করেন? দেশে বছরে যে ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয় তাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষের আদৌ কোন ভাগ আছে কি? দরিদ্র মানুষ কি দুর্নীতি করেন? যদি না করেন তাহলে কারা করেন তা উচ্চকণ্ঠে জানান দেয়া দরকার। আর এ কথাটি এখন বলা যেতে পারে যে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দুর্নীতিবাজ শ্রেণি-গোষ্ঠীর হাত থেকে[২৭] কখনো দুর্নীতি করেননি অর্থাৎ শ্রমজীবী-দরিদ্র মানুষের হাতে ছেড়ে দিলেই তো দুর্নীতি উদ্ভূত দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। উচ্চস্বরে এ কথা বলতে অসুবিধা কোথায়? নাকি এ বক্তব্য কল্পকথা (ইউটোপিয়া)? পাশাপাশি একথাও তো সত্য যে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে জাল-জালিয়াতি না করে কোথায় শিল্পায়ন হয়েছে? আর শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থান কিভাবে হবে? কিভাবে বাড়বে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি? আমার এ যুক্তি দুর্নীতির পক্ষের যুক্তি নয়– এ যুক্তি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে (যা কখনও দরিদ্র-বান্ধব নয়) শিল্পায়নের পক্ষে দুর্নীতি হ্রাস কৌশল বিনির্মাণের যুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আগেই বলেছি দুর্নীতিরও একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মার্থ আছে যা নিয়ে গুরুত্ববহ তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। দুর্নীতির সংজ্ঞা সবাই জানেন অথবা দুর্নীতি কি সবাই বোঝেন– এটা ধরে নিয়েই আমার মূল তত্ত্বানুন্ধান মাথায় রেখে দু'একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি মনে করছি। আমি এ দেশে দু'ধরনের দুর্নীতি দেখি: *পেটি দুর্নীতি* (যা ছোট দুর্নীতি) আর *মহাদুর্নীতি* (বড় দুর্নীতি)। প্রথমে আসা যাক পেটি দুর্নীতির প্রসঙ্গে। একজন রিক্শাচালক ১০ টাকার ভাড়া ২০ টাকা নিলে আমরা ধরেই নিই যে তিনি (রিক্শাচালক) দুর্নীতি করলেন (ভদ্রলোক হলে বলবেন– ব্যাটা ঠকালো)। আমার প্রশ্ন রিক্শা ভাড়াটা যে ২০ টাকা নয় ১০ টাকা হবে– এটা কে নির্ধারণ করলো? বলবেন 'বাজার' বা এডাম স্মিথের 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market)। কিন্ত বাজার যখন rent seeker–

[২৭] সরকার যে নিজেই দুর্নীতিবাজ এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন: "দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি কারণ যারা সরকারে থাকেন, তারাই দুর্নীতি করেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। এটা সব সরকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" দেখুন: শাহ এএমএস কিবরিয়া, ২০০৭, "দুর্নীতি দমন কমিশন: গোড়ায় গলদ", প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২০০৭, পৃ. ৩৫৮।

পরজীবী বিত্তশালী শ্রেণির কথায় উঠা-বসা করে তখন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কে, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন সিস্টেম তার পেশাগত ভাগ্য নির্ধারণ করে দিলো যে তাকে রিক্শা চালিয়েই জীবন নির্বাহ করতে হবে? অর্থাৎ কোথাও কোনো ধরনের বড় গলদ আছে? পেটি দুর্নীতির মাত্রা-রূপ অনেক। আরো একটা উদাহরণ দিই। একজন স্বল্প বেতনভুক্ত অফিস পিয়ন ফাইল এগিয়ে ৫০ টাকা নিলেন। এটা কি দুর্নীতি? নাকি পেটের দায়ে কোনোমতে সংসার পরিচালনের জন্য ব্যয় সংকুলানে আয়ের এক পদ্ধতি (যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলে ঐ ব্যাক্তিটিও মানসিক স্বস্তিতে নেই)। এসব আদৌ rent seeking নয়। মহাদুর্নীতির তুলনায় এসব পেটি দুর্নীতির পরিণাম সমাজ-অর্থনীতি-সাংস্কৃতিক জীবনে তেমন কোনো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে না। আসলে এসব পেটি দুর্নীতিকে উদ্বুদ্ধ করে বড় দুর্নীতিবাজরাই যারা প্রকৃত rent seeker। এ সিস্টেমও তারাই সৃষ্টি করেছেন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি পুনঃসৃষ্টির মাধ্যমে। আসলে বড় মাপের জাতীয় বিধ্বংসী দুর্নীতিবাজরা উপরতলার পরজীবী-বিত্তবান rent seeker– এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ অন্যের বিত্ত-সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখলসহ আত্মসাৎই তাদের মূল পেশা-নেশা; লোভের লাভ এখানে বড় কথা। এসব rent seeker-রা কখনও উচ্চকণ্ঠে বলবেন না 'দুর্নীতি দূর হোক' আর সেটা rent seeker হবার কারণেই। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের অনুপার্জিত-হরণকৃত বিত্তের সিস্টেমটিই ভেঙ্গে পড়বে আর সেই সাথে বিত্তের বৃহৎ অংশ কর-রাজস্বের প্রগ্রেসিভ নীতির মাধ্যমে হাতছাড়া হয়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং 'দুর্নীতি' নিয়ে গড় কথা বলে লাভ নেই; একথা বলেও লাভ নেই যে এ দেশে দুর্নীতি এখন horizontal ও vertical উভয়ই অতএব অবস্থা খারাপ। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ভিত্তি-কারণ কাঠামোটা ভেঙ্গেই দেখুন না দুর্নীতি কোথায় যায়!

দারিদ্র্য হ্রাস "নীতি-কৌশলের দারিদ্র্য"; rent seeker ধনী নিয়ে গবেষণা জরুরি

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আবাসনের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি পরিবারের (অর্থাৎ মোট ১৫ কোটির মধ্যে ৫ কোটি মানুষের) নিজ মালিকানাধীন মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এরা বাস করেন গ্রামে, শহরের বস্তিতে (অনেকেই ভাসমান), শিল্প এলাকায়, চরাঞ্চলে, শহরতলীতে ইত্যাদি। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিরসনে এসব মানুষের আবাসনের দারিদ্র্য যথাসম্ভব দ্রুত দূর করার কথা ভাবতে হবে। আবার সেই সাথে এ কথাও মনে রাখা জরুরি যে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন ২০০৬-২০০৭ নাগাদ প্রায় সবারই নিজস্ব আবাসনের ব্যবস্থা হলো ঠিক তার পরপরই ২০০৮ সালের দিকে rent seeking সিস্টেমের সাব প্রাইম মর্টগেজের ঠেলায় নীচুতলার কোটি কোটি মানুষ বাসস্থানহীন হয়ে পড়লো। অনেকেই চাকুরিও

হারালেন। ফলে একদিকে মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয় বিনষ্ট হলো আর অন্যদিকে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আগের তুলনায় বেড়ে গেলো।[২৮]

দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা যে স্কুলে যেতে পারে না অথবা স্কুলে গেলেও কপালে জোটে অতি নিম্নমানের শিক্ষা অথবা শিক্ষা শেষের আগেই স্কুল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়– এ দারিদ্র্যের কি হবে? ভয়াবহ হলেও সত্য যে এদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র; মাদ্রাসা ছাত্রদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান; মাদ্রাসা পাশ করা ছাত্রদের ৭৫ ভাগই বেকার থাকে– শিক্ষার এ দারিদ্র্যের কি হবে? শিক্ষা তো সাংবিধানিকভাবেই মানব-অধিকার– মানুষ তো জন্মসূত্রে এ অধিকার পায়। কিন্তু এতো ঢাক-ঢোল পেটানোর পরে যখন বলা হয় যে বাংলাদেশে এখন প্রায় সবাই স্কুলে যায় তখন দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের কয়জন উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন? শুধু তাইই নয় দরিদ্র পরিবারের সৌভাগ্যবান কয়েকজন যারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন তারা সাধ্যাতীত কত ব্যয় করেন, কতধরনের প্রতিকূলতা পার হয়ে একটা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমানের উচ্চশিক্ষা পান এবং পরবর্তীতে আরো কত ধরনের প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একটা চাকুরি পান– এ নিয়ে কে ভাবছেন? অবস্থা যা তাতে এভাবে সরাসরি এসব প্রশ্ন করাটা অনেকেই আমার আদবের অভাব মনে করতে পারেন। কিন্তু কথাটা তো সত্য।

শ্রমজীবী-দরিদ্র পরিবারের কোন একজন সদস্য-সদস্যার যদি এমন কোন অসুখ হয় যখন অপারেশন করা এবং/অথবা ঔষধ কিনতে অনেক অর্থের প্রয়োজন তখন আসলে অবস্থাটা কী হয়? প্রথমেই যা করতে হয় তা হলো পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং/অথবা সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ (যদি থেকে থাকে) এক নিমেষে বিক্রি করতে হয় (যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন "দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি", distress sale)। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার-দেনা করতে হয়। এ হচেছ অনেকটা "নদী ভাঙ্গনে– এক রাতে সব কিছু নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার মত"। এরপর ঐ মেহনতি মানুষটির কাজ থাকলেই কী না থাকলেই কী।

---

[২৮] মানুষের এহেন দুর্দশা প্রসঙ্গে মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফরি স্যাকস তার বিশ্লেষণে লিখেছেন "The 2008 financial meltdown also deepened the financial distress of millions of Americans who kept their jobs but lost their homes and savings. The fall in housing prices beginning in 2006 spelled the end of a couple of decades in which middle-class households treated their homes as ATM machines, drawing on the ostensible value of the home through home equity loans. With the collapse of the housing bubble, millions of households found that their homes were now worth less than their mortgages, leading them to default on them mortgage payments, ... This widespread financial distress is the end stage of a generation-long decline in Americans' propensity to save". দেখুন: Jeffrey Sachs, 2012. The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall, p. 16.

"স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি" যদি মানুষের সাংবিধানিক অধিকারই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সংবিধানের এ বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়নে সরকার কী করছে/করে? ব্যাপারটি বেশ সোজাসাপ্টা। তা হলো এ রকম যে যতোদিন rent seeking পরজীবী বিত্তবান কালো টাকার মালিকেরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে ততোদিন এসবে কার্যকর তেমন কিছু হবে না। তারাই মালিক হবেন সেসব হাসপাতাল ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারের যেখানে বিপদগ্রস্ত অসুস্থ মানুষ অতিরিক্ত ব্যয় করতে বাধ্য হবেন। কারণ এখানেও কাজ করে rent seeker-দের বাজার সন্ত্রাস, যে সন্ত্রাসে সরকার ও রাজনীতি rent seeker-দের অধীনস্থ সহযোগী। তাহলে তথাকথিত উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল, আর ৬-৭ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে কী হবে? দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে অথবা পরিবর্তনের কথা না ভেবে অর্থনীতির ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেই বা কি? কার লাভ তাতে?

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে rent seeker-দের যে নিয়ামক ভূমিকা আর তার সাথে রাজনীতি ও সরকারের যে স্বার্থের ঐক্য– এসবের কারণে আমার মনে হয় আমাদের নির্মোহভাবে জানা প্রয়োজন এদেশের মানুষ কেন ভিক্ষুক হয়(?); মানুষ কেন নিঃস্ব হয়(?); মানুষ কেন রিক্শা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী চালায়(?); শিশুরা কেন কাওরান বাজারে টুকরির মধ্যে ঘুমায়(?); শিশুরা কেন রাতে না খেয়ে ঘুমাতে যেতে বাধ্য হয়(?); তরতাজা যুবকরা কেন বেকার থাকে(?); মহিলারা কেন ইট ভাঙ্গে(?); প্রবীণ জনগোষ্ঠী কেন এত দুর্দশায় ভোগেন(?) ইত্যাদি। আমার গবেষণায় আমি দেখেছি যে সখ করে কেউই ভিক্ষুক হয় না– আজকের পুরুষ ভিক্ষুকটি প্রথমে ছিলেন গ্রামের কৃষক অথবা দিনমজুর অথবা শিল্প-কারখানার শ্রমিক, তারপর শ্রম-ক্ষমতা হারিয়ে চালিয়েছেন রিক্শা, তারপরে হয়েছেন অসুস্থ, আর তারপরেই ভিক্ষুক, আর এখন অসুখ বেড়ে তিনি অকাল মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছেন। আর আজকের মহিলা ভিক্ষুকটি হয় ঐ পুরুষ ভিক্ষুকের স্ত্রী অথবা গ্রাম থেকে আসা নিঃস্ব একজন মানুষ যিনি ঝি-এর কাজ করেছেন, তারপর এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছেন, আর এখন অসুস্থতা বেড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। এসব অকাল মৃত্যুর দায় দায়িত্ব কার? এসব নিয়ে আমাদের পবিত্র সংবিধান কি বলছে? এসব মানুষ নিয়ে আমাদের সরকারি "দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল" কি কার্যকর কিছু ভাবছে? আসলে ভাবছে না। সম্ভবত rent seeking উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভাববারও কথা নয়। "দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলেরই" এ এক মহা দারিদ্র্য। আমার মনে হয় কিছু মানুষ কেন, কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় অঢেল সম্পদের মালিক হন তাও আবার সম্পদ সৃষ্টি না করে– তা জানলে দারিদ্র্য-বৈষম্যের কারণও অনেক দূর জানা যাবে। আসলে দারিদ্র্য নিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা ভাবনা-গবেষণা করছেন তাদের এখন rent seeker 'ধনী' নিয়ে গবেষণা জরুরি।

ধর্মভিত্তিক উগ্রতা ও মৌলবাদঃ দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেখানে প্রধান কারণ

আগেই বলেছি যে কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে স্বাধীনতা উত্তর চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদহীন-অসাম্প্রদায়িক মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার ক্রমবর্ধমান এ ফারাকটা ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক উগ্রতা ও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে যেটা আগেই বলেছি যে গত চার দশকের বিকাশের ধারা ১৫ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছেঃ প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যা-স্বল্প ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ২০ লক্ষ (যাদের বড় অংশই প্রকৃত পরজীবী rent seekers); আর দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ। রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ২০ লক্ষ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল সংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা অধিকার হিসেবে সমসুযোগ সৃষ্টি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা inclusion of the excluded বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো, ক্ষমতাবান rent seekers-দের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে। আর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অসমতার ভারসাম্যহীন বিকাশ সমীকরণে এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুবক-তরুণ) বা গোষ্ঠী "মুক্তির পথে" সুইসাইড বোমারু হিসেবে 'বেহেশতবাসী' হবার জন্য আত্মাহুতি দেয় তা অযৌক্তিক হবে কেনো? একই কথা তার জন্যেও প্রযোজ্য যিনি ভিন্ন ধর্মের বা বর্ণের মানুষ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে বঞ্চনা-বৈষম্যসহ বর্ণবাদের অন্তর্নিহিত বিষয় উপলব্ধি করে ধর্ম-ভিত্তিক জঙ্গি বোমারুতে রূপান্তরিত হন!

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে আমি ইতোমধ্যে এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে আমাদের দেশে যদিও কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি

গত প্রায় ৭ দশকের (ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) rent seekers সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির লক্ষ্যে মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে; আর বিশ্বায়নসহ বহিঃস্থ অনেক উপাদানই (external factors) এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে[২৯]। আর এক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ধর্মভিত্তিক rent seeking আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শিক রাজনীতি-সরকার ও রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বার্থের ঐক্য।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র অথবা কালো টাকার স্বার্থবাহি সংসদ যারা নিজেরাই rent seeker অথবা তাদের প্রতিনিধি। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। যদিও কিছুটা পুনরাবৃত্তি হবে তথাপি আমাদের দেশে rent seeking-উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কয়েকটি নির্দেশক উল্লেখ করা প্রয়োজন: গত চার দশকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫ শতাংশ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা (যাদের সংখ্যা হবে আনুমানিক ২ লক্ষ আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লক্ষ মানুষ); এরা এখন বছরে প্রায় ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করে (যার ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে ৬-৮ লক্ষ কোটি টাকা), এরাই বছরে ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের/পাচারের সাথে সম্পৃক্ত, এরাই বছরে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত, এরাই প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি, এরাই সবধরণের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে ১ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে; এরাই সরকারের কাছে ৯ শত বিঘা জমির অনুমোদন নিয়ে ১০টি হাউজিং প্রকল্পের নামে ৩০ হাজার বিঘা জমি বিক্রি করার সুযোগ পায়; এরাই ড্যাপ জালিয়াতির মাধ্যমে ৫০ হাজার কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়; এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যে কোন সরকারি ক্রয়ে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়) এবং/অথবা বড় ধরনের বিনিয়োগে এবং/অথবা প্রকল্পে এদেরকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি। এসব স্রেফ rent seeking। Rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যে রাজনীতিকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছে তার বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী: অর্থনীতির

[২৯] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৩, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, পৃ. ৫৭-৮৬, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩।

দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করেন যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব। তারা মূল ধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তারা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ ও ভোগ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেন; তারা লুট করেন সবকিছু– জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন– স্ব-ধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা করেন না; জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন– তারা জানেন স্থানভেদে ২ কোটি টাকা থেকে ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকারের একটি আসন ক্রয়/দখল সম্ভব এবং সেটা তারা প্রাকটিশ করেন (ব্যবসায়ী'রা ছিল ১৯৫৪ -এর জাতীয় সংসদে ৪ শতাংশ আর এখনকার সংসদে ৮৪ শতাংশ, অবশ্য "ব্যবসাটা" যে কি তা নির্বাচন কমিশনও সঠিক জানে না)। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে; মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে কিছু নেই– এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সংগঠন বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান।[৩০]

Rent seeking উদ্ভূত প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন/হারিয়েছেন, আর মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসকারী প্রগতির ধারা সেই সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি/হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, চোখের সামনেই rent seeker-দের ঔদ্ধত্ব দেখতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয় তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তি নির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তি নির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন, যে কৃষি ভিত্তির উপরই এদেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম-টাই ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি। আর সেটা ব্যবহার করতে তাদেরকেও অর্থনীতির rent seeking পদ্ধতিসহ সমস্বার্থের রাজনীতি, সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তাদের মত করে সাজাতে হচ্ছে।

ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি স্পষ্ট জানে যে দলীয় রাজনীতিকে স্বয়ম্ভর করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত প্রয়োজন। আর এ প্রক্রিয়ায় ক্যাডারভিত্তিক

---

[৩০] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat, 2005. Criminalization of Politics in Bangladesh, SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005. Abul Barkat, 2005, Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh, Lecture organized by Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

রাজনীতির সহায়তায় ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে সেগুলো সবই প্রক্রিয়াগত ও মর্মগতভাবেই rent seeker-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যার মধ্যে ১২-টি বৃহৎ বর্গ হল নিম্নরূপ: আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন ব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা, বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম, এবং কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় (যেমন স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবী সমিতি)- এক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সেই সাথে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন (যেমন বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্প যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয়)। মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ব্যবহার করে আপাতদৃষ্টিতে মুনাফা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মুনাফা সৃষ্টির তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) তাদের আছে। এখানেই বলে রাখা জরুরি যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে" রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে তারা তাদের মত করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট[৩১]। এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে মৌলবাদীর মূলে আছে ভীতি ও আবেগ। আর এ আবেগের অন্যতম উৎস হলো ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উদ্ভূত হতাশা-নিরাশা-অদৃষ্টবাদ। এসব আবেগানুভূতি কেবল সেকেলে এবং পিছুটান নয় বরং তারা 'সৃজনশীল' এবং 'আধুনিকতা'র ধারক বাহকও।

এখানে উল্লেখ সমীচীন যে rent seeking উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেমন মানুষের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তেমনি এ আবেগানুভূতি ব্যবহার করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যে মৌলবাদের অর্থনীতি

---

[৩১] মৌলবাদ বিশ্বায়নের সৃষ্টি এক নবজাত অথচ বেপরোয়া সন্তানের মতো যার বিরূপ প্রতিফল এবং সময়মত সীমাহীন খারাপ ব্যবহার বিশ্বায়ন ভোগ করছে। মৌলবাদী দল বিশ্বের সব জায়গায় অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সদব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইরানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার আগে তার উপদেশ নির্দেশনার বিষয়গুলো ভিডিও এবং ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করে। হিন্দু জঙ্গিরাও মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের স্বরূপের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে (বিস্তারিত দেখুন: Giddens Anthony, 2003. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, pp. 50-51)। মিসরের আরব বসন্ত আন্দোলনে ইসলামিক ব্রাদারহুডের সদস্যরা ব্যাপকহারে এসএমএস, ফেইসবুক, ই-মেইল, টুইটারসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে/করছে। বাংলাদেশে গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিপক্ষ মৌলবাদী শক্তি ব্লগসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে।

সৃষ্টি করেছে তারও ভিত্তি ঐ rent seeking যা দারিদ্র্য- বৈষম্য-অসমতা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে যে মৌলবাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তারও ভিত্তি যে rent seeking তার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আছে। প্রথমত: মৌলবাদের অর্থনীতির মূল খাত-ক্ষেত্রগুলিই এমন যেখানে তুলনামূলক সহজেই rent seeking কর্মকাণ্ড পরিচালন সম্ভব। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম হলো আর্থিক খাতের ব্যাংকিং, বিমা, লিজিং কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন, জমি-দালান-রিয়েল এস্টেট, অতি মুনাফাকারী প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, তথ্য-প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন। দ্বিতীয়ত: ধর্মের নামে হিসেব-পত্তর পদ্ধতি শরিয়াহ ভিত্তিক করার ক্ষেত্রে নানান ফাঁকি-জুকি যা rent seeking-এর নামান্তর মাত্রই শুধু নয় যা অতিরিক্ত rent seeking-এ সহায়ক। তৃতীয়ত: তথাকথিত শরিয়াহ্-র নামে তারা তাদের আর্থিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে রাজনীতি ও সরকারকে ব্যবহার করে এমনসব কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে rent seeking-এর মধ্যেই পড়ে। চতুর্থত: মূল অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টির ফলে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক এ গোষ্ঠী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম যখন দেশে হরতাল-অবরোধে অর্থায়ন করে তারা বাজার অর্থনীতির কালোবাজারি-মজুদদারি উস্কে দিয়ে বাজার সন্ত্রাসী ও মূল্য সন্ত্রাসী rent seeker দের সহায়তা করে।

এখন আসা যাক মৌলবাদের অর্থনীতির কিছু হিসেব-পত্তরে। বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির এখন বার্ষিক নিট মুনাফা আনুমানিক ২,০০০ কোটি টাকা (২৫০ মিলিয়ন ডলার): এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি যেগুলো rent seeking-এর অন্যতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান); দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.৮ শতাংশ আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৮ শতাংশ; ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪ শতাংশ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২ শতাংশ; রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৫ শতাংশ; সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আসে ৭.৮ শতাংশ; আর পরিবহন-যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫ শতাংশ (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)। নিট মুনাফার এ প্যাটার্ন বেশ অনুমান নির্ভর হলেও যথেষ্ট দিক নির্দেশনামূলক– অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মৌলবাদের অর্থনীতির বিকাশ ধারা নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ক। সেই সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি নিট মুনাফার যে ধারা দেখা যায় তা মূল স্রোতের অর্থনীতির সাথেও যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ যেখানে ইতোমধ্যেই rent seeking নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সারণি ৩: বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক নিট মুনাফা: ২০১০ সাল

	অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক নিট মুনাফা (কোটি টাকায়)	মোট নিট মুনাফার শতাংশ
০১.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোং	৫৪০	২৭.০
০২.	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: খুচরা, পাইকারী, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২১৬	১০.৮
০৩.	ঔষধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	২০৮	১০.৪
০৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৪	৯.২
০৫.	যোগাযোগ-পরিবহন: রিকসা, ভ্যান, তিন চাকার সিএনজি, কার, ট্রাক, বাস, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, কার, তিন চাকার সিএনজি	১৫০	৭.৫
০৬.	জমি, দালান (রিয়েল এস্টেট)	১৭০	৮.৫
০৭.	সংবাদ মাধ্যম, তথ্য প্রযুক্তি	১৫৬	৭.৮
০৮.	বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, অন্যান্য	৩৭৬	১৮.৮
	মোট	২,০০০	১০০

উৎস: আবুল বারকাত, ২০১৩, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩।

আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যেহেতু প্রধানত rent seeking উদ্ভূত এবং যেহেতু অন্যান্য অনেক ফ্যাক্টরের মধ্যে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি rent seeking-এর শক্তিশালী প্রভাবক সেহেতু আরো কিছু বিষয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণে বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এরকম: সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি কোনো

দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় কারণ তারা ইসলামের মূলমন্ত্র পরিত্যাগ করে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"-কে (economic power based political process) রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের 'mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতি মাত্র। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে "রাজনৈতিক মতাদর্শে" রূপান্তর করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। অর্থাৎ মূলধারার rent seeking-এর মধ্যে ধর্ম-ব্যবহারভিত্তিক rent seeking শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম (অথবা এ সম্ভাবনার মাত্রা অত্যুচ্চ)।

যেহেতু বিষয়টি rent seeking সংশ্লিষ্ট এবং একই সাথে ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়াস সেহেতু আরো একধাপ এগিয়ে সমাধান সংশ্লিষ্ট দু'একটি বিষয় উল্লেখ জরুরি। মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিকাশমান ভিত্তিতে আমাদের দেশে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে তা থেকে আমি অন্তত: নিশ্চিত যে "*এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে*"– এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে, আর তা হতে পারে উচ্ছ্বাস-উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহাবিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্প মেয়াদি) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয় কারণ যে ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা কয়েকদিনে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। আর ভিত্তিটি নিঃসন্দেহে দেশের ভিতরের (internal factors) দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ বহিঃস্থ উপাদান (external factors) সংশ্লিষ্ট। বাস্তবে যা সম্ভব তা হল "*ক্ষতি হ্রাসের কৌশল*" (damage minimizing strategy) দ্রুত বাস্তবায়ন করা। স্বল্প মেয়াদি সমাধান হিসেবে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল" হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা: (১) ১৯৭১-এ যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন– যারাই মৌলবাদী জঙ্গিদের গডফাদার– তাদের বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে শাস্তি কার্যকর করা (সম্ভব হলে এ বছরই ২০১৪ সালের মধ্যে)[৩২]। (২) জঙ্গিদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা। (৩) জঙ্গি অর্থায়নের উৎসমূখ বন্ধ করা। (৪) মৌলবাদের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-পক্ষীয় অডিটের মাধ্যমে জামাত-জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তকরণ, আইনি হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন, পর্ষদ পরিবর্তন

---

[৩২] মনে রাখা জরুরি যে ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে rent seeker-রা সম্পদ সৃষ্টি করে না, সম্পদ হ্রাস করে এবং ধ্বংস করে। আর একই কাঠামোতে যখন ধর্মভিত্তিক জঙ্গি rent seeker আবির্ভূত হয় তখন সম্ভাব্য ক্ষতি-ধ্বংস মাত্রা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এসবের অনেক উদাহরণ এখন দেশে-বিদেশে দৃশ্যমান।

ইত্যাদি। (৫) জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। (৬) বাজেয়াপ্তকৃত এ সম্পদ সরকারের তত্ত্বাবধানে এনে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন, অসচ্ছল জীবন-যাপন করছেন, এবং পরবর্তীকালে যারা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পঙ্গুত্ববরণসহ আহত হয়েছেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের দেয়া, সেইসাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তা ব্যয় করা। (৭) জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া। (৮) জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করা এবং একই সাথে অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৯) সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটার তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া এবং সরকার থেকে তাদের বহিষ্কার করা। (১০) ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা, এবং (১১) ব্যাপক জনগণের মধ্যে জঙ্গিদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উন্মোচনে সিরিয়াস প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড করা যাতে জনগণই জঙ্গি নির্মূল প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেন। আশু ও স্বল্পমেয়াদি এ কার্যক্রমে একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে একটি– তা হলো দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য-অসমতা বিলোপসহ অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসাম্প্রদায়িক সকল মানুষের সচেতন ঐক্যের কোনোই বিকল্প নেই। এখানে যৌক্তিক প্রশ্ন একটাই– তা হলো rent seeking কাঠামো যেখানে নিয়ামক আর তার সাথে প্রচলিত রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ বিদ্যমান সেখানে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বলতে কোন রাজনীতি বুঝবো? আমি এ রাজনীতি বলতে rent seeking কাঠামোমুক্ত জনকল্যাণের রাজনীতি বুঝি যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিলোপে সহায়ক হবে।

মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উভয়ই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে উল্লিখিত কর্মপ্রণালীদ্বয়ের ভিত্তিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের সুদৃঢ় এ ঐক্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে নিশ্ছিদ্রভাবে সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে যখন এদেশে আর কেউ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র না হতে পারে; আর সে লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত ১৯৭২-এর সংবিধানের জনকল্যাণকামী মূল বিধানসমূহ সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে, যার মধ্যে আছে মানুষের সমমর্যাদা, সব মানুষের সমসুযোগের অধিকার, কাজ পাবার অধিকার, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পাবার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার। মানুষের

স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী rent seeking উদ্ভূত এসব সুযোগের অভাবই দারিদ্র-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির মাধ্যমে হতাশা-নিরাশার সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে যার উপরই ভর করে ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে মাত্রা নিয়েছে তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সংকট নিরসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

"সুশাসন"– অতি উচ্চারিত প্রপঞ্চ; "সুশাসন" না'কি সর্বরোগের নিরাময়? Rent seeking যখন সুশাসনে বাধা

ইদানীং খুব জোরেশোরে বলা হচ্ছে সুশাসন (good administration সহ good governance অর্থে) নিশ্চিত করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন-বিকাশ নিশ্চিত হয়ে যাবে; হ্রাস পাবে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা। কিন্তু এমন হওয়া কি অস্বাভাবিক বা অবাস্তব যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি স্তরে-পর্যায়ে সুশাসন (অর্থ যাই হোক না কেনো) নিশ্চিত হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টি dependent আর independent variable (চলক) সংশ্লিষ্ট। অন্য কথায় কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়টি সম্ভবত এরকম যে সুশাসন যেমন উন্নয়নের পূর্বশর্ত তেমনি উন্নয়ন-বিকাশ সুশাসন-এর কার্যকর চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার মূল কারণ 'rent seeking' সিস্টেম জিইয়ে রেখে সুশাসন কিভাবে নিশ্চিত হবে? Rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের ঐক্য জিইয়ে রেখে সুশাসন সম্ভব কি? সুশাসন বিষয়ে ভাবনার বিষয় হলো শাসক হিসেবে আপনি কি শাসন করছেন সংবিধানের মূল বিধান "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক" মান্য করে; আপনি কি শাসন করছেন সংবিধানের বিধান মেনে যে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান, মানুষের সমমর্যাদাসহ সমসুযোগের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে না'কি rent seeker-দের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নে? শাসক হিসেবে আপনার তো হবার কথা প্রজাতন্ত্রের সেবক অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের মালিক– জনগণের সেবক। সেক্ষেত্রে দেখার বিষয় শাসক হিসেবে আপনি আসলে কি করছেন? 'দুর্নীতির' ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রশ্নাদি ও যুক্তির কথা আগেই উত্থাপন করেছি।

সুশাসন অর্থাৎ good governance– এ প্রপঞ্চে আমার একটু অসুবিধা হয় এ জন্য যে তাহলে মেনে নিতে হয় যে governance এখন bad, না হলে 'good' এর প্রসঙ্গ কেনো? আমার ধারণায় 'bad' governance (কু-শাসন) বলে কিছু নেই, যা আছে তা হলো 'governance' as a process, এবং যা কোনো স্থির-অনড় (static) ধারণা নয় ক্রম বিকাশমান, চলমান (dynamic) ধারণা। এ কথা বলছি এ জন্য যে যারা 'governed' হচ্ছেন তারা 'badly governed' হচ্ছেন বললে অবশ্যই চিন্তা-দুশ্চিন্তা প্রয়োজন। দুশ্চিন্তা বাড়ে তখনই যখন যারা শাসন (govern)

করছেন তারা rent seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা। আর বাইরের কেউ এসে তার দৃষ্টিতে সবকিছু 'bad' বললে আমার দুশ্চিন্তা আরো বাড়ে। আমার দুশ্চিন্তা বাড়ে যখন ওরা ইরাকের তেল সম্পদ দখলের লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে ওদেরই সৃষ্ট সাদ্দাম হোসেনের উদ্দেশ্যে বলে "Saddam is a bad dictator"– তাহলে "dictator- good" হতে পারে? সমস্যা semantics-এর নয়, সমস্যা সম্ভবত আরো অনেক গভীরে। যারা দুনিয়ার জল-সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আকাশ-মহাকাশ সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ একক মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের 'good-bad governance' এর সনদ প্রদান যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলক, যে উদ্দেশ্যের সাথে আমার নিজের উন্নয়ন-ভাবনা মেলে না, মেলে না তাদের মতের governance সংশ্লিষ্ট ভাবনার সাথে আমার মত। আমার মতে আসল ব্যাপারটা হলো একমেরুর বিশ্বায়নের যুগে 'global rent seeking' গোষ্ঠী সৃষ্টির মহোৎসব। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এদের সাথে আমার ধারণা মেলে না এ কারণেও যে তারা বললো অমুক রাষ্ট্র অকার্যকর (failed state) অথচ 'অকার্যকর' করলো তারাই, অথবা স্ব-স্বার্থের প্রতিকুলতার কারণে তারাই তকমা লাগিয়ে দিলো 'অকার্যকর' রাষ্ট্রের। সুশাসন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তবে এ নিয়ে যারা ভাবছেন তাদের অনুরোধ করবো বিষয়টি নিয়ে সমগ্রতাসহ নোয়াম চমস্কির নির্মোহ-জ্ঞানদীপ্ত বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে যেখানে তিনি বৈশ্বিক শাসন-অপশাসনের সাথে rent seeker-দের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন (অবশ্য এসব অপ্রিয় সত্য বলার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Establisment-এর কাছে তিনি ভয়ঙ্কর অপ্রিয়)।[৩৩]

Normative অর্থে আসলে discipline নির্বিশেষে সবাই সম্ভবত শেষ পর্যন্ত ভাবতে চান গণকল্যাণ-গণসমৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি-বৈশিষ্ট-চরিত্র নিয়ে। আর এ অর্থে governance অথবা 'ভাল শাসন' (সু-শাসন) বিষয়টি সবারই ভাবনার লসাগু-'common denominator' হতে পারে। আর জনগণের কল্যাণ-সমৃদ্ধি যদি কাম্য হয় সেক্ষেত্রে কি দেখলে বুঝবো অর্থনৈতিক সুশাসন পিছিয়ে আছে অথবা এগিয়ে আছে? প্রচলিত ধারার অধিকাংশ গবেষকই মানদণ্ড হিসেবে এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় এবং/অথবা প্রবৃদ্ধির কথা বলেন। মাথাপিছু আয় বাড়লেই যে সুশাসন বিদ্যমান আমি এমনটি মনে করি না। এক্ষেত্রে সুশাসন কার্যকর বলে আমি তখনই মনে করবো যখন দেখবো যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বণ্টন-বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ আমার কাছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি যতটা না সুশাসনের পরিমাপক তারচে' বেশি

[৩৩] বিস্তারিত দেখুন: Noam Chomsky, 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, pp. 37-42. Noam Chomsky, 2005. Imperial Ambitions, pp. 1-17, 68-81. Noam Chomsky, 2006. Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy, pp. 3-38, 129-143, 163-165. Noam Chomsky, 2007. Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World, pp. 19-21, 31-37, 160-165.

সঠিক পরিমাপক হলো বণ্টন-ব্যবস্থা বা বণ্টন ন্যায্যতা (distributive justice)। কারণ যে কোনো দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উত্তরোত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত রেখেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সম্ভব; মাথাপিছু আয় গড়ের ব্যাপার আর গড়ের মধ্যে ঢাকা পড়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তব অবস্থা। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী যদি ক্রমাগতভাবে দরিদ্র-বঞ্চিত থাকে এবং ক্রমাগত বৈষম্য ও অসাম্যের শিকার হয় সেক্ষেত্রে সুশাসন অনুপস্থিত একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়; আরো নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যখন উন্নয়নের খেরোখাতা (সারণি ২ দ্রষ্টব্য) বিশ্লেষণে দেখি জনগণের সংখ্যা-স্বল্প একটি অংশ সম্পদ সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা না রেখেই বিভিন্নভাবে অঢেল সম্পদের মালিক হচ্ছেন আর সম্পদ সৃষ্টিকারী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু অংশ তুলনামূলক পিছিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সুশাসনের মানদণ্ডগুলো কাজ করছে না অথবা অকার্যকর। আর এসবের সম্ভাব্য প্রধান কারণ হলো সংখ্যা-স্বল্প স্বার্থগোষ্ঠীর অর্থাৎ rent seeker-দের সাথে শাসক এজেন্টদের স্বার্থের অশুভ ঐক্য।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-বিকাশে সুশাসন নিয়ে ভাবনার আরো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগত কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম দিক হলো:

> বণ্টন ন্যায্যতাসহ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন (*এটা হচ্ছে কি হচ্ছে না– তা দিয়ে সুশাসন পরিমাপ করা জরুরি*); শিল্পায়ন: অনু, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসহ আত্ম-কর্মসংস্থান; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার (*ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরিখে সুশাসন পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড*); মজুরি ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (*সুশাসনের ভাল পরিমাপক*); অধিকতর ফলপ্রদ, বৈচিত্রপূর্ণ, উৎপাদনশীল কৃষি; জনসংখ্যার জনশক্তিতে রূপান্তর-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি জ্ঞানসহ (*মানব উন্নয়নে সুশাসন পরিমাপক*); নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি (*সুশাসন পরিমাপণের অধিকার-ভিত্তিক ও লিঙ্গ-ভিত্তিক পরিমাপক*); জনকল্যাণকামী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান (*জনগণের সুস্থ আয়ু-বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সুশাসন পরিমাপক*); সুসংগঠিত সামাজিক ইন্সুরেন্স সিস্টেম– সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, জনস্বাস্থ্য বিমা, শস্য বিমা ইত্যাদি (*জনকল্যাণ ও বৈষম্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট সুশাসন পরিমাপক*); উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ (*জন-সমৃদ্ধির নিরিখে সুশাসন পরিমাপনের অন্যতম নির্দেশক*); রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখীনতা (*সুশাসন পরিমাপনের সম্ভবত সবচে' কার্যকর পদ্ধতি*); এবং তথ্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোত্তম সম্প্রসারিত ব্যবহার (*সুশাসন পরিমাপনের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি*)।

যা বললাম এগুলো নেহায়েত "ভাল কাজের" বা "উপযোগী কাজের" তালিকা মাত্র নয়। এ সবই সেসব ক্ষেত্র যেগুলোকে বলা যেতে পারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বৃহৎবর্গের

সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের খাত-ক্ষেত্র। আর আমাদের দেশের বাস্তবতা হলো এসব খাত-ক্ষেত্রে সুশাসন প্রক্রিয়া পিছিয়ে আছে। শাসন প্রক্রিয়া যখন rent seeker-দের স্বার্থ বাস্তবায়নে ব্যস্ত তখন তাইই হবার কথা। কিন্তু এগুনো দরকার। আর এগুচ্ছে কি'না তা বুঝা সম্ভব এসবের বাস্তব প্রক্রিয়া দিয়েই। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার এসব চ্যালেঞ্জ আমার মতে মধ্যবর্তী পর্যায়ের বিষয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আগে যা প্রয়োজন তা হলো "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন" (home grown development philosophy) বিনির্মাণ। ধার করা কোনো দর্শন নয়; আবার ধ্রুপদী বা চিরায়ত দর্শন বিবর্জিত বিষয়ও নয়।

বিষয়টি রাজনৈতিক। বিষয়টি নেতৃত্বের– সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের যারা জনগণের অপার শক্তিতে আস্থা-বিশ্বাস রাখবেন; যারা যুক্তি ও বাস্তবতার বাইরে চিন্তা করবেন না; যারা সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করতে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন। বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই ঐতিহাসিক, যেখানে 3C Paradigm গুরুত্বপূর্ণ: Concern, Commitment, and Competence। এক্ষেত্রে সম্ভবত উল্লেখ করা সঙ্গতিপূর্ণ হবে যে ১৯৫০-এর দশকের দরিদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর কিভাবে আজকের আধুনিক সিঙ্গাপুরে রূপান্তরিত হলো? এ প্রসঙ্গে আধুনিক সিঙ্গাপুরের বিনির্মাতা লি কুয়ান ইউ প্রণিধানযোগ্য যা বলেছেন তা হলো– *"আমাদের সাফল্যের পিছনে যদি একক কোনো ফর্মুলা কাজ করে থাকে তবে সেটি হলো: আমরা সবসময় গভীরে গিয়ে স্টাডি করার ও উপলব্ধির চেষ্টা করেছি অভিপ্রেত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন কিভাবে করতে হয়, কিংবা আরো ভালো করে বাস্তবায়ন করা যায়। আমি কখনও কোনো তত্ত্বের দাস হইনি। আমাকে পথ দেখিয়েছে যুক্তি (reasoning) ও বাস্তবতা (reality)।.... একটা অন্যায্য (unfair) ও অন্যায় (unjust) সমাজকে পরিবর্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের মনের গভীরে প্রোথিত।.... আমি বিশেষজ্ঞ ও আধা-বিশেষজ্ঞদের বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একাডেমিকদের সমালোচনা ও উপদেশ এড়িয়ে চলতে শিখেছিলাম। সমাজকে কিভাবে এগুতে হবে বিশেষত দারিদ্র্য কিভাবে কমবে আর সমৃদ্ধি বাড়বে– এ নিয়ে তাদের সবারই মাথায় থাকে এক সুনির্দিষ্ট আগাম-তত্ত্ব। আমি সব সময় চেষ্টা করেছি– সঠিক কাজটি করতে, রাজনৈতিকভাবে সঠিক কাজটি নয় (tried to be correct, not politically correct)"*[৩৪]। সিঙ্গাপুরের সাফল্যের এসব ফর্মুলার কথা বলে লি কুয়ান ইউ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন– সভ্যতার ইতিহাস দেখায় যে অতীতে দ্বীপ-রাষ্ট্র টেকেনি ধ্বংস হয়ে গেছে; টিকবে কি সিঙ্গাপুর? তার নিজের উত্তর– সম্ভবত টিকবে। আর তার কারণ হিসেবে তিনি বলছেন *"পৃথিবীর নতুন বিভাজনটা হবে তাদের মধ্যে– যাদের জ্ঞান (knowledge অর্থে) আছে আর যাদের জ্ঞান নেই তা দিয়ে। আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষণ-অভিজ্ঞান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে এবং জ্ঞান-ভিত্তিক পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশে*

[৩৪] ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধকারের। দেখুন: Lee Kuan Yew, 2000. From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000, pp. 758-759.

রূপান্তরিত হতে হবে।.... এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থ না হবার সম্ভাবনাটাই বেশি যদি আমরা ঐসব মৌলনীতি মেনে চলি যা আমাদের প্রগতিতে সহায়ক হয়েছে: প্রগতির ফলাফল ভাগাভাগির মাধ্যমে সামাজিক মেলবন্ধন- ঐক্য- সংহতি নিশ্চিত করা, সবার জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করা, এবং মেধা-স্বীকৃতির লালনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ যোগ্য পুরুষ ও নারীকে যোগ্য স্থানে স্থাপন করা বিশেষত সরকারের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে" (উৎস: প্রাগক্ত, পৃ: ৭৬৩)। সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা ১০০ ভাগ অনুসরণ করতে হবে– আমি এ কথা বলছি না। তবে সিঙ্গাপুরের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্যণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো এরকম: ধার করা তত্ত্ব দিয়ে উন্নয়ন হবে না– উন্নয়ন তত্ত্ব হতে হবে দেশজ, হতে হবে তা নিজ দেশের ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ; উন্নয়নে অন্যায় ও অন্যায্য সমাজের ধনাত্মক রূপান্তর হতে হবে; উন্নয়নে দারিদ্র্য দূর ও বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টি হতে হবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত; উন্নয়নে সামাজিক ও জাতিগত মেলবন্ধন-ঐক্য-সংহতি নিশ্চিত করতে হবে; উন্নয়ন-উদ্দিষ্ট প্রকৃত জন-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে; আর এসব পরিচালনে চালকের আসনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদে থাকতে হবে সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান-সমৃদ্ধ সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব (যা সুশাসন নিশ্চিতের অন্যতম প্রধান শর্ত)।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই আপাত দৃষ্টিতে আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক জটিল (complex অর্থে) এবং শেষ বিচারে ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতির বিষয় নয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়। বিষয়টি স্পষ্টকরণে দুটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

<u>প্রথম উদাহরণ:</u> আমরা প্রায়শই সঠিকভাবেই বলে থাকি যে উন্নয়ন হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত-বহিঃস্থদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় (অর্থাৎ inclusion of the excluded)। ধরুন উন্নয়নের এ রূপ বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে খাস-জমি বিতরণ করা হবে (এ কর্মসূচি কিন্তু সরকারের উন্নয়ন নীতি কৌশলে আছে)। ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে ঐ খাস জমি বিতরণও করা হলো (ঘুষ-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিসহ)। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে দেখা গেলো যে খাস জমির মালিক ঐ ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের ৬০ শতাংশই অতীতের তুলনায় আরো নিঃস্ব হয়ে গেলো। কারণ তিনি হয় জমির দখল পেলেন না অথবা ফসল কাটার সময় স্থানীয় মাতব্বর গোষ্ঠীর বাধার সম্মুখিন হলেন এবং শেষ পর্যন্ত থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাচারি করে ঐ জমির বাইরে তার নিজ মালিকানায় যে দু'টি গরু ছিলো অথবা অন্য কিছু সম্পদ ছিলো তাও বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। এটাকে বলা হয় 'বিরূপ অন্তর্ভুক্তি' বা adverse inclusion, আর এ বিরূপ অন্তর্ভুক্তির জন্য যারা দায়ী তাদের ১০০ ভাগই

rent seeker-দের বিভিন্ন গোষ্ঠী[৩৫]। এ বিরূপ অন্তর্ভুক্তি ঘটতো না যদি অবস্থাটা এমন হতো যে ঐ কৃষকের জমি ধরে রাখার জন্য অনুকূল প্রশাসনিক-আইনি-বিচারিক-রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান থাকতো, যদি ঐ কৃষকটি অন্তত ৫ বছর ধরে ভর্তুকি মূল্যে কৃষিজ উপকরণ (সার, সেচ, বীজ, কিটনাশক ইত্যাদি) পেতেন, আর সেই সাথে পেতেন স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ ইত্যাদি। কিন্ত এসবের অনুপস্থিতিতে কৃষককে জমি দেবার পরেও তিনি নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য। সুশাসনের এ চ্যালেঞ্জ সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয় নয়, বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনীতির। আরো জটিল প্রশ্ন হলো কাঠামোগত বিষয়, তা হলো– মুক্তবাজার অর্থনীতি যা কখনও দরিদ্র-বান্ধব নয় এবং দুর্বৃত্তায়িত rent seeker-দের অধীনস্থ সরকার ও রাজনীতি– এ ধরনের কাঠামোতে কি আমরা ভাবতে পারি যে ঐ বিরূপ অন্তর্ভুক্তি ঘটবে না। এখানেই আমার মতে দেশের মাটি উত্থিত বা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন (Home grown development philosophy) বিনির্মাণ ভাবনার অন্যতম যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা।

<u>দ্বিতীয় উদাহরণ:</u> এ উদাহরণটি তুলণামূলক সহজবোধ্য এবং অধিকাংশ মানুষের নিত্যদিনের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট। ধরুন একজন দরিদ্র মেহনতি মানুষ অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আয় বাড়লো ১০ শতাংশ আর জীবন ধারণের উপকরণের মূল্য বাড়লো ১৫ শতাংশ। নিঃসন্দেহে ঐ মানুষটির জীবন-জীবিকায় টানাপোড়েন বেড়ে যাবে। ধরে নিচ্ছি রাষ্ট্র চাইবে ঐ মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি পাক। এক্ষেত্রে করণীয় কি হতে পারে? হয় আয় ঠিক রেখে দ্রব্যমূল্য (জীবনধারনের অন্যান্য সকল উপকরণের মূল্যসহ) কমাতে হবে অথবা আয় বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের চেয়ে তুলনামূলক বাড়াতে হবে অথবা কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়ানোসহ অন্য কোনো ভারসাম্যকরণ নীতি-কৌশল অবলম্বন করতে হবে যার ফলে মানুষের জীবন-মান প্রকৃত অর্থেই উন্নততর হয়। Rent seekers অধ্যুষিত মুক্তবাজার অর্থনীতি কি এসব করার সক্ষমতা রাখে অথবা মুক্তবাজার অর্থনৈতিক দর্শন কি এসবের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ? আদৌ নয়। অতএব মানুষের আয় ও জীবন ধারণ উপকরণের মূল্য সংশ্লিষ্ট এ বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বলে মনে হলেও আসলে তা গভীরভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। এক্ষেত্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কাজটি আসলেই দেশের মাটি উত্থিত-স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়। যে দর্শনের আওতায় rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থ ভাঙ্গতেই হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার আর একটি দিক হলো individual human factor এবং ঐ human being এর অর্থনৈতিক জীবন। প্রসঙ্গটি যে মানুষ তা বাস্তবায়ন করবেন

---

[৩৫] এ বিষয়ে বিস্তরিত দেখুন: Abul Barkat et al., 2001. Political Economy of Khas Land in Bangladesh, pp. 131-151.

তার মনজাগতিক দারিদ্র্য অথবা মননের দারিদ্র্য (mindset poverty) দূরীকরণ সংশ্লিষ্ট। নীতিনির্ধারণী পর্যায় হোক, নির্বাহী বিভাগ হোক, হোক বিচার বিভাগ, অথবা হোক তা বাস্তবায়ন পর্যায়ের ব্যক্তি– মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে আমরা কি পারবো ব্যক্তি পর্যায়ে শুধুমাত্র নৈতিক প্রণোদনা (moral incentive) দিয়ে সংশ্লিষ্ট কাঙ্ক্ষিত কাজটি সুসম্পন্ন করতে? নিঃসন্দেহে তা গুরুত্বপূর্ণ তবে বস্তুগত-আর্থিক প্রণোদনা (material incentive) সম্ভবত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইতোমধ্যে যা উল্লেখ করেছি তার সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে বস্তুগত-আর্থিক প্রণোদনার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। কারণ শিক্ষককে অভুক্ত অথবা আধাভুক্ত রেখে মান সম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে পারে না; আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত কর্মীদের স্বল্প বেতন-ভাতা দিয়ে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; বিচারককে পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখে সু-বিচার আশা করা ঠিক হবে না; প্রকৃত ব্যবসায়িকে নিরন্তর ঘুষ-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করানো হলে সে ব্যবসার নামে অন্য অনেক কিছু করবে; কৃষককে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য না দিলে অথবা কৃষি-মজুরকে স্বল্প মজুরি দিয়ে অভুক্ত রাখলে সে ফলপ্রদ শ্রম দিতে অপারগ হবে; শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি না দিলে সে ক্ষেপে গিয়ে যা করবে তা অন্যায় বলে বিবেচনা করলে ভুল হবে। অর্থাৎ প্রয়োজন এক ধরনের বস্তুগত ও নৈতিক প্রণোদনার ভারসাম্য যা সুশাসন নিশ্চিত করবে এবং যা সুশাসন-উদ্ভূতও বটে। আর এসবই সম্ভব– এসব অসম্ভব কোনো প্রস্তাবনা নয়। আর এসব বাস্তবায়িত হলে সুশাসনের মাধ্যমে অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র কাম্য-কাঙ্ক্ষিত রূপে বিকশিত হবে। এ বাস্তবায়ন আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে– তা মনে করলে ভুল হবে। বিষয়টি নেহায়েত অর্থনীতির বিষয় নয়, বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক। আর রাজনৈতিক-অর্থনীতির নিরিখে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সম্ভবত প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দেশের মাটি থেকে উত্থিত-স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন (home grown development philosophy) বিনির্মাণ ও তা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থাকে rent seeker-দের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের– গণকল্যাণকামী রাজনীতির; সংবিধান ও ন্যায় বিধান সমুন্নত রাখার রাজনীতির।

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে? বৈশ্বিক rent seekers, বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট: আমাদের উন্নয়নে নতুন ভাবনার সুযোগ

বিশ্বায়ন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট আর বৈশ্বিক rent seeking এসবের সাথে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো কার্যকরণ সম্পর্কে আছে কি'না? প্রশ্নটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত যৌক্তিক। প্রথমেই বলা উচিত হবে গ্লোবালাইজেশন বা

বিশ্বায়ন-এর উপযোগিতা নিয়ে বিপরীতমুখী স্পষ্ট দু'টো ধারা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পক্ষ "globaphiles"-দের অবস্থান বিশ্বায়নের পক্ষে, আর দ্বিতীয় পক্ষ "globaphobes" (globalization এর কথা শুনলে যাদের গায়ে জ্বর ওঠে)–দের অবস্থান বিপক্ষে। মাঝামাঝি আর এক গ্রুপ আছে যারা বলার চেষ্টা করেন যে বিশ্বায়ন যেহেতু বাস্তবতা সেহেতু বিশ্বায়ন কিভাবে সবার জন্য বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপকারি হতে পারে তা ভাবা দরকার। অনেকের মধ্যে এ গ্রুপে দৃঢ় অবস্থান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের। তিনি যা বলছেন তা এরকম: বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না; বিশ্বায়ন ট্রাডিশনাল মূল্যবোধের সাথে বিরোধাত্মক; বিশ্বায়ন গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঋণাত্মক ভূমিকা রাখছে; বিশ্বায়ন গণতন্ত্রকে পাল্টে দিয়ে জাতীয় এলিটদের পুরাতন স্বৈরাচারকে আন্তর্জাতিক অর্থগোষ্ঠীর নতুন স্বৈরাচার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করছে: বিশ্বায়ন-এর ফলে কোটি কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে এবং তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়েছে; বিশ্বায়ন যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে করে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভণ্ডামির প্রতীক (symbol) হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে; বিশ্বায়নের বিধি-বিধান যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে উন্নত বিশ্বের শিল্প পণ্য উন্নয়নশীল দেশে অবাধে ঢুকবে অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বে উৎপাদিত পণ্য (বস্ত্র-সূতা-কৃষিজাত) অবাধে উন্নত বিশ্বে ঢুকতে পারবে না; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ব আইন (intellectual property right) আসলে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud); সুতরাং বিশ্বায়ন বাস্তবায়নে যে ধরনের ব্যবস্থাপনা চলছে (managing globalization অর্থে) তা পরিবর্তিত না হলে উন্নয়ন তো হবেই না বরঞ্চ দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতা বাড়তে থাকবে; প্রয়োজন সেইসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার যারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শাসকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে সংস্কারে বিশ্বায়নের মানবকল্যাণকামী সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে (বলা হচ্ছে "institute a more humane process of globalization" এর কথা)।[৩৬] আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন "বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক বিভাজন সম্প্রসারিত করবে। [৩৭]

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিশ্বায়ন নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে। "দরিদ্রদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইচ্ছুক"(!)– এমন অনেক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই এখন এসব নিয়ে মূলত দাতাদের পয়সায়

---

[৩৬] বিস্তারিত দেখুন: Stiglitz, Joseph. E, 2002. Globalization and Its Discontents, pp. 244-252.

[৩৭] Noam Chomsky, 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, p. 230.

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে বেশ বিদেশ যাচ্ছেন। দেশের দরিদ্র মানুষদের স্বার্থ উদ্ধারে দেশের ভিতরে কাজের চেয়ে বিদেশমুখিতা ইদানীং বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব করে কী লাভ/কার লাভ– বিষয়টি বেশ দুর্বোধ্য; তবে আগেই বলেছি "বাজার-দরিদ্র বান্ধব নয়" আর তাও যদি rent seeker-পরজীবীদের আদেশ-নির্দেশে তা চলতে বাধ্য হয়। অবাধ বাজারভিত্তিক বিশ্বায়নের যুগে (যেখানে অসম প্রতিযোগিতা মুখ্য বিষয়, non-level playing field) প্রায়শই শুনি যে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষকে 'অবাধে' অন্যদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির সুযোগ দিলে এ দেশের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তির কথা বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন দেখি প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের তরতাজা একজন যুবক জমি-জমা-সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২ বছরের চুক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে রাত-দিন পরিশ্রম করে ২ বছরে মোট ১০ লক্ষ টাকা (এটা আনুমানিক গড়; অনেকের ক্ষেত্রেই ৫-৭ লক্ষ টাকা) আয় করেন তখন দারিদ্র্য দূর হল কোথায়? একটি সহজ হিসেব দিই। যা থেকে অন্তত অনুমান করা সম্ভব হবে যে সম্পূর্ণ বিষয়টি আদৌ তত সরল-সোজাসাপ্টা নয়। আমাদের ঐ যুবকটির বিনিয়োগ ধরলাম ৩ লক্ষ টাকা ২ বছরের জন্য এবং বিনিয়োগের প্রধান উৎস গ্রামে তার পরিবারের যতটুকু জমি ছিলো সেটা বিক্রি করা (নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্য-মধ্যবিত্তের আর কিছু থাকার কথা নয়)। যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে আধা-দক্ষ অথবা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করে দিনরাত পরিশ্রম করে ২ বছরে মোট আয় করলেন ১০ লাখ টাকা অর্থাৎ ২ বছরে নীট প্রাপ্তি (১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে ৩ লক্ষ টাকা) ৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা। ধরলাম থাকা-খাওয়া-পোশাক পরিচ্ছদ-পরিবহন-বিনোদন বাবদ তার মাসে গড় ব্যয় ১৪ হাজার টাকা। তাহলে তার মাসিক নীট সঞ্চয় হতে পারে বড়জোর (৩০,০০০ টাকা বিনিয়োগে বিয়োগ ১৪,০০০ টাকা নীট সঞ্চয়) ১৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ ২ বছরে নীট সঞ্চয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। সহজ এই পাটিগণিত থেকে কেউ বলতে পারেন যে ২ বছরে ঐ যুবকের নীট লাভ ১ লক্ষ টাকা (৪ লক্ষ টাকা নীট সঞ্চয় বিয়োগ বিনিয়োগ ৩ লক্ষ টাকা)। আসলে এটা বোকার পাটিগণিত। প্রকৃত অর্থে ঐ যুবকের তথাকথিত 'অবাধ' শ্রমের চলাচলের ফল সম্পূর্ণ উল্টো এবং মারাত্মক ভয়াবহ। কারণ মাঝখান দিয়ে যা যা ঘটে গেলো তা এরকম:

প্রথমত: ২ বছর আগে ঐ যুবকটি তার পরিবারের যে শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করতে বাধ্য হল ২ বছর পরে তার বাজার মূল্য নিশ্চয়ই ১.৫-২ গুণ বেড়েছে অর্থাৎ ৩ লক্ষ টাকা বিক্রিত জমির ২ বছর পরের বাজার মূল্য হবে ৪.৫ লক্ষ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকা। ২ বছরে তার নীট সঞ্চয় এর থেকে কম (অথবা ধরুন সমান)।

দ্বিতীয়ত: বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার পক্ষে ঐ জমির পুনঃক্রয় অথবা সমপরিমাণ জমি ক্রয় সম্ভব নয় (এর কারণ পরের পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে)।

তৃতীয়ত: তার মাসিক নীট সঞ্চয় ১৬ হাজার টাকার সম্ভবত প্রায় পুরোটাই তাকে দেশে পাঠাতে হয়েছে (যাকে বড়াই করে আমরা রেমিটেন্স আয় বলি) মূলত পারিবারিক পরিভোগ ব্যয় মিটানোর জন্য যা নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না (হতে পারে পরিবারের খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয় করার কারণে মানব পুঁজি গঠনে সহায়ক)। অনেক ক্ষেত্রেই এ অঙ্কের একাংশ ধার-দেনা পরিশোধে ব্যয় করতে হয় (যদি বিদেশ যাবার আগে দেনা থাকে)।

চতুর্থত: পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কষ্ট-মূল্য কত? এ কষ্ট মূল্যের অর্থমূল্য নির্ধারণ করলে অবস্থা আরো অমানবিক ও ভয়াবহ হতে বাধ্য। এসবে সামাজিক ক্ষতির মান-পরিমাণ কত?

পঞ্চমত: আমাদের দেশের অর্থনীতি ঐ যুবকটির শ্রম-সেবা থেকে বঞ্চিত হলো। সেটারই বা অর্থ ও সামাজিক মূল্য কত? (অনেকেই হা হুতাশ করে বলবেন? বেচারা বেকার বিদেশে গিয়ে ভালই করেছে)।

ষষ্ঠত: বিদেশ যাবার আগে দেশগ্রামে যার কাছে জমি বিক্রি করলো ক্রেতাটি নিঃসন্দেহে একজন rent seeker। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনী সম্পদ অর্থাৎ কৃষি জমি অধিকহারে পুঞ্জীভূত হলো গ্রামীণ rent seeker-এর হাতে, যিনি অধিকতর জমি মালিকানার rent seeker হবার কারণে ক্ষমতা কাঠামোতে (অর্থাৎ রাজনীতি ও সরকারে) আগের চেয়ে বেশি দাপটবান হলেন। যেটা গ্রামীণ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধিতে যোগ হলো।

সপ্তমত: মধ্যপ্রাচ্যের মালিকটি স্বল্প মজুরির শ্রমে যা বানানোর বানিয়ে ফেললেন এবং এ প্রক্রিয়ায় মালিক যেহেতু সম্পদ সৃষ্টিতে নিজে শ্রম দেননি সেহেতু তিনিও শুধু rent seeker নন সেই সাথে উত্তরোত্তর আরো বড় মাপের rent seeker-এ পরিণত হলেন। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে ও মধ্যপ্রাচ্যে rent seeker-রাই শক্তিশালী হলো আর একই সাথে আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়তে থাকলো।

আসলে এসব করে যা হলো তাকে এভাবে বলা চলে "আমাদের ঐ যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে ৩ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ বিনিয়োগ করলো যার রিটার্ন আসলে নেগেটিভ" অর্থাৎ "মধ্যপ্রাচ্যে আমরা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করলাম যার নেট রিটার্ন পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য"। এ তো সম্পদ হাত ছাড়া হবার এক নূতন পদ্ধতি মাত্র (net drain of resources)। এটা 'zero sum game' তো নয়ই বরঞ্চ

'negative sum game' (বিষয়টি আগে ব্যাখ্যা করেছি)। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের পদ্ধতি হিসেবে বিদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের নূতনভাবে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে, উচ্চ মজুরি নিয়ে, কর্ম পরিবেশ নিয়ে, দরকষাকষির অধিকার নিয়ে, দেশে ফেরত আসার পরে কর্মসংস্থান নিয়ে, আর ভাবতে হবে এ প্রক্রিয়া যেন rent seeking কে উদ্বুদ্ধ না করতে পারে তার পথ-পদ্ধতি নিয়ে। সরকারকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে কারণ এ খাত থেকে সরকার বছরে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা পাচ্ছেন (যা একক খাত থেকে সরকারের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন)। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে আমরা কি এ বিবেচনা মাথায় রাখতে পারি যে এখন থেকে ২০ বছর পরে ইউরোপে ২ কোটি বিদেশি দক্ষ শ্রমশক্তি দরকার হবে; স্বদেশের উন্নয়নের জন্য মানবশক্তি পরিকল্পনা জরুরি; প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি পরিকল্পিতভাবে বিদেশে পাঠালে অনেক গুণ বেশি লাভ হতে পারে; আর দাতাদের অর্থে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রিক সভা-সমিতিতে অযথা বিদেশ না গেলে কি ক্ষতি, কার ক্ষতি(?)।

বিশ্বায়নের অর্থ যদি উদারিকরণের নামে পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ হয় সেক্ষেত্রে সবার চিন্তা উদ্রেকের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন নিয়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। ধনী বিশ্বের বিশ্বায়ন গুরুরা এ প্রশ্নটি ভয় করেন। বিশ্বায়নের আওতায় এখন পর্যন্ত মোটামুটি বিশ্বায়িত হবার প্রক্রিয়ায় আছে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (trade globalization)। যেখানে মূল কথা 'movement of goods is a substitute for the movement of people'[৩৮]। পুঁজির অবাধ চলাচল আর সেই সাথে স্বল্প ট্যারিফের ফলে শিল্প-কারখানাসহ ফার্ম তার শ্রমিককে বলতেই পারে যে যদি আমার শর্তে অর্থাৎ আমার নির্ধারিত স্বল্প মজুরিতে এবং কর্ম পরিবেশ যা আছে তা মেনে নিয়ে কাজ না করতে চাও তাহলে আমি আমার কারখানা সরিয়ে ফেলবো, প্রয়োজনে অন্য দেশে নিয়ে যাবো– অর্থাৎ উন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরিসহ কর্ম পরিবেশ নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ নেই, আর সে কারণেই ধনী দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আসলেই নেই বললেই চলে। এখন আসা যাক ঐ প্রশ্নে যা ধনীদেশের বিশ্বায়নপন্থীরা ভয় পান। প্রশ্নটি সহজ: ধরুন আগামীকাল থেকে বিশ্বে যদি পুঁজির অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে শ্রমের অবাধ চলাচল পদ্ধতি চালু হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির চেহারাটা কি হবে? কেমন রূপ নেবে? সেক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ আরো আরো শ্রমিক পাবার প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হবে। আর তাইই যদি হয় তা হলে যে শ্রমিকদের আমদানি করা হবে তাদের আকর্ষিত করার স্বার্থে পুঁজিপতিকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে: তোমাদের মজুরি ভাল দেয়া হবে, তোমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভাল স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে, তোমাদের মজুরি থেকে খুবই স্বল্পমাত্রায় আয়কর কাটা হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি নেয়াই হয় সেক্ষেত্রে পুঁজির উপর উচ্চ

[৩৮] Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, pp. 6-7.

হারে কর বসাতে হবে। জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন বর্তমান বিশ্বটা এরকম নয়, এবং অংশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের rent seeker ১ শতাংশ পরজীবীরা এমনটা চাইতে পারে না (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭)।

বিশ্বায়ন যেখানে বাস্তবতা সেখানে বৈশ্বিক-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞান ও সে অনুযায়ী নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি প্রবাহ আমরা যা দেখছি তাতে মনে হয় অন্যদের comparative-disadvantage (তুলনামূলক অসুবিধে)-গুলো বুঝা দরকার এবং সেসবে আমাদের comparative advantage (তুলনামূলক সুবিধে) থাকলে তা বিকশিত হবার সুযোগ করে দেয়া দরকার। আর এ কর্মকাণ্ডটি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট; সচেতন পরিকল্পনা-নীতি প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট। এবং এ কাজটি কোনো অর্থেই rent seeker রাজনীতি ও সরকারের দ্বারা সম্ভব নয়।

বেশ জোর দিয়েই এখন বলা যায় যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলছে টালমাটাল অবস্থা; 'বাণিজ্য চক্রে' (business cycle) মন্দাবস্থা প্রলম্বিত হচ্ছে; ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ সহজ নয়। বিশ্ব অর্থনীতি ২০০৮-০৯ এর বৈশ্বিক মন্দার পর থেকে মন্দা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই– অনেকের মতে– আরো বড় মাপের, গভীর এবং সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদের মন্দার দিকে যাচ্ছে। অভিন্ন মুদ্রা ব্যবহারকারী ১৭টি দেশ নিয়ে যে ইউরোজোন তা আবারও মন্দার দিকে ধাবমান। ইউরোপের সার্বভৌম ঋণ সংকট (sovereign debt crisis) বিশ্ব অর্থনীতির স্থীতিশীলতার বড় বাধা। গ্রীস থেকে সংকট শুরু হয়ে অর্থাৎ "প্রান্তস্থ সার্বভৌম" (peripheral sovereign) থেকে এখন তা কেন্দ্রের দিকে (অর্থাৎ core countries) যেমন জার্মানি ও ফ্রান্সের দিকে ধাবমান। বৈশ্বিক অর্থনীতির আর্থিক সংকট, মন্থর গতি, আর ইউরোপের ঋণ সংকট– সব মিলিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যের গতি মন্থর হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ২০০৮-০৯ এর মন্দা থেকে এখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। পারছে না। কবে নাগাদ পারবে তাও অজানা। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ব্যয় কমছে, প্রবৃদ্ধি কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে চাহিদার সংকোচন। এসব অর্থনীতি যেহেতু আমাদের প্রধান রপ্তানি বাজার সেহেতু সংগত কারণেই আমাদের রপ্তানিকারকেরা উদ্বিগ্ন অর্থাৎ ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারের বৈচিত্র এবং একই সাথে নতুন গন্তব্য নিয়ে ভাবতে হবে। অতএব যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপে চাহিদা সংকোচনের অভিঘাত নিয়ে ভাবতে হবে, আবার একই সাথে আমাদের দেশের ১৫ কোটি মানুষের অভ্যন্তরীণ বাজার (domestic market) কি ভাবে আরো বিকশিত করা যায়– সেটা আরো বেশি ভাবতে হবে। কারণ আমরা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করার কথা ভাবছি।

অন্যদিকে অগ্রসর উদীয়মান অর্থনীতি অর্থাৎ BRICS– ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা– যারা কয়েক বছর সজোরে ছুটছিলো তাদের ছুটার গতি কমে যাচ্ছে। সবারই প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে। অর্থাৎ আপাতত BRICS এর বাজার ধরা কঠিন। পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে বিভিন্ন কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের দামে অস্থিরতা (volatility) দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে খাদ্য পণ্যের দাম বাড়া নিয়ে নতুন উদ্বেগ। যুক্তরাষ্ট্রের খরা খাদ্য মূল্যস্ফিতি বাড়াবে। অনেকের মতে বিশ্ব ২০০৭-০৮ এর মত একটা খাদ্য সংকটের দিকে এগুচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে। 'মধ্যপ্রাচ্যের বসন্ত' এখন অনেকের জন্যই মরা কার্তিক। লিবিয়া ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ – জনশক্তি রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইরানের নিউক্লিয়ার সংকট উদ্ভূত অর্থনৈতিক অবরোধ-এর প্রভাবও নেতিবাচক। সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় মাপের অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা, টানাপোড়েন অবস্থা প্রক্ষেপণ করা যায়। যা আপাতত আশা সঞ্চারকারী কোন বার্তা দেয় না।

এইই যখন বৈশ্বিক অর্থনীতির দৃশ্যপট তখন আমাদের যা করতে হবে তা হলো বুঝতে হবে চিরাচরিত-প্রচলিত (traditional) চিন্তা দিয়ে হবে না; ঐ পথে হেঁটে লাভ হবে না। আর ধনী বিশ্বের অনুকরণ করে লাভ হবে না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তো (যা পরের অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে) rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ সেদেশে দারিদ্র-বৈষম্য-অসমতা বাড়িয়েছে। সুতরাং সবকিছু বিবেচনায় আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিয়ে আমাদেরকে *নতুন ভাবনা* ভাবতে হবে। *নতুন ভাবনার* ক্ষেত্র হতে পারে নিম্নরূপ (অন্যান্য অনেক রূপের মধ্যে):[৩৯]

১. আমাদের ভাবতে হবে সম্পদের নতুন ব্যবস্থাপনা নিয়ে; সম্পদ সৃষ্টি, পুনঃসৃষ্টি ও ব্যবহারের নতুন ভাবনা ভাবতে হবে। সম্পদ বলতে আমি বুঝাচ্ছি মানব সম্পদ (১৫ কোটি মানুষ যা অদূর ভবিষ্যতে ২০ কোটিতে দাঁড়াবে– এ 'সংখ্যাকে' সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে), প্রাকৃতিক সম্পদ (অর্থাৎ মাটির উপরের ও তলার সম্পদ, পানির মধ্যে এবং পানির নীচের সম্পদ, আকাশ-বাতাস-মহাকাশ সম্পদ), ভৌত সম্পদ (অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভাট, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের অবকাঠামো)।

২. মানুষ যেহেতু খাদ্য খাবার খাবেই, যেহেতু খাদ্য চাহিদা বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে/বাড়বে, এবং যেহেতু কৃষিতে আমাদের নিরঙ্কুশ তুলনামূলক সুবিধে (absolute comparative advantage) আছে, সেহেতু নতুন ভাবনা দরকার কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বিকাশ

[৩৯] দেখুন: আবুল বারকাত। ২০১২। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১২-তে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, ঢাকা: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

নিয়ে– যাতে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমরা যেনো খাদ্য নিয়ে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করতে পারি। এক্ষেত্রে নতুন ভাবনা ভাবতে হবে আমাদের জমি-জলা-জঙ্গল-জনমানুষ নিয়ে আর সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে। জমি-জলা-জঙ্গল ভাবনাটি হবে মৌলিক কৃষি-ভূমি সংস্কারের ভাবনা যা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা অনেক হ্রাস পাবে।

৩. নতুন করে ভাবতে হবে অন্যদের তুলনামূলক অসুবিধেগুলো বিবেচনায় এনে আমাদের তুলনামূলক সুবিধেগুলো কিভাবে টেকসইভাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় নেয়া যায় সে সম্পর্কে।

৪. ভাবতে হবে শ্রমশক্তির-দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি নিয়ে!

৫. ভাবতে হবে প্রাকৃতিক তন্তু– পাট অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে!

বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকটকালীন গতিপ্রবাহসহ বিশ্বায়নের যে চিত্র উত্থাপন করলাম সেসবের ভিত্তিতে এ কথা বলা সম্ভব যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসের এবং সত্যিকার মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার সম্ভাবনা আমাদের অঢেল। প্রয়োজন দেশজ উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন, ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং এসবের নির্মোহ বাস্তবায়ন। বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক।

মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়, কিভাবে হয়, হলে কি হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা

মানুষে মানুষে অসমতা-অসাম্য (inequality অর্থে) কেন হয়, কিভাবে হয়, আর তার পরিণাম কি হয়। এতক্ষণ সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে আমি আমাদের দেশের কথা বললাম– যে দেশটিকে উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, দরিদ্র ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু একই প্রশ্ন যদি পৃথিবীর সবচে' ধনী, সবচে' ক্ষমতাধর বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে করা হয় সেক্ষেত্রে কারণ-পরিণামসহ সমগ্র চিত্রটি কেমন হবে? বিষয়টি জানা জরুরি। অনেক কারণেই। তবে এক্ষেত্রে আমার মতে প্রধান কারণ হলো এই যে এমন প্রয়াস নেয়া উচিত হবে না যা তথাকথিত উন্নয়নের নামে বৈষম্য-অসমতা সংশ্লিষ্ট একই ফল প্রসব করবে– ফলের সাইজ যাই হোক না কেন। এ কোনো কাম্য অবস্থা হতে পারে না। আর এ বিষয়ে আমি অন্যান্যদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি মাত্রায় ব্যবহার করবো সদ্য প্রকাশিত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ

জোসেফ স্টিগলিজের গবেষণা গ্রন্থে[৪০] প্রদেয় বক্তব্য-বিশ্লেষণ। জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন "সারা পৃথিবীতেই এখন প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় হলো ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity)" (পৃ. ix)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিউ জরিপে ৮৭ শতাংশ মানুষ বলেছেন "আমাদের সমাজকে সেটাই করতে হবে যার ফলে প্রতিটি মানুষ যেন তার বিকাশের-উন্নতির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান" (পৃ. xi)। এরপর আরো সিরিয়াস কথা যা তিনি বললেন তা হলো "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ধনী মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ সমগ্র দেশের মোট পুঞ্জীভূত বিত্তের (wealth অর্থে) ৬৭ শতাংশের মালিক (পৃ. xi)। আর জেফরি স্যাকস বলছেন "আজকের আমেরিকার সর্বোচ্চ ধনী, যারা জনসংখ্যার ১ শতাংশ তাদের মোট নেট ওয়ার্থ-এর পরিমাণ জনসংখ্যার নীচুতলায় অবস্থিত ৯০ শতাংশের মোট নেট ওয়ার্থের চেয়ে বেশি; এবং সর্বোচ্চ আয়কারী ১ শতাংশের ট্যাকস-পূর্ব আয় নীচের ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি।[৪১] একই ধরনের বক্তব্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানেরও।[৪২] আর নোয়াম চমস্কি বলছেন "আয়, সম্পত্তি, পুঁজি, শিক্ষা ব্যয়, দারিদ্র্যের মাত্রা– এসব মানদণ্ডেই পশ্চিমা বিশ্বে সর্বোচ্চ সামাজিক বৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে"। [৪৩]

স্টিগলিজ দেখিয়েছেন আমেরিকায় আয় ও বিত্তে (wealth অর্থে)-র মানদণ্ডে অসমতা-বৈষম্য সবচে' বেশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য খাতে উন্নতির ফলে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে ২ বছর, কিন্তু একই সময়ে দরিদ্র মানুষের গড় আয়ু বাড়েনি, আর দরিদ্র নারীদের গড় আয়ু আসলে কমেছে" (পৃ. xiii)।

মার্কিন সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতার প্রতিবাদে "ওয়াল স্ট্রিট দখল করো" (Occupy Wall Street) আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের স্লোগান ছিলো "We are the 99 percent"। এ আন্দোলনের কয়েক বছর আগে ক্রমবর্ধমান এ অসমতা-বৈষম্য উপলব্ধি করে স্টিগলিজ একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম "Of the 1%, for the 1%, by the 1%"। আর ওয়াল স্ট্রিট দখল করো আন্দোলনকে তিনি "সামাজিক সংহতি থেকে শ্রেণি যুদ্ধ" হিসেবে অভিহিত করেন (পৃ. xlvi)। স্টিগলিজ মূল কথা যা বলেছেন তা এরকম (মোটামুটি তার ইংরেজির ভাষান্তর):

---

[৪০] অনুচ্ছেদের বক্তব্য-বিশ্লেষণবেশির ভাগই নেয়া হয়েছে জোসেফ স্টিগলিজের ২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পৃষ্ঠা নম্বর ঐ গ্রন্থের। দেখুন: Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequalty.

[৪১] বিস্তারিত দেখুন: Jeffrey Sachs, 2012. The Price of Civilization: Reawakening Virture and Prosperity after the Economic Fall, pp. 22-23.

[৪২] বিস্তারিত দেখুন: Paul Krugman, 2013. End This Depression Now, pp. 74-82.

[৪৩] Noam Chomsky, 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, p. 159.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বাড়ছে এবং মার্কিন রাজনৈতিক সিস্টেম বিত্তকাঠামোর উপরতলার ১ শতাংশ ধনীদের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছে (পৃ. xxxix); দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিনি ঐ প্রতিবাদ সমর্থন করেছে (পৃ. xliv); এমনকি আন্দোলনকারীদের জনসভায় বাধাদানকারী পুলিশরাও আন্দোলনকারীদেরকেই সমর্থন করেছে (পৃ. xliv)। আর সামাজিক সংহতির শ্রেণি যুদ্ধে রূপান্তরের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্টিগলিজ বলছেন "বহুবছর ধরে আমাদের দেশে সমাজের উঁচুতলার সাথে নীচু তলার এক ধরনের চুক্তি ছিলো, চুক্তিটা এরকম: (উচুতলা বলছে) আমরা তোমাদের কাজ-কর্মসংস্থান দেবো এবং সমৃদ্ধি (prosperity অর্থে) দেবো, আর বিনিময়ে তোমরা (নিচু তলার মানুষেরা) আমাদের সুযোগ করে দেবে যেনো আমরা আমাদের *বোনাসটা* নিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারি। ধনীদের সাথে জনগণের ব্যাপকাংশের এই চুক্তিটি সবসময়ই ছিলো ভঙ্গুর-নড়বড়ে। উঁচুতলার ধনীরা– যারা দেশের মাত্র ১ শতাংশ মানুষ– সবসময়ই যথারীতি তাদের বোনাস নিয়ে হাঁটা দিয়েছে আর বিনিময়ে ৯৯ শতাংশ মানুষকে উপহার দিয়েছে দুশ্চিন্তা আর নিরাপত্তাহীনতা। দেশের প্রবৃদ্ধি থেকে বেশির ভাগ মানুষ উপকৃত হয়নি" (পৃ. xlvi-xlvii)।

জোসেফ স্টিগলিজ-এর ভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসটা এরকম: ধনীরা আরো ধনী হচ্ছেন, ধনীদের মধ্যে যারা সবচে' ধনী তারা আরো বেশি ধনী হচ্ছেন, গরীবরা আরো গরীব হচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে, আর মধ্যবিত্তরা ফাঁপা অবস্থায় কাটাচ্ছেন-সংকুচিত হচ্ছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয় হয় অপরিবর্তিত আছে অথবা কমছে, এবং তাদের সাথে ধনীদের ব্যবধান প্রকৃত অর্থেই বাড়ছে (পৃ. ৯)। এ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে স্টিগলিজ অন্যত্র বলেছেন "আমেরিকানরা সবসময় শ্রেণি বিশ্লেষণ (class analysis অর্থে) এড়িয়ে বলতে চেয়েছে আমরা মধ্যবিত্ত" (পৃ. xlvi); "কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বলতে যদি বুঝি যে নীচের শ্রেণির উপরের শ্রেণিতে উঠবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে সেক্ষেত্রে আজকের আমেরিকা পুরাতন ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি শ্রেণিভিত্তিক সমাজ" (পৃ. xlvi)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিত্ত-বণ্টনে (wealth distribution) অসমতা আয়ের অসমতার চেয়ে বেশি। সর্বোচ্চ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক (পৃ. ২)। ২০০২-২০০৭ সময়কালে ঐ ১ শতাংশ বিত্তশালীদের মালিকানায় ছিলো মোট জাতীয় আয়ের ৬৫ শতাংশ (৬০ বছর আগে যেটা ছিল ১২ শতাংশ, পৃ. ৫), আর একই সময়ে জাতীয় আয়ে নীচেরতলার মানুষের হিস্যা অনেক কমেছে। প্রশ্ন হলো ধনীরা যদি আরো ধনী হতো আর সেইসাথে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি হতো তা হলে ভাল হতো, কিন্তু তা হয়নি– বলছেন স্টিগলিজ (পৃ. ৩)। এসবের ফল কি হয়েছে? তিনি বলছেন: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা এবং শিক্ষা ও সামাজিকসহ অন্যান্য খাতে দির্ঘদিন

স্বল্পমাত্রার সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের ফল হয়েছে যথেষ্ট অশুভ। যেমন বেড়েছে অপরাধের মাত্রা; জনসংখ্যার বেশ বড় অংশের কারাবাস (২৩ লক্ষ মানুষ জেলখানায় আছেন); পৃথিবীর সর্বোচ্চ কারাবাস হার (প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১ জন জেলখানায়); এমনকি কোনো কোনো রাজ্যে জেলখানার বাজেট ঐ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মিলিত বাজেটের চেয়ে বেশি। প্রধানত ক্রমবর্ধমান অসমতার কারণে জেলখানার এ ব্যয় হয়তো অপরাধ দমনের কাজে লাগে এবং তা মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) হিসেবে দেখানো হয় কিন্তু তা কোনো অর্থেই মার্কিনিদের জীবনসমৃদ্ধির লক্ষণ নয় (পৃ. ১৯)।

এসবে বাজার অর্থনীতির দোষ কোথায়? স্টিগলিজই বলছেন "বাজারের ক্ষমতা প্রবল, কিন্তু উদ্ভবসূত্রেই নেই তার কোন নৈতিক চরিত্র। .... বাজার একদিকে পারে বিত্ত-সম্পদ কিছু মানুষের হাতে তুলে দিতে, আর সেই সাথে পারে পরিবেশগত বিপর্যয়ের দায়ভার জনগণের কাঁধে তুলে দিতে এবং মেহনতি মানুষ ও ভোক্তাদের প্রতারিত করতে। সম্ভবত এসব কারণেই বাজারের উপর রাষ্ট্রের কাট-ছাট-নিয়ন্ত্রণ-এর প্রশ্ন এসে যায়। তারপরেও বাজার অর্থনীতি– এমনকি যখন মোটামুটি স্থিতিশীল তখনও উচ্চমাত্রার অসমতা সৃষ্টি করে, যার পরিণাম অন্যায্য"– বলছেন স্টিগলিজ (পৃ. xlii-xliii)।

আসলে ধনীদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির উৎস আরো গভীরে প্রোথিত এবং বাজার একমাত্র উৎস নয়, এর সাথে আছে সমস্বার্থের রাজনীতি ও সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে উপরের তলার ১ শতাংশ মানুষের হাতে যে বিত্ত-বৈভব পুঞ্জিভূত হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে একচেটিয়া মুনাফা (যেখানে সরকার ও রাজনীতির ভূমিকাই মুখ্য), আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অত্যুচ্চ বেতন-ভাতাসহ "rent seeking" (অনুপার্জিত আয় অথবা ভোগদখলকৃত সম্পত্তির আয় ইত্যাদি)-এর বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে। আর এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে নোয়াম চমস্কি বলছেন "ওয়াশিংটনে ২০০০-২০০৫-এ পাঁচ বছরে রেজিস্টার্ড লবিস্টদের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। আর তাদের ক্লায়েন্ট প্রতি চার্জ বেড়েছে দ্বিগুণ। ওয়াশিংটনে রেজিস্টার্ড লবিস্টদের সংখ্যা ৩৪,৭৫০ জন যাদের কাজ ফেডারেল সরকারের ব্যয়ের বড় অংশ লুণ্ঠনে rent seekeer-দের সহায়তা করা[৪৪]। অর্থাৎ "rent seeking" এখানে মুখ্য বিষয় (যে বিষয়ে প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছি)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বৃদ্ধিতে সরকার আর রাজনীতির প্রভাবকী ভূমিকাটা কি? যুক্তরাষ্ট্রে উঁচুতলার ১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ উঁচুতলার ০.১ শতাংশের হয়েছে

---

[৪৪] দেখুন: Noam Chomsky, 2006. Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy, p. 236.

অত্যুচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং একই সাথে নীচতলায় দারিদ্র্য বৃদ্ধি। এসবই হয়েছে আমেরিকার সরকারি নীতির কারণেই যার মধ্যে আছে স্বল্প-প্রগ্রেসিভ কর পদ্ধতি; দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি ও সামাজিক সুরক্ষা; এমন এক শিক্ষা পদ্ধতি যেখানে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্জন নির্ভর করে তার পিতা-মাতা-অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক সামর্থ্যের উপর; ট্রেড ইউনিয়নের দুর্বল ভূমিকা এবং ব্যাংকসহ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয় অতি ভূমিকার উপর বিশেষত প্রেসিডেন্ট রেগানের সময় সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা উঠিয়ে নেবার পরে (অর্থাৎ deregulation এর পরে; পৃ. xxxii; বিষয়টি পল ক্রুগম্যানও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন; দেখুন প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫)। অর্থাৎ ব্যাপারটি এরকম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা ক্রমবর্ধমান। কারণটি জোসেফ স্টিগলিজ আরো যেভাবে বলেছেন তা হলো: পুঁজিবাদ যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা দিতে পারেনি, আর যা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়নি তা দিয়েছে– অসমতা, পরিবেশ দূষণ, বেকারত্ব, এবং (সবচে' গুরুত্বপূর্ণ) মূল্যবোধের এমন অবক্ষয়াবস্থা যেখানে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য এবং যেখানে কেউই জবাবদিহি করবে না। ... এসবের দায় দায়িত্ব রাজনীতির এবং সরকারের। রাজনীতি বাজারের চেহারা এমনভাবে সাজিয়ে দিয়েছে যা নীচের তলার মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে উপরেরতলার স্বার্থ রক্ষা করবে। এবং এ প্রক্রিয়ায় সরকারকে ব্যবহার করে তদনুযায়ী আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করবে।[৪৫]... আমাদের বাজেট, মুদ্রানীতি, এমনকি বিচারালয়কেও এমনভাবে চালিত করবে যার ফলে সমাজে অসমতা শুধু চিরস্থায়ী হবে না তা বাড়তেই থাকবে (পৃ. l)।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানে উপযোগী হবে বিধায় মূল কথাটি আবারো বলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্য-অসাম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। এটা সৃষ্টি করা হয়েছে; মনুষ্য সৃষ্ট। বাজার শক্তি এসবে ভূমিকা রেখেছে, তবে বাজার একা নয়। অসমতার উচ্চমাত্রা যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে বাজারের সেই শক্তিকে গড়ে দিয়েছে সরকারি নীতি-দর্শন (government policies)। মূল বিষয় হলো– সরকার কি করেছে এবং সরকার কি করেনি? সরকার আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে– এসবে স্বার্থ দেখেছে উপরতলার ধনীক ১ শতাংশের। আর এসব আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নে উপরতলার ঐ ১ শতাংশ ধনীরাই মনোনীত করেছেন তাদের স্বার্থবাহী এজেন্টদের। এর সাথে আছে এমন এক রাজনৈতিক সিস্টেম যেখানে ঐ ১ শতাংশের আছে অসীম ক্ষমতা-প্রভাব। ঐ রাজনৈতিক সিস্টেমই বাতলে দেয় কি করে, কোন পথ-পদ্ধতিতে নীচতলার মানুষের

---

[৪৫] আমার মতে Rent Seeker-দের পক্ষে আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকার ও রাজনীতি এমন ভূমিকা পালন করে যে সুযোগ ব্যবহার করে মোটামুটি বিনাশ্রমে অথবা সম্পদ 'সৃষ্টি' না করে rent seeker-রা তিনটি সুবিধা পেয়ে যায়: (১) যে মুরগি ডিম পাড়ে তার মালিক হওয়া যায়, (২) ডিমও খাওয়া যায়, (৩) প্রয়োজনে ডিমপাড়া মুরগিটিই ভক্ষণ করে ফেলা যায়।

টাকা-পয়সা-সম্পদ-সম্পত্তি উপহার হিসেবে নির্বিঘ্নে উপরতলায় পৌঁছে যাবে– যাকে বলে rent seeking অর্থাৎ সম্পদ *সৃষ্টির* পুরস্কার হিসেবে নয় বিত্ত-সম্পদের বড় শেয়ার জোরদখল করে আরো ধনী হওয়া" (পৃ. ৩৫-৩৮)।

তাহলে নিস্তার কোথায়? এক্ষেত্রে নোবেল বিজয়ী জোসেফ স্টিগলিজ, পল ক্রুগম্যানসহ অনেকেই একই রকম আশা-নিরাশার কথাও বলছেন। দুইহাত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবে স্টিগলিজ বলছেন: "সমতা সৃষ্টির সুযোগের অভাবের অত্যুচ্চ মাত্রা দেখে মনে হয় ভবিষ্যত অন্ধকার; আবার অন্যদিকে দেখি আর্থ-সামাজিক নীতি-দর্শনে অর্থনীতির সাথে রাজনীতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (nexus অর্থে) অঙ্গাঙ্গি– সে কারণেই প্রশ্ন– জনকল্যাণকামী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিনির্মাণ ও তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি'না?... এ কথা তো যুক্তিসঙ্গত যে বৈষম্য-অসমতা যদি দূর করা যায় এবং সেইসাথে সুযোগের সমতা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তো আমাদের অর্থনীতি, সমাজ, গণতন্ত্র সবই উপকৃত হবে" (পৃ. xxxiv)। বসবাস আর বেড়ে ওঠা তাদের পুঁজিবাদী সমাজে– সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন তারা দেখেন না (সম্ভবত দেখার সময়ও হয়নি)। সে কারণেই এতো বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণের পরে শেষ কথা বলেছেন এমন: সেসব নীতি-কৌশল (policy অর্থে) অবশ্যই আছে যা বাস্তবায়ন করতে পারলে একই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাম্য/সমতা (equality অর্থে) অর্জন সম্ভব। তবে বিষয়টি অর্থনীতির নয় রাজনীতির (পৃ. xxix)। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপরতলার ১ শতাংশের সাথে সরকার ও রাজনীতির যে অভিন্ন অশুভ স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (nexus of common interest) সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তভাবে দানা বেধেছে– নীচতলার মানুষের স্বার্থ সমুন্নত করতে তা কিভাবে ভাঙ্গবেন? সে রাজনীতির রূপ-বৈশিষ্ট্য কি হবে যা দিয়ে ঐ স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা জনস্বার্থে ভেঙ্গে বিনির্মাণ করবেন মানুষে মানুষে সমতা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ এবং নিশ্চিত করবেন বিত্ত-সম্পদে সবার জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির পথ? আমার ধারণা এ প্রশ্নের উত্তর জোসেফ স্টিগলিজ, পল ক্রুগম্যান, জেফরি স্যাকসসহ পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের কাছে নেই অথবা থাকলেও বলছেন না অথবা মনে করছেন এখনও তা বলার সময় হয়নি। আমাদের ভাবনা আমাদেরকেই ভাবতে হবে– যেখানে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞান আর অভিজ্ঞতাসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা অবশ্যই কাজে লাগবে।

Rent seeking-এর দুর্বৃত্তায়ন বেষ্টিত কাঠামোতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা থেকে উত্তরণ: বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক

রাজনীতিতে নির্ধারক হবে কালোটাকার মালিক rent seeker দুর্বৃত্তরা আর সরকারে গিয়ে তারা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করবে— এ বিশ্বাসের যুক্তি কোথায়? আর সে কারণেই প্রচলিত রাজনীতিবিদরা সরকারে ও সরকারের বাইরে দারিদ্র্য নিয়ে ব্যবসা

করবেন– যা তারা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য হাজারো চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প (project) গৃহীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু কখনও, কোনও অবস্থাতেই এমন কর্মসূচি (programme) নেয়া হবে না, যেখানে বাজেটের প্রধান অংশ বরাদ্দ করে প্রকৃত দারিদ্র্যের সকল নির্দেশক (indicator অর্থে) ভিত্তিক সময় বেঁধে দিয়ে কর্মকাণ্ড সংবিধানের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হবে; যেখানে ব্যর্থতার শাস্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং শাস্তির বিধান কার্যকর করা হবে। এগুলো হবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া ও বৈষম্য সৃষ্টির সব পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। বসের চেয়ারের পিছনে যতদিন তোয়ালে থাকবে ততদিন ঔপনিবেশিক মানসিকতাও যাবে না, আর সেটা অটুট থাকলে দারিদ্র্য প্রকল্প লাভজনক ব্যবসা হিসেবেই চিরকাল বহাল থাকবে। চেয়ারের মানুষটির দারিদ্র্য কিভাবে দূর হবে? দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ফ্ল্যাটের মালিক না হতে পারার দারিদ্র্য কি ভাবে দূর হবে? আমার মাটির তলার-উপরের সম্পদ অন্যের হাতে– rent seeker দের হাতে নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করতে না পারার দারিদ্র্য কিভাবে দূর হবে? বৈশ্বিক rent seeker ও তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে ওকালতি-দালালি-লবি না করার ক্ষতি কিভাবে পুষাবেন?

ছোট মনে বড় কাজ করা সম্ভব নয়; আর আমরা যারা rent seeker কালোটাকার প্রভুদের মধ্যবিত্ত ভক্ত, তারা মনের দিক থেকে যথেষ্ট মাত্রায় অনাবাসি। আমরা যত না ইহকালে বাস করি, ততোধিক পরকালে। আর ইহকালে পশ্চিমা পাসপোর্ট প্রাপ্তির মুর্খতা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জেঁকে বসেছে। গোলকায়নের গোলকধাঁধায় আমি তো বিশ্বনাগরিক (তৃতীয় শ্রেণির হলেও)– আমার দেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম জরুরি। সুতরাং, সম্ভবত আরও একবার ভাল করে ভাবতে হবে। ভাবনাকে জাতীয় চিন্তায় রূপ দিতে হবে। দুর্বৃত্তবেষ্টিত যে সমাজ-অর্থনীতি আমরা সৃষ্টি করেছি, সে কাঠামোতে আদৌ দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব কি'না, ভেবে দেখতে হবে। ভাবতে হবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রসঙ্গটি; গভীরভাবে ভাবতে হবে মধ্যবিত্তের মানসিক-কাঠামোর রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা। "মুক্ত বাজার– দরিদ্র-বান্ধব নয়"। মুক্তবাজার এখন দুর্বৃত্তবেষ্টিত rent seeker-দের অধীনস্থ সত্তা। আর তাদেরই অধীন হলো রাজনীতি ও সরকার। সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের তোড়ে মুক্তবাজার ততোধিক দরিদ্র-বিরোধী; বিশ্বায়ন সৃষ্টি করেছে বৈশ্বিক rent seeker-এর এক গোষ্ঠী– যারা দুনিয়ার সকল সম্পদ–জ্বালানি, খনিজ, জল, আকাশ, মহাকাশের উপর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ অবস্থায় আমাদের ভাবতে হবে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে। এমন নীতি-কৌশল যা প্রয়োগ করলে যথাদ্রুত সম্ভব দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ হবে।

আপাতত একটি শেষ প্রশ্ন– পৃথিবীর কোথাও বিদেশি পরামর্শ ও ঋণে দারিদ্র্য বিমোচিত হয়েছে কি? এদেশের গ্রামে জন্মে এদেশের মাটিতে মানুষ হয়ে আমাদের

দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের চেহারা আমরাই যদি না বুঝি তাহলে ভিনদেশি সাহেবরা তা কিভাবে আমাদের চেয়ে ভাল বুঝবেন? এটা আমার কাছে একদিকে যেমন দুর্বোধ্য, অন্যদিকে অত্যন্ত অপমানজনক। আমাদের ইতোপূর্বে প্রণীত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) কনসেশনাল ঋণ সুবিধে পাবার শর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক রচিত হয়েছে। আমার প্রশ্ন– যে দেশের কৃষক দেশকে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারে, যে দেশের শ্রমিক দেশের মধ্যেই স্বল্পতম মজুরির বিনিময়ে (যা অন্যায্য) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে রেকর্ড করতে পারে, যে দেশের শ্রমিক বিদেশে রাত-দিন পরিশ্রম করে বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে পারে, যে দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জন্মরহস্য আবিষ্কার করতে পারে, যে দেশের রসায়ন বিজ্ঞানী খাবার পানিকে আর্সেনিক বিষমুক্তকরণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রযুক্তির নোবেল পুরস্কার পেতে পারে– সে দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে বিদেশি দাতাদের প্রয়োজন কেনো? আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস উদ্দিষ্ট জাতীয় উন্নয়ন নীতি-দর্শন আমাদেরই প্রণয়ন করতে হবে এবং জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে আমরা আমাদের সংবিধান মেনে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও হ্রাসে দেশোপযোগী নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। সেই সঙ্গে আমি এও মনে করি যে, ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রণীত বিশ্বব্যাংকের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (নামকরণটি বেশ নিরপেক্ষ গোছের কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক) আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি একধরনের অস্বীকৃতি। আমার জানামতে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন বেশ কিছু দেশ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র প্রণয়নে অস্বীকার করেছে। কেউ বলেছে, তাদের সংবিধান আছে এবং তার বিধানের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ হচ্ছে/হবে; কেউ বলেছে, সংবিধান মেনে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেটাই তাদের উন্নয়ন কৌশল। আমরা কেন পারছি না? আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস আমরা পারি। এ লক্ষ্যে আমার প্রস্তাবনা নিম্নলিখিত ১৩-দফা এজেন্ডা বিচার-বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হোক এবং তা বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ ১৩-দফা এজেন্ডাকে বিচ্ছিন্ন দফা হিসেবে নয় দেখতে হবে সমন্বিত সমগ্রতা (holistic) হিসেবে। সেই সাথে বাস্তবায়ন হতে হবে একই সাথে, তবে প্রত্যেক দফা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার (prioritization) ও পর্যায়ক্রম (sequencing) বিবেচনায় আনতে হবে। আমার প্রস্তাবিত ১৩-দফা এজেন্ডা নিম্নরূপ:

১. বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;

২. অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্রপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি;

৩. অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা;

৪. শিল্পায়নঃ অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্ব-কর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশিদারিত্ব;

৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার;

৬. নারীর ক্ষমতায়ন (অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক);

৭. বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগী হ্রাস এবং মূল্য সংযোজনভিত্তিক সমানুপাতিক হিস্যা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান;

৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার;

৯. জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর (মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ইত্যাদি);

১০. শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত (শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নয় উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবাসহ);

১১. সুসংগঠিত সামাজিক ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম (সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার–সেফটি নেট থেকে শস্য বিমা পর্যন্ত);

১২. রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর; এবং

১৩. রাষ্ট্রীয়-সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ (উন্নয়ন হবে আন্দোলন)।

আমি মনে করি, জনগণের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে। আর দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বলতে আমরা কী বুঝবো এবং সেগুলো রাষ্ট্র ও সরকার কিভাবে নিশ্চিত করবে তা তো সংবিধানেই আছে। মানুষ হিসাবে দরিদ্র মানুষ সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার সমঅংশীদার। আমাদের সংবিধান বিয়াল্লিশ বছর আগে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার যে দিকদর্শন দিয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিয়ে আর কোনো স্মারক বক্তৃতা দরকার হবে না। মনে রাখা জরুরি যে এ দেশের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট–ভূমিকম্প বা অলৌকিক কোন কিছু এখানে দারিদ্রের কারণ নয়। সুতরাং শেষ কথা, মানুষ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র হতে না পারে, সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে; সকল মানুষ মানুষ হিসাবে সমান। সুতরাং বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির পথ বন্ধ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

আজকের লোকবক্তৃতার মূল অভীষ্ট নির্ধারণে বলেছিলাম যে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিশ্লেষণপূর্বক "দারিদ্র্য- বৈষম্য-অসমতার একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব" (unified political economic theory) বিনির্মাণ করা যায় কি'না? আমার

ধারণা ইতোমধ্যে যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বটি হতে পারে এমন: ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে জনসংখ্যার একাংশ- উপরের তলার মানুষেরা বিত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে নয় অন্যের বিত্ত হরণের (rent seeking) বিভিন্ন পন্থায় বিত্তশালী হন এবং এ প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক দুর্ভেদ্য অশুভ সম-স্বার্থ সম্মিলন (nexus of common interest) ঘটে; এ সম-স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা একদিকে rent seeker-বিত্তবানদের বিত্ত বাড়াতে থাকে আর অন্যদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করতে থাকে। ক্রমবর্ধমান এ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করা সম্ভব যদি সম-স্বার্থের ত্রিভূজ (বিত্তশালী rent seeker, সরকার, রাজনীতি)-টি ভেঙ্গে ফেলা যায়; যদি ঐ ত্রিভুজ ভেঙ্গে বিত্তশালী rent seeker-দের প্রচলিত রাজনীতি ও সরকারের বাইরে রাখা যায়; যদি জনকল্যাণকামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে রাজনীতি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎসমুখ বন্ধ করে দেবে। বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক সিস্টেমের পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য উৎস

আবুল বারকাত, ১৯৮৫, 'বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য'। আবু মাহমুদ রচিত মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ১ম সংস্করণ, খণ্ড ১, অক্টোবর ১৯৮৫, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Abul Barkat et al., 2001. Political Economy of Khas Land in Bangladesh. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

আবুল বারকাত, ২০০৪, 'বাংলাদেশে যুব দারিদ্র্য: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', এডিএসসি আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১২ আগস্ট ২০০৪।

Abul Barkat, 2005. Criminalization of Politics in Bangladesh, SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005.

Abul Barkat, 2005. Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh, Lecture organized by Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

আবুল বারকাত, ২০০৬, 'একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী, ১৫ জুলাই ২০০৬।

Abul Barkat, 2009. Global Study on Child Poverty and Disparities: National Report Bangladesh, UNICEF, Bangladesh.

Abul Barkat et al., 2011. Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh; Genesis, Growth, and Impact. Dhaka: Ramon Publishers.

আবুল বারকাত, ২০১১, এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালা-২০১১, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা ও ভাবনার দারিদ্র্য', এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। ঢাকা: ৮ অক্টোবর ২০১১।

আবুল বারকাত, ২০১২, 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি', জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মরণসভা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ঢাকা: ২৬ জুন ২০১২।

আবুল বারকাত, ২০১২, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিভিন্ন আয়োজন (২০০১-২০১৩)।

আবুল বারকাত, ২০১২, শাহএএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট', বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ২৭ জানুয়ারী ২০১২, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

আবুল বারকাত, ২০১২, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই, ২০১২।

আবুল বারকাত. ২০১২. 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১২-তে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ', ঢাকা: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

Abul Barkat et al., 2013. Impact of Social and Income Security for Older People at Household Level. Help Age International, Dhaka and Human Development Research Centre.

আবুল বারকাত, ২০১৩, 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি', *বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া"* শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩।

আবুল বারকাত, ২০১৪, শহীদ ড. শামসুজ্জোহা স্মারক বক্তৃতা-২০১৪, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি: কাঠামোগত বিষয়াদি ও উত্তরণ সম্ভাবনা', রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

আবুল বারকাত, ২০১৪, 'বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি', ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী বিশ্ববদ্যালয়ে একক বক্তৃতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী: ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

Amartya Sen, 1999. Development as Freedom. Alfred A. Knopf, Inc.

Chang Ha-Joon & Ilene Grabel, 2005. Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual. Zed Books Ltd.

Jeffrey Sachs, 2012. The Price of Civilization: Reawakening Virture and Prosperity after the Economic Fall. Vintage Books, London.

Giddens Anthony, 2003. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. Routledge, N.Y.

Lee Kuan Yew, 2000. From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000. Marshall Cavendish Editions.

Noam Chomsky, 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance. Penguin Books.

Noam Chomsky, 2005. Imperial Ambitions. Penguin Books.

Noam Chomsky, 2006. Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy. Penguin Books.

Noam Chomsky, 2007. Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World.Viva Books Private Limited.

Paul Krugman, 2013. End This Depression Now. W.W. Norton & Company Ltd.

শাহ এএমএস কিবরিয়া, ২০০৭, 'দুর্নীতি দমন কমিশন: গোড়ায় গলদ', প্রবন্ধ সংগ্রহ ২০০৭।

Stiglitz, Joseph. E, 2002. Globalization and Its Discontents. Penguin Books.

Stiglitz Joseph. E, 2013. The Price of Inequality. Penguin Books.

প্রবন্ধটির টাইপ সেটিং, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
আবুল বারকাত শান্তি ও প্রগতি ফাউন্ডেশন
Abul Barkat Peace and Progress Foundation (ABPPF)

বাড়ী ৫, রোড ৮, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৬৯৭২, ৮১৫৭৬২১, ই-মেইল: abppf2013@gmail.com,
info@abppf.org; ওয়েব: www.abppf.org

নৈতিক ও ন্যায় বোধের দৃষ্টিতে সকল মানুষ মানুষ হিসেবে সমান– এ দর্শনের ভিত্তিতে ***আবুল বারকাত শান্তি ও প্রগতি ফাউন্ডেশন*** জ্ঞানভিত্তিক মানবসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে যেখানে জন-সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে এবং মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান স্বাভাবিক প্রথায় রূপান্তরিত হবে। শান্তি ও প্রগতির সকল পথ-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এই ফাউন্ডেশন মানববঞ্চনার মানব উন্নয়নে রূপান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। ফাউন্ডেশনটি একটি মানবতাবাদী, অলাভজনক, বেসরকারি, স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক সমাজকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান।